আল-মুখতার
AL-MUKHTAR

of A'la Hazrat Conference - 1439 Hizri

কনফারেন্স- ১৪৩৯ হিজরি স্মারক

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আল-মুখতার
AL-MUKHTAR
বর্ষ : ২০, সংখ্যা-১৯

আ'লা হযরত কনফারেন্স-২০১৭
A'la Hazrat Conference-2017

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ৯৯তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রয়াস
২৯ সফর ১৪৩৯ হিজরি, ১৯ নভেম্বর '১৭, রবিবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

স্থান : মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইসমাইল নোমানী
আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী
মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

সম্পাদনা সহযোগী
মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মাওলানা মুহাম্মদ জহির উদ্দিন তুহিন
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ রিজভি
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান

প্রচ্ছদ ডিজাইন : মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

গ্রাফিক্স ডিজাইন : স্বপ্ন কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
প্রেস বাজার গলি, আন্দরকিল্লাহ্ চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯৮২৯৫৯২, email : kaishchy@gmail.com

মুদ্রণে : শব্দনীড়, আল ফাতেহ শপিং সেন্টার (৩য় তলা) আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম।
০১৮১৯৩৭৭১৪৬ email : shabdaneerad@yahoo.com

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
A'La Hazrat Foundation Bangladesh
১৮২, আল-ফতেহ শপিং সেন্টার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

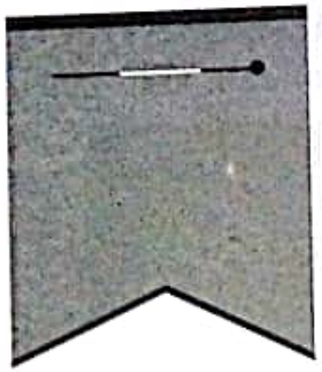

উৎসর্গ

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সাবেক অধ্যক্ষ জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের সাবেক খতিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র সাবেক গভর্ণর জমিয়তুল মোদাররেসীন বাংলাদেশ'র সাবেক সহ-সভাপতি, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র অন্যতম সাবেক উপদেষ্টা, খতিবে বাঙ্গাল **আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল কাদেরী (র.)** এর প্রতি। ২৩ সফর ১৪৩৮ হিজরি ২৪ নভেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রেস কাবে আ'লা হযরত স্মারক সেমিনারে প্রধান অতিথি আসন অলংকৃত করেন। এর ২দিন পর ২৬ নভেম্বর ঢাকা আ'লা হযরত কনফারেন্সে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত হয়ে আকস্মিক অসুস্থ হয়ে লক্ষ লক্ষ সুন্নী জনতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মাওলায়ে হাকিকীর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আবসার
যোলশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৮১৩-২২১৫৫৮

যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, পিএইচপি ফ্যামিলি

পীরে তরীকত, শাহসূফী হযরতুলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা বারী (মু.জিআ.)
বারীয়া দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম
আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
চেয়ারম্যান এফ. এ. ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন
চেয়ারম্যান, শাহ আমানত হজ্ব কাফেলা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক
ভাইস চেয়ারম্যান, গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ।

পীরজাদা মাওলানা গোলামুর রহমান আশরফ শাহ
বেতাগী আস্তানা শরীফ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাহাবুদ্দীন
সিনিয়র সহ-সভাপতি কদম মোবারক মহল্লা সমিতি।

মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম
সদস্য আহমদিয়া করিমিয়া সুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, পূর্ব বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম
ডাইরেক্টর ফ্লাই কিং ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।

এডভোকেট মুহাম্মদ নুর উদ্দিন
চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব রশিদ আহমদ
হিলভিউ আ/এ, পশ্চিম ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব
পরিচালক, সাফরান রেস্টুরেন্ট, কদম মোবারক, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
পশ্চিম ষোলশহর, নাজির পাড়া, চট্টগ্রাম।

মুফতি মাওলানা এ, এস, এম জালাল উদ্দিন ফারুকী
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

সৈয়দ মুহাম্মদ ফোরকান রেজভি
শাহজাদা, রেজভিয়া দরবার শরীফ, হালিশহর

আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাদিমুল হক রানা
সভাপতি, আনজুমানে খাজা গরীবে নেওয়াজ, মধ্য হালিশহর, চট্টগ্রাম।

অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা তোহা মুহাম্মদ মুদাচ্ছির
কামালে ইশকে মুস্তফা আলিম মাদ্‌রাসা বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ হানিফ সওদাগর
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জামেয়া রজভীয়া, তাওসীফিয়া, সুন্নিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ফোরকান আল হামিদি
বিশিষ্ট সমাজ সেবক, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইউনুস রিজভী
সভাপতি, ইমাম শেরে বাংলা রিসার্চ একাডেমি, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুন নবী
চেয়ারম্যান, এন আল-আমিন হজ্ব কাফেলা, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মাওলানা ইউনুস তৈয়বী
হালিশহর, চট্টগ্রাম

অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা আবুল কালাম আমিরী
হযরত খাজা কালু শাহ (র.) ফাজিল মাদ্‌রাসা, ফোজদারহাট, চট্টগ্রাম।

অধ্যক্ষ মাওলানা রিদওয়ানুল হক
আশেকানে আউলিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসানাত আল কাদেরী
সভাপতি, শাহ ইমাম আহমদ রেজা পাঠাগার মোগলটুলী, আগ্রাবাদ।

জনাব মুহাম্মদ জাফর সাদেক সোহেল
গরিব উল্লাহ শাহ হাউজিং সোসাইটি

সূচিপত্র

অভিমত

সভাপতির বক্তব্য

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

সম্পাদকীয়

ফাতওয়া জগতে অনন্য 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা'
আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

প্রবন্ধ বাংলা : আল্লাহ তাআলার পুতঃপবিত্রতা ও আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)
ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

শিয়া সম্প্রদায় ও ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

সুন্নী আকিদা ও নবী প্রেমের বিদ্যাকল্পদ্রুম ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (র.)
ড. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আল-মারুফ

আ'লা হযরত জ্ঞানের বিশ্বকোষ
এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

মনীষীদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরতের মূল্যায়ন
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল হক

আ'লা হযরত এক প্রজ্ঞাময় আলোকবর্তিকা
ড. শেখ রেজাউল করিম

ফাতওয়া জগতে অনন্য 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা'
মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

বৃটিশদের প্রতি আ'লা হযরতের ঘৃণা
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র জীবন-কর্মের গবেষণা
অধ্যাপক মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী

আ'লা হযরতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা
মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রচার-প্রসারে আ'লা হযরতের নির্দেশনা
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ রিজভী

ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম আহমদ রেযা খান (র.)'র চিন্তাধারা
মুহাম্মদ আবদুর রহীম

'শিয়া' পরিচিতি ও তার প্রতিরোধে
আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (র.) এর অবদান
মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

না'ত সাহিত্যে ইমাম আহমদ রেযা (র.) এক অনন্য প্রতিভা
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান

ইমাম আ'লা হযরতের ওফাত শত বার্ষিকীতে
সাড়া জাগানো কর্মসূচি চাই
আ ব ম খোরশিদ আলম খান

প্রবন্ধ : ইংরেজি
Imam Ahmad Reza (R.A) : An Unparallel Genius Mhammad
Rezaul Karim

প্রবন্ধ : আরবি

الخصائص الأسلوبية العامة في مؤلفات الإمام المجدد
شيخ الإسلام أحمد رضا خان البريلوي الحنفي عليه رحمة المنان
اعداد: محمد صغير القادري

গুণীজন পরিচিতি
ক. পীরে তরিকত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.জি.আ.)
খ আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী
গ ইসলামী গবেষক কাজী সাইফুদ্দিন হোসেন

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন কার্যক্রম
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

কবিতা
আ'লা হযরত
অধ্যাপক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম
আ'লা হযরতের প্রতি নিবেদিত কবিতা
কবি মাহদি আল-গালিব

আ'লা হযরত তিনি
মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

আ'লা হযরত
জসিম উদ্দিন মাহমুদ

ফাউন্ডেশন সংবাদ
শোক সংবাদ

অভিমত

উপ-মহাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী দার্শনিক, ইসলামী রেঁনেসার মহান দিকপাল, মুসলিম মিল্লাতের গৌরব, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (র.) এর ৯৯ তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন আল মুখতার নামক একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। যাদের কর্ম ও সাধনার বদৌলতে কালজ্বয়ী জীবন দর্শন পবিত্র ধর্ম আল-ইসলাম আজো বিশ্বমাঝে চির অম্লান, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (র.) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন এক অসাধরণ বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। এ মহামনীষীর আবির্ভাব ছিল উপমহাদেশের জন্য বিধাতার আর্শীবাদ স্বরূপ। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী জাতিকে দিয়েছে সঠিক নির্দশনা। ঈমান-আকিদা প্রসঙ্গে বাতিল পন্থিদের পক্ষ থেকে সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরোপিত বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিযোগের দাত ভাঙ্গা খন্ডন, বাতিল চক্রের ভ্রান্তির নিরসন, প্রিয়নবীজির আদর্শ অনুসরন, পূত:পবিত্র সম্মানিত ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সংরক্ষণ ও মুজতাহিদ ইমাম ও তরীকতের মাশায়েখ এজাম তথা আউলিয়ায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরনের অপরিহার্যতা অনুধাবনে আ'লা হযরতের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও চর্চার বিকল্প নেই। ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের এ নাজুক সন্ধিক্ষণে সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে-এ মহামনীষীর জীবন কর্মের ব্যাপক গবেষণা এখন সময়ের দাবী।
আমি আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের এই মহতি উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

পীরে তরীকত হযরতুলহাজ্ব শাহসূফী মাওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা বারী (ম.জি.আ.)
বারীয়া দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রধান অতিথির অভিমত

বিশ্বব্যাপী ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রচার প্রসারে যুগে যুগে যেসব মহান মনীষীরা বিশ্বের সুন্নী জনতার কাছে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা (র.) অন্যতম। মোঘল সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলহীর মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলামানদের ধর্মীয় অঙ্গনে যে ফিতনা ফাসাদের গনজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা এ বিরাট ফিতনা থেকে উপমহাদেশের মুসলমানকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন। ঠিক একই ধারায় ইমাম আহমদ (র.) ইংরেজ শাসন শোষণের দুর্যোগপূর্ণ মূহুর্তে এতদঞ্চলের মুসলমানদের ঈমান, আক্বীদা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি অঙ্গনে যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছেন তা আজ এক ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে চলছে। বিশেষতঃ ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য মুসলমানদের ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির প্রয়াসে এক শ্রেণীর মৌলভীদেরকে দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের শত বছরের আক্বীদাগত অঙ্গনে এক নতুন ধর্মমতের প্রচলন করেন। তাদের মধ্যে ওহাবী, দেওবন্দী, কাদিয়ানী, রাফেযী ও শিয়া অন্যতম। এসব বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে উপমহাদেশসহ বিশ্বের মুসলমানদের আক্বীদা, আমল হিফাযতে ইমাম আহমদ রেযা (র.) তাঁর যুগে নিজে একাই ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লিখিত দেড়সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী আজও মুসলিম উম্মাহর ঈমান আমল হিফাযতের রক্ষা কবচ বলা চলে। বিশ্বব্যাপী আজ তাঁর জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক গবেষণা চলছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এদেশের শতকরা ৯৯ জন সুন্নী মুসলমানরা এ মহান ইমামের চিন্তাধারা ও আদর্শের আলোকে নিজের ঈমান আক্বীদার হিফজত করলেও তাঁকে নিয়ে তেমন গবেষণাধর্মী ও আলোড়িত কোন কাজ হয়নি বলা চলে। এ ব্যর্থতা কারো একার নয়। এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের।

আলহামদুলিল্লাহ! দেরীতে হলেও আমাদের এ ব্যর্থতাকে ঘোচানোর জন্য আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন নামে গবেষনাধর্মী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর শিক্ষা ও আদর্শকে দেশের সর্বত্রে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যে বাস্তবধর্মী ও যুযোপযোগী নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ৯৯ তম ওফাত দিবস পালন উপলক্ষে আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মরণিকা ২০১৭ প্রকাশের উদ্যোগকে জানাই স্বাগতম। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সদকায় এ ফাউন্ডেশন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমত কবুল করুন। আমিন!

আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, পিএইচপি ফ্যামিলি
প্রধান উপদেষ্টা, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

অভিমত

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্থায়িত্ব ও হিফাজতের মূলে আক্বীদাহ একমাত্র রক্ষাকবচ। এজন্য যুগে যুগে ইসলামের শত্রুগণ নানা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এ আক্বীদা বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে। ফলে দ্বীনের প্রকৃত সাধকগণ আক্বীদার প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। তাঁরা এটাকে বাদ দিয়ে বাতিলদের সাথে কোন ধরনের আপোষ রফায় কখনো সম্মত হননি। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় আকবরের দ্বীনি ইলাহীর পর ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশের মুসলমানদের আকীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়ানোর মাধ্যমে মুসলামানদের ঐক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াস পায়। যখন উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এ আক্বীদা গত অনৈক্য চরমে গিয়ে পৌছে, তখনই আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ কৃপায় এতদঞ্চলে ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর জন্ম হয়। তিনি সারা জীবন মুসলমানদের আক্বীদা ও ঈমান রক্ষায় এক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে যান। তাঁরা প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম ভালবাসা ও তাঁরা মহান সাহাবীদের আদর্শ হতে বিমুখ হয়ে এমন এক নির্জিব জাতিতে পরিনত হয়েছিল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে. একটি কথা বলতেও সাহস পায়নি। কেউ কেউ হিন্দুদের হাত ধরে তাদেরকে মসজিদের মিম্বরে বসিয়ে মসজিদ ও মিম্বরকে অপবিত্র করলো। উপমহাদেশের মসলমানদের ঈমান আক্বীদা ধ্বংসের এ নাজুক পরিস্থিতিতে একমাত্র ইমাম আহমদ রেযা ই ইশকে রসূলের মশাল প্রজ্বলিত করে সকলের ঈমানকে তরু তাজা করার মাধ্যমে এদেশের মুসলামানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তাঁর প্রায় গ্রন্থ আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় হওয়াতে এ দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এ মহান মনিষী সম্পর্কে যেটুকু জানার কথা সেটুকু জানেন না। ফলে যুগের দাবী হলো তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলোর ব্যাপকভাবে বাংলায় অনুবাদ করা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ইসলামী ফাউন্ডেশনসহ আমাদের জাতীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলো দেশ বিদেশের অনেক প্রখ্যাত লেখকের পুস্তক পুস্তিকা অনুবাদের উদ্যোগ নিলেও এ মহামনীষীর গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন উদ্যোগ নেয়নি। তাই এ দিকে তাদের দ'ষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আশা করি আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সবশেষে আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০১৭ এর সফলতা ও মঙ্গল কামনা করছি।

শেরে মিল্লাত আল্লামা আলহাজ্ব মুফ্তি মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী
শায়খূল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

অভিমত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (র.) একজন উচুস্তরের ফক্বীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী সমাজের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও কদর রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর সহস্রাধিক পুস্তক পুস্তিকা ও গবেষণাকর্ম বিদ্যমান। বর্তমান ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে তাঁর গবেষণাকর্মগুলোর চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ফলে উপমহাদেশসহ বিশ্বের নানা স্থান হতে তাঁর গ্রন্থগুলোর প্রচার প্রকাশনা হতে দেখা যায়। তুরস্কস্থ ইস্তাম্বুল এর বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'মাক্তাবা-ই-ইশিক' ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আদদৌলাতুল মক্কীয়াসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া বর্তমান বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তাঁকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এ মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বের উপর আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন' বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর গবেষণাকর্মকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যে সকল উদ্যোগে গ্রহণ করেছে। এ জন্য আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন' এর সকল কর্মকর্তা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলের ধন্যবাদ পাওয়া যোগ্য। সে সাথে তাদের এসব ব্যয় বহুল কর্মসূচিগুলো সফলতার মূখ দেখাতে আমাদের বিত্তবান লোকদেরও আর্থিক সাহায্য দানে এগিয়ে আসার প্রয়োজন বলে মনে করি। পরিশেষে আ'লা হযরত কনফারেন্স '২০১৭ এর সাফল্য কামনা করি।

আল্লামা এম. এ. মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার চট্টগ্রাম।
অন্যতম উপদেষ্টা, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অভিমত

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, 'আলা হযরত ফাউন্ডেশন' বাংলাদেশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাকে পরিচিত করার জন্য বেশ তৎপর। মূলত ইমাম আহমদ রেযা (র.) হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর একজন সফল সংস্কারক ও ধর্মীয় পথ প্রদর্শক ছিলেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্থিত্ব রক্ষায় তাদের ঈমান, আক্বিদা ও সমাজ-অর্থানীতি, রাজনীতি অঙ্গনে তিনি এক স্বাতন্ত্রমণ্ডিত বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে যান। শুধু তা নয় আজও তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা বিপথগামী মানুষের আলোকবর্তিকার কাজ দিচ্ছে। ইসলামে তাঁর ত্যাগও শ্রম সাধনা স্বর্ণাক্ষরে লিখা রাখার উপযুক্ত।
আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন' এর কাছে আমরা কামনা করবো যে, ভবিষ্যতে তারা ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর মূল্যবান গবেষণা ও গ্রন্থগুলোকে অনুবাদ করার মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন। পরিশেষে আ'লা হযরত কনফারেন্স '২০১৭ এর সাফল্য কামনা করি।

মাওলানা এম. এ. মতিন
প্রধান সমন্বয়ক
আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত সমন্বয় কমটি

অভিমত

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমামে আহলে সুন্নত, হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) এর ঝান্ডা বরদার আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন কর্তৃক কনফারেন্স '২০১৭ এর স্মরণিকা প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট সকলকে মুবারকবাদ।

আল্লাহর প্রিয় নবী সরকারে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর সাধনার ফল পবিত্র দ্বীনে হককে কলুষিত ও বিকৃত করার ঘৃণ্য তৎপরতা আবহমানকালে বাতিলের সমূহ চক্রান্তকে নস্যাৎ করে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে যাঁরা জগতে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জীবিত রেখেছেন আ'লা হযরত (র.) সে ঈমানী কাফেলার অন্যতম সিপাহসালার। দুঃখজনক হলেও অবাক করা এক সত্য যে, সাধারণ তো বটেই; বহু আলেমে দ্বীনও তাঁর ব্যাপক অবদান সম্পর্কে অনবহিত। জাতির ক্রান্তিলগ্নে ফাউন্ডেশন এর এ অভিযাত্রা সময়ে দাবি। আমি এর সাফল্য কামনা করি। এ কনফারেন্স বাংলার প্রতিটি মুসলিম মানসে ছড়িয়ে দিক আলা হযরতের শাণিত ঈমানী চেতনা। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহান অগ্রযাত্রায় সহায় হোন। আমীন।

আল্লামা মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী (ম.জি.আ)
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (কামিল), চট্টগ্রাম।
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

অভিমত

জ্ঞান বিজ্ঞানের গুরু মুসলমানদের হাতে,
তারাই প্রথম বুঝতে সক্ষম হয় সৃষ্টির
সীমানায় যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা লুকিয়ে
আছে, তার ব্যবহারে মানুষের উন্নতি আছে,
কোন পাপ নেই।
জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের সেই ধারাবাহিকতায়
ইমাম আহমদ রেযাখান (র.) একটি বিশাল
প্রেরনা। সেই প্রেরনার সৌরভ ছড়িয়ে দিতে
আ'লা হযরত কনফারেন্স এর সকল কর্মকাণ্ড
অতীব কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ।
আমি তাঁদের সকল কাজের সর্বোচ্চ সাফল্য
কামনা করি।
মহান রাব্বুল আলামিন আ'লা হযরত
ফাউন্ডেশন এর সাথে সংশ্লিষ্টদের
সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

অধ্যাপক ড. নূ ক. ম আকবর হোসেন
বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

সভাপতির বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এ মহা মনীষীর প্রতিভা বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি, জ্ঞান প্রজ্ঞা পান্ডিত্য ও চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন পূর্বসূরীদের স্বার্থক উত্তরাধিকার। ইসলামী বিশ্বের জন্য তাঁর অবদান অসাধারণ। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী রচনা করে তিনি ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ, আ'লা হযরত মুসলিম মিল্লাতকে দিয়ে গেছেন হাজার বৎসরের কর্ম। যে কর্ম কখনই শেষ হবার নয়। তিনি এত প্রচুর লিখেছেন শুধু তাঁর রচিত পুস্তকাদি দিয়েই একটা বিশাল গ্রন্থাগার হতে পারে। ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরি তাঁর জন্ম। ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরি তাঁরঁ ওফাত। হিজরি সাল অনুসারে তাঁর জীবনকাল ৬৭ বৎসর ৫ মাস ১৫ দিন। ১৪ শাবান ১২৮৬ হিজরিতে তিনি ফতওয়া প্রনয়ন সূচনা করেন, এ হিসেবে সূদীর্ঘ ৫৩ বৎসর ৬ মাস ১১ দিন সময়কাল পর্যন্ত ফতওয়া প্রনয়নে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তবে লেখালেখির চর্চা আরো পূর্ব থেকেই সূচনা করেছিলেন। আট বৎসর বয়সে আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ আরবী ব্যকরণ গ্রন্থ "হিদায়াতুন নাহু" এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। এত সবকিছু বাদ দিলেও গবেষকদের বর্ণনা মতে আ'লা হযরত দৈনিক গড়ে ৫৬ পৃষ্ঠা লেখা নিয়মিত লিখেন। সেই অনুপাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাড়ায় ১০,৬৫৮৪৩ (দশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার আটশত তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা বিশ্ব বরেণ্য আলেমেদ্বীন বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আ'লা হযরত গবেষক ফকীহুল হিন্দ হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী (র.)'র র্বণনা মতে ৫২টি বিষয়ে আ'লা হযরতের লিখিত সহস্রাধিক গ্রন্থাবলীতে শব্দ সংখ্যা দাড়ায় **চার কোটি ষাট লক্ষ** এ গবেষণার বিশুদ্ধতায় তিনি অনেকটা নিশ্চিত। তাঁকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী গবেষনার অন্ত নেই। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাঁর জীবন কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে এ পর্যন্ত এম ফিল ও পিএইডি'র সংখ্যা ত্রিশ অতিক্রম করেছে। (সূত্র : মা'আরেফে রেযা)

এ মহা মনীষীর জীবন-কর্মের গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৭ সনে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিবৎসর আ'লা হযরত কনফারেন্স'র আয়োজন করে আসছে। এ বৎসর চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আ'লা হযরত (র.)'র ৯৯ তম ওফাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আ'লা হযরত কনফারেন্স, কেরাত, নাত, হামদ, ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও "মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ মুসলিহ হিসেবে ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ভূমিকা" শীর্ষক লিখিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, মাসলকে

আ'লা হযরতের প্রচার প্রসারে অনন্য অবদান রাখায় দেশের ৩ জন কৃর্তিমান ব্যক্তিত্বকে গুণীজন সম্মাননা প্রদান। আল-মুখতার নামক স্মারক প্রকাশনাসহ প্রখ্যাত শায়েরদের অংশগ্রহণে মোশায়েরা মাহফিল ও স্মারক আলোচনার মাধ্যমে উদযাপিত হবে আ'লা হযরত কনফারেন্স । এ আয়োজনে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা মাশায়েখ ইসলামি চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবি লেখক গবেষক সাংবাদিক ও সুধীজনসহ সকলের প্রতি রইলো আমাদের অন্তরাত্মার শ্রদ্ধা আন্তরিকতা ফুলেল শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। **আগামী বৎসর ১৪৪০ হিজরিতে উদযাপিত হবে আ'লা হযরতের ওফাত শতবার্ষিকী**। সুন্নী মুসলমানদের এই মহান ইমামের প্রতি হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রত্যয়ে আমাদের মেধা মনন, চিন্তা চেতনা সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা নিবেদিত হউক। তাঁরই অনুসৃত আদর্শ বাস্তবায়নে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের এই মহান মুজাদ্দিদের রুহানী ফুয়ুজাত আমাদের সকলকে নসীব করুন। আমীন।

- মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি
অধ্যক্ষ-মাদ্‌রাসা-এ তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল
মধ্য হালিশহর বন্দর, চট্টগ্রাম।
সভাপতি-আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করণায়

সুন্নী মুসলমানদের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মহান মোজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভি (র.)। কালজয়ী এ মহান মনীষী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এক অনন্য দিশারী। তাঁর রচিত সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী মুসলিম মিল্লাতকে যুগ যুগ ধরে উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা হয়ে থাকবে। এ মহান মনীষীর জীবন কর্ম গবেষণা ও চর্চার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠা হয় আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। তাঁর গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ-এ সংগঠনের অন্যতম কর্মসূচি। এ মহান মনীষীর ওফাত বার্ষিকীর স্মরণে প্রতিবছর আ'লা হযরত কনফারেন্স আয়োজন হয়। কনফারেন্স উপলক্ষে আ'লা রচিত না'ত প্রতিযোগিতা, স্মারক প্রকাশনাসহ বহুবিধ কর্মসূচি পালিত হয়। বিশেষতঃ এদেশে মাসলকে আ'লা হযরতের প্রচার-প্রসারে যেসব বিজ্ঞ ওলামা-লেখক গবেষক পীর মাশায়েক কাজ করে গেছেন তাঁদেরকে সংবর্ধিত করার মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়। এ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এদেশের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা জানিয়ে ধন্য হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাঁরা মাসলাকে আ'লা হযরতের প্রচার-প্রসারে কাজ করছেন তাঁদেরকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানও এ সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

১৯ নভেম্বর এ মহান ইমামের ৯৯ তম ওফাত বার্ষিকীতে চট্টগ্রাম মুসলিম হলে বরাবরের মতো অনুষ্ঠিত হবে আ'লা হযরত কনফারেন্স।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী বছর ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ওফাত শত বার্ষিকী। এ উপলক্ষে ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি।

আ'লা হযরত গবেষক, আ'লা হযরত রচিত তরজমায়ে কোরআন কানযুল ঈমান এর সফল বাংলা অনুবাদ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকে আহ্বায়ক ও আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন সভাপতি অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভিকে সদস্য সচিব করে ওফাত শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সকল সুন্নী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও পীর মাশায়েখদের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে একটি সফল আয়োজনের আশা আমাদের রয়েছে মহান আল্লাহ ও রাসূল আমাদের সহায় হোন। আমিন। বিহুরমতি সাইয়েদুল মুরসালীন।

আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী
সাধারণ সম্পাদক
আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা হাবিবিহিল কারীম।

ইসলামই মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ইসলামের প্রচারক নবীকুল সর্দার মানবতার কান্ডারী মুক্তির দিশারী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত ছাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহর পূন্যাত্ম প্রিয় বান্দাদের অনুসৃত পথই ইসলামের সঠিক রূপরেখা। যুগে যুগে ইসলামের শাশ্বত চিরন্তন আদর্শকে ম্লান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন তাগুতি বাতিল অপশক্তিগুলো সদা সক্রীয় ছিলো। দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, নবীজির ইলমের উত্তরাধিকার মহামনীষীরা অশুভ শক্তির সকল প্রকার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র প্রতিহত ও প্রতিরোধের মাধ্যমে দ্বীনের অবিকৃত রূপরেখা ও মৌলিক দর্শন এবং ইসলামের সত্যিকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অমূল্য সম্পদ জাতির সামনে উপস্থাপন করে ঈমান-আকিদার হিফাজত ও সুরক্ষায় বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন। খোদাদ্রোহী, নবী দ্রোহী, নাস্তিক্যবাদী, পক্ষান্তরে ইসলাম নামধারী শিয়া, কাদিয়ানী, ওহাবী, দেওবন্দী, খারেজী, নজদী, আহলে হাদীস, সালাফী লা-মাযহাবী ভ্রান্ত দল উপদল গুলোর স্বরূপ উন্মোচন ও মুসলিম উম্মাহর ইমান আকিদা সংরক্ষনে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয় হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (র.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবন-কর্মের গবেষনা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র উদ্যোগে আ'লা হযরত'র ৯৯ তম ওফাত বার্ষিকীতে আ'লা হযরত কনফারেন্স উপলক্ষে 'আল মুখতার' স্মরণিকা প্রকাশনা ও গুনীজন সম্বর্ধনা সহ বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ, বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও সুধীবৃন্দের অভিমত ও গুরুত্বপূর্ণ লেখামালায় সমৃদ্ধ এ স্মরণিকা সর্বত্র সমাদৃত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সময়ের স্বল্পতা ও আর্থিক দৈন্যতার কারণে কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি বলে দুঃখিত, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি একমাত্র অবলম্বন। আমরা কৃতজ্ঞ সে সব শুভানুধ্যায়ীদের কাছে যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখা প্রবন্ধ অনুদান বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দিয়ে কনফারেন্সকে সফল ও প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমিন।

- সম্পাদনা পর্ষদ

আল্লাহ তাআলার পুতঃপবিত্রতা ও আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা

ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

প্রতিপাদ্যসার: মহান আল্লাহ তাআলা প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করে ইসলামের পুনর্জাগরণ করেন এবং সাধারণ মুসলমানদের সঠিক ঈমান আকীদা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। চৌদ্দশত শতাব্দী ছিল ইংরেজদের আধিপত্যের শতাব্দী। তাদের এটি ঐতিহাসিক নীতি ছিল, উরারফব ধহফ জঁষব বিভক্ত করে দাও এবং শাসন করো। সমগ্র মুসলিম জাহান ইংরেজদের এ নীতির জাঁতা কলে নিস্পেষিত হয়েছিল। নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব নজদী এবং হিন্দুস্'ানের কিছু কথিত আলিম ইংরেজদের এ ফাঁদে পা দেয়। কৌশলে ইংরেজরা তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি স''ষ্টি করে। এ সময় ইংরেজদের প্ররোচনায় বিপথগামী আলিমদের মাধ্যমে সঠিক তাওহীদের নামে মুসলমানদের মধ্যে নতুন নতুন আকীদা বিশ্বাস সৃষ্টি করে। এরূপ স''ষ্ট অনেক বদ-আকীদার মধ্যে 'ইমকান-এ কিযব' তথা 'আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলতে পারেন'-একটি উদ্ভট আকীদা । চৌদ্দশত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেজা বেরলভী (র.) বাতিল পন্থী এসব 'উলামা-এ সূ'-এর সকল অনৈসলামিক আকীদা বিশ্বাসের দাঁত ভাঙ্গা জাবাব দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান আকীদা রক্ষা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা প্রথমে ইমাম আহমদ রেজার পরিচয় তুলে ধরে পরবর্তীতে 'ইমকান-এ কিযব' মাসয়ালার জবাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করব।]

ভূমিকা: যুগে যুগে দ্বীনের খেদমতে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী(রহ.) অন্যতম। প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আবির্ভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন সে ভবিষ্যৎ বাণীর হিসাব ক্রমেও বুঝা যায় যে, তিনি নিঃসন্দেহে চৌদ্দশত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) সেসব ইমামের অন্যতম, যাঁরা গোটা জীবনই ইসলামের খিদমত করেছেন। তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন ভারত উপমহাদেশের ইসলামী কালচারের অবস্'া বড়ই নাজুক ছিল। তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী যুদ্ধ করেছেন। ইংরেজ, হিন্দু, ক্বাদিয়ানী, নজদী, রাফেযী, শিয়া এবং অন্যসব বাতিলের পৃষ্ঠপোষক ও বাতিল পূজারী দলগুলোর মতবাদ তিনি তাঁর লিখনির মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের ঈমান আকীদা রার যে

যুগান্তকরী পদপে নিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার্হ।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৪ জুন, ১৮৫৬/ ১০ শাওয়াল, ১২৭২ হিজরীতে পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ শহর বেরিলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ রেযার পিতৃপুরুষগণ সমরকন্দের এক পাঠান গোত্র 'বড়হীচ'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্মানিত পিতামহ সা'ঈদ উল্লাহ খান 'শাজা'আত জঙ্গ বাহাদুর' বাদশাহ শাহজাহানের শাসনামলে সমরকন্দ থেকে হিজরত করে ভারতবর্ষে তাশরীফ এনেছিলেন। ইমাম আহমদ রেযার সম্মানিত পিতা ইমামুল মুতাকাল্লিমীন (ইসলামী যুক্তিশাস্ত্রবিদগণের ইমাম) আল্লামা মুহাম্মদ নক্বী আলী খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর যুগের বিজ্ঞ আলিমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁরই তত্বাবধানে শিশু আহমদ রেযা একজন সফল সংস্কারক হিসেবে গড়ে উঠেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা তাঁর পিতা ছাড়াও বহু যুগবরেণ্য ওস্তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে যুগবিখ্যাত ওস্তাদ শাহ আ-লে রসূল মারহারাভী, শায়খ আহমদ ইব্ন যায়ন দাহলান মক্কী, শায়খ আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী, মির্যা গোলাম ক্বাদের বেগ, শায়খ হুসাইন ইবনে সালিহ, মাওলানা আবদুল আলী রামপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অসাধারণ মেধা, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা এবং যুগবরেণ্য আলিমদের জ্ঞানের আলোতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বিখ্যাত পন্ডিত হয়ে উঠেন।

তিনি মাত্র চার বছর বয়সে কোরআন মাজিদের নাযেরাহ পড়া সমাপ্ত করেছেন। ৬ বছর বয়সে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলে আয়োজিত মাহফিলে এক ব্যাপক ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। ৮ বছর বয়সে 'ইলমে নাহভ'র একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে (১৮৬৬) 'মুসাল্লামুস্ সুবুত' নামক কিতাবের পাদটীকা লিখেন। ১৪ বছরেরও কম বয়সে (১৮৬৯) সালে তিনি সমস্ত পুথিগত বিষয়ে শির্জন সমাপ্ত করেন। তখন তাকে শেষবর্ষ সনদ হিসেবে 'দস্তারে ফযীলত' প্রদান করা হয়। এ বছরই 'দু'পান' বিষয়ে এক ফাতওয়া প্রণয়ন করে তিনি সকলকে অবাক করে দেন। এটা দেখে তার পিতা মহোদয় 'দারুল ইফিতা'র সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইমাম আহমদ রেযার হাতে অর্পণ করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি হযরত আ-লে রসূল মারহারাভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি তার পিতার সাথে প্রথমবারেরমত হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা সম্পন্ন করেন। তখন হিজাযের (মক্কা মু'আয্যমা ও মদীনা মুনাওয়ারা)'র আলিমগণ তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাকে 'যিয়াউদ্দীনে আহমদ' (দ্বীনের প্রখর আলো) উপাধি দেন।

১৯০৪ সালে তিনি উপমহাদেশের অতি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বহ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান

'দারুল উলূম মানযারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্বে গমন করেন। ১৯১১ সালে (১৩৩০ হিজরী) তিনি মুসলিম উম্মাহকে ক্বোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ (উর্দু) 'কানযুল ঈমান' উপহার দেন। নভেম্বর ১৯২১ সাল, মোতাবেক ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী এ নশ্বর প"থিবী থেকে পরপারে পাড়ি জমান।

এ সংক্ষি অথচ কর্মময় জীবনে এ মহান ইমাম ৫৫টি বিষয়ে দতা অর্জন করে দেড় সহস্রাধিক অকাট্য গ্রন্থ পুস্তক রচনা করেন। যখন 'ফাতওয়া-ই আলমগীরী' হানাফী মাযহাবের ফিকহর এক মহান কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হত, তখন সকলের সামনে ইমাম আহমদ রেযা তার ফাতাওয়া-ই রেযাভিয়াহ' পেশ করলেন। এ বিশাল আকারের ফাতওয়াগ্রন্থ (বর্তমানে ত্রিশখন্ডে প্রকাশিত) ইসলামী কানূনের এক অতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। আল্লামা ইক্বাল এ ফাতওয়া গ্রন্থ পাঠ করে আ'লা হযরত সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

'ভারতে শেষ পর্যায়ে হযরত আহমদ রেযার মত এত উঁচু মানের ফিক্বহ্ শাস্ত্রবিদ আর জন্ম গ্রহণ করেননি। আমি এ মন্তব্য তার ফাতওয়া পাঠ করেই স্থির করেছি।'

আ'লা হযরতের জ্ঞানগর্ভ মহান খিদমত ও সংস্কার প্রচেষ্টার দিকে গভীরভাবে তাকালে তাকে যুগের ইমাম গায্যালী, মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী, ইমাম আবুল হাসান শা'রানী, ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী, আল্লামা আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে তাইয়্যেব বাক্বিল্লানী ও মুজাদ্দিদ-ই আলফ সানী বলতে হয়। মোটকথা, ইমাম আহমদ রেযার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অনেক যোগ্যতা দান করেছেন। তম্মধ্যে সর্বাপো বেশী লণীয় হ'ে- তাঁর দ্বীনে মুস্তফার তাজদীদ ও ইহইয়া-ই দ্বীনের সংস্কার ও দ্বীনকে পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টা ও অকল্পনীয় সফলতা।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইংরেজদের মতা প্রতিষ্ঠার পর উপমহাদেশে সর্বাপো বেশী তিগ্রস্ত এবং বিপদের সম্মুখীন হয়েছে মুসলমান। ইংরেজরা এক পর্যায়ে হিন্দুদেরকে নিজেদের পে নিয়েছিল। তখন মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতা ও বিরোধের কারণও স্পষ্ট ছিল। তা হ"ে- ইংরেজদের পূর্বে উপমহাদেশের শাসনবার ছিল মুসলমানদের হাতে । তাই ইংরেজরা বিশ্বাস করত যে, মুসলমানরা তাদের হৃত মতা, সম্মান ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অবশ্যই চেষ্টা চালাবে। সুতরাং মুসলমানদের প্রচেষ্টা খতম ও নিজেদের মতাকে মজবুত করার জন্য ইংরেজরা যেসব চক্রান্ত ও জঘন্য পদপে গ্রহণ করেছিল তম্মধ্যে কিছুটা নিম্নে প্রদত্ত হল:

১.ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্ির করা। ২. ইসলামী শিার মাদরাসাগুলোর পরিবর্তে মিশনারী স্কুল কায়েম করা। ৩.উপমহাদেশের মুসলিমদের সামাজিক ঐক্যকে খন্ড-বিখন্ড করার জন্য

ক্বাদিয়ানী ও রসূল করীমের শানে বেআদবী প্রদর্শনকারী বিভিন্ন ফেরকা তৈরি করা। ৪. ইসলামী শিার পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন এনে তদস্থলে লর্ড মিকাভেলীর সাম্রাজ্যবাদী শিাক্রম চালু করা। ৫. চাকুরির দরজা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা । ৬. খ্রিস্টান মিশনারী কায়েম করে দরিদ্র ও সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে খ্রিস্টানধর্ম অবলম্বন করার প্রতি আহ্বান জানানো। ৭. অর্থনৈতিকভাবে মুসলমাদেরকে অচল ও অসহায় করে দেওয়ার লে ইংরেজরা হিন্দুদেরকেই তাদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে নিল এবং হিন্দুদেরকেই অর্থনৈতিক সুবিধাদি দিতে লাগল ইত্যাদি।

এসব তিকর ও পপাতদুষ্ট পদপের ফলে উপমহাদেশের মুসলমানগণ এক পর্যায়ে ওলামা ও মাশাইখে আহলে সুন্নাতের অসাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ ও আত্মহুতিমূলক নেতৃত্বে জিহাদের পতাকা উড্ডীন করল। দেখতে দেখতে এ আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ল ল মুসলমান এ জিহাদে শরীক হল। স্বাধীনতা এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিল। এখানে লক্ষণীয় যে, তখন কোন কোন ধর্মীয় কারণে হিন্দুরাও আন্দোলনের প্রাথমিকভাবে শরীক হয়েছিল। তবুও তাদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তুলনায় নগণ্য। তাই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানরাই ছিল প্রথম সারিতে।

উন্নত প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে এক পর্যায়ে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায় এবং উল্টো মুসলমানরা ইংরেজদের রোষাণলে পড়ে যায়। ইংরেজদের প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্রতায় বেশি তিগ্রস্ত হল মুসলমান। তখন এই আন্দোলনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ল মুসলমানদের উপর। মুসলমান ওলাম-মাশাইখের এক বিরাট অংশ জিহাদের ময়দানে শহীদ হল। অথবা তাদেরকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে সেখানে অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে ইংরেজরা শহীদ করল। এর ফলে মুসলমানদের মাদরাসা শিা ও খানক্বাহগুলোর তারবিয়াত দারুণভাবে তিগ্রস্ত হল, অনেকাংশে এসব বন্ধ হয়ে গেল।

বিশেষ করে মুসলমানরা ইংজেদের যুলম-অত্যাচারের শিকার হতে লাগল। অর্থনৈতিক দৈন্যদশা মুসলমানদেরকে ইংরেজ ও হিন্দুদের অনেকাংশে ক্রীড়নকে পরিণত করল। খ্রিস্টান মিশনারীগুলো এ সুযোগে পদ ও ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে অচল অবস্থার শিকার, পশ্চাদপদ ও অশিতি মুসলমানদেরকে সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য বিভ্রান্ত করছিল। ক্বাদিয়ানী ও রসূল করীমের প্রতি বেআদবী প্রদর্শনকারীর আকারে ইংরেজরা যে দু'টি পথভ্রষ্টদল তৈরি করেছিল, তাদের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। খাঁটি আক্বীদার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা শিরক ও বিদ'আতের ফাতওয়া আরোপ করতে লাগল। মূর্খতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার ভিত্তিতে শরীয়ত ও ত্বরীক্বতকে পরস্পর প"থক বলে ধারণা

দেওয়া হল। স্বল্পজ্ঞানী ও মূর্খ লোকেরা দ্বীনের মোড়ল সেজে বসল। ফলে, দ্বীনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিকে বিকৃতি দেখা দিতে লাগল। এ সময় দ্বীনী বিষয়াদিতে অনর্থক ও শরীয়ত বিরোধী বহু রসম বা প্রথাকে উৎসাহিত করা হচ্ছিল। ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও তথাকথিত সভ্যতার আগ্রাসনের ফলে ইসলামী সংস্ক'তি ও সভ্যতা দ্রুত লোপ পেতে লাগল। ফলে, মুসলমানদের ঈমানীশক্তি খর্ব হতে লাগল। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে 'নদওয়াতুল ওলামা'র প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শিবলী নো'মানী ভারতীয় মুসলমানদের উপর ইংরেজদের আনুগত্য করাকে ধর্মীয়ভাবে ফরয বলে সরকারী ফাতওয়া প্রকাশ করল। নাওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী, মৌলভী নযীর হুসাইন দেহলভী প্রমুখ ইংরেজ সরকারের আনুগত্য করল এবং তাদের নির্দেশের সামনে মাথানত করল। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ আরো বহুগুণে বেড়ে গেল।

সুতরাং এমনি হতাশা, অসহায়ত্বের যুগসন্ধিণে এমন একজন বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন দেখা দিল-যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আল্লাহর দ্বীনের উপর আরোপিত সকল অপবাদ দূরিভূত করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাণী 'প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন রার জন্য মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন' আমরা এ শতাব্দীতে যাকে দেখতে পাই তিনি হলেন ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

তিনি তাঁর সময়কালে প্রচলিত যেসব বাতিল আকীদা (ওহাবী কাদেয়ানী, খারেজী, রাফেযী ইত্যাদি) কঠোরভাবে খন্ডন করেন তম্মধ্যে আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন ও তিনি পাপাচার করতে সম। বান্দা কোন কাজ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ ইচ্ছে করলে সে সম্পর্কে জানতে পারেন, নতুবা নয়। নবীর মর্যাদা গ্রামের চৌধুরী কিংবা জমিদারের মত। নবীগণকে বড়ভাইয়ের মত মনে করা চাই । রসূল-ই পাক ইলমে গায়ব জানেন না। প্রিয়নবীকে হায়াতুন্নবী হওয়াকে অস্বীকার করা। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র রওযা-ই পাক যিয়াতের জন্য হাযির হওয়া শিরক। নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসল্লামার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিরক। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসল্লাম'র আলোচনা ও মীলাদ মাহফিল আয়োজন করা মন্দ বিদ্'আত। হুযুরের ওসীলা গ্রহণ করা শিরক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম'র জ্ঞান সাধারণ মানুষ, শিশু, পাগল ও চতুষ্পদ জানোয়ারের জ্ঞানের মতই। নবী করীমের জ্ঞান অপো শয়তানের জ্ঞান বেশি। শেষনবী (খতমে নুবূয়ত)'র পর অন্য নবী আসা সম্ভব। (ক্বাদিয়ানী) নিজের নুবুয়তের মিথ্যা দাবীকে প্রমাণিত করার জন্য সম্মানিত নবীগণকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)'র প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা তাওহীদের মহত্ব বলে সাব্যস্ত করা। হযরত ঈসা আলায়হিস্

সালাম'র জীবিত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি ওফাত পেয়েছেন বলে দাবী করা। নামাযে রসূলে পাকের খেয়াল আসাকে গরু-গাধার খেয়াল আসা অপো মন্দতর বলা। (এমনকি) নবীকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রসূলকূল সরদার বলে অস্বীকার করা। (নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ আমাদের আশ্রয় দান করুন।)

আকীদার ভ্রষ্টতা ও অন্যান্য পথভ্রষ্টতার এ তুফানের মোকাবেলা একাকীই এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার মত ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্বই পূর্ণরূপে বিজ্ঞ আলিম, সূ গবেষক ও অদম্য মুজাহিদসুলভ ভঙ্গিতে করেছেন। ফলে, পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমান সব সময়ের জন্য বদমাযহাবী ও বদআক্বীদা পোষণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেছেন। এক পরিসংখ্যান অনুসারে ইমাম আহমদ রেযা শুধু উক্ত সব বাতিল আক্বীদার খন্ডনে ১৪৩ টি পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

ইমাম আহমদ রেযার সংস্কারমূলক সফল পদপের ফলে ভারতের অগণিত মুরতাদ্দ এবং হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, তার সংস্কারের প্রভাবে সাড়ে চার ল মুরতাদ্দ (ইসলাম ত্যাগী) মুসলমান হয়েছে এবং দেড় ল হিন্দু ঈমান এনে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযার ছাত্র ও খলীফাগণ এবং মুরীদ ও ভক্তব''ন্দ হযরত মুজাদ্দিদে আলফ সানীর শাগরিদ-মুরদি ও খলীফাগণের মত দ্বীন-ই ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং উপমহাদেশের মুসলামানদের যাহেরী-বাতেনী সংস্কারের জন্য তাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ওয়াক্বফ করেছিলেন বিধায় অদ্যাবধি ইসলামের সঠিক বাণী ভারত উপমহাদেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে অনুরণীত হ''ছ। আওলাদে রাসূল সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি চট্টগ্রামস্ জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা মাসলাকে আ'লা হযরতের উপর ভিত্তি দিয়ে এ দেশের মানুষকে সকল ভ্রান্ত আকীদা থেকে রা করার ব্যবস্া করে আমাদের উপর এক বড় ইহসান করেছেন। যদি আমরা সত্যই ইমাম আ'লা হযরতের উত্তরসূরি হই তবে আমাদেরকে যুগের সকল ফেরকাবাজি মোকাবেলা করে সত্যিকার সুন্নী জাগরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে।

(امكان كذب)'ইমকান-এ কিযব'

'আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলতে পারেন' এ মাসয়ালার জবাবঃ

আল্লাহ তাআলা ওয়াজিবুল ওজুদ। তাঁর গুণাবলি তাঁর সাথে এভাবে সম্পৃক্ত যে, কখনো তা তাঁর পৃথক হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার সব কথা অবশ্যই সত্য। তাঁর বলার সিফাতও সেভাবে পৃথক হতে পারে না, যেভাবে সততাও তাঁর কালাম থেকে আলাদা হতে পারে না। তাই এটি আবশ্যক যে, তাঁর কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। ইসলামের প্রারম্ভ কাল

থেকে অদ্যাবধি এ আকীদা বিশ্বাস মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে।

কিন্ হিন্দুস্থানে ইংরেজ ফেতনার সময় কালে অন্যান্য ফেতনার সাথে এ ফেতনাও মাথা ছড়া দিয়ে উঠে যে, 'আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলতে পারেন; যদিও বলেন না' (নাউযুবিল্লাহ)

এ বিশ্বাস সরাসরি মহান আল্লাহ তাআলার পুতঃপবিত্রতার অন্তরায়।

এ জঘন্য মাসয়ালা স'ষ্টির প্রেক্ষাপট:

মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী তার (تقوية الإيمان)'তাকভীয়াতুল ঈমান' গ্রন্থে লেখেন, 'আল্লাহ তাআলার এ শান যে, তিনি 'কুন' বা হয়ে যাও বলে হুকুম করলে লক্ষ লক্ষ নবী রাসূল, জিন ফিরিশতা, জিব্রাঈল ও মুহাম্মদের ন্যায় অনেককে সৃষ্টি করতে পারেন।'

এ উক্তির প্রতিবাদে সর্বপ্রথম আল্লামা ফজল হক খয়রাবাদী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল গুণাবলির কোন দ'ষ্টান্ত নেই।'

শহীদে আন্দামান আল্লামা ফজল হক খয়রাবাদী (রহ.) প্রথমে (تقوية الإيمان) 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এর প্রতিবাদে তিন চার প'ষ্ঠার একটি ফতোয়া লিখেন। মাওলভী ইসমাঈল দেহলভী এর জবাব দিতে গিয়ে দৈনিক খবরে (تحقيق فتوى)'তাহকীকে ফতোয়া' লিখেন।

তখন আল্লামা ফজল হক খয়রাবাদী তার প্রতিবাদে বিখ্যাত কিতাব (امتناع النظير)'ইমতিনাউন নযীর' লিখেন। খয়রাবাদীর এ কিতাবের জবাব লেখার কেউ এযাবৎ সাহস পায়নি।

উল্লেখ্য দেওবন্দী মাকতাবে ফিকরের বড় আলিম মাওলভী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল কাদেরও (تقديس الرحمن عن الكذب والنقصان)'তাকদিসুর রহমান আনিল কিযবি ওয়ান নুকসান' লিখে ইমকানে কিযব মাসয়ালার প্রতিবাদ করেন।

১৩০৭হি. মিরাটের আবূ মুহাম্মদ সাদিক আলী ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) এর কাছে ফতোয়া তালাশ করেন যে, এখনকার সময়ে দেওবন্দী উলামা 'ইমকানে কিযব' এর মাসয়ালাটি বই পুস্তক লিখে প্রচার প্রসার করছে। (براهين قاطعة)'বারাহিনে কাতিয়া' মাওলভী খলীল আহমদের নামে ছাপানো হয়েছে। এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন মাওলভী রশীদ আহমদ গঙ্গোহী। তিনি বইটি পাঠান্তে বলেন, 'ইমকানে কিযব' এর মাসয়ালাটি নতুন নয়; বরং পূর্বাকার উলামা কেরামের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ ছিল যে, (خلف وعيد)'খলফে ওয়াইদ' বা ওয়াদা ভঙ্গ আল্লাহ তাআলার জন্য বৈধ কি না? এর উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ আকীদা সম্পর্কে ফতোয়া কী? এসব যারা বিশ্বাস করে তাদের পিছনে নামাযে ইকতাদা জায়েয আছে কি না?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) ১৩০৭ হি. তাঁর বিখ্যাত

রিসালা- سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح 'সুবহানুস সুব্বুহ আন আইবে কিযবিন মাকবূহ' রচনা করেন।

এ রিসালাতে ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) একটি ভূমিকা, চারটি 'তানযীহ'(পবিত্রতা) এবং একটি উপসংহার দিয়েছেন।

ভূমিকাতে তিনি আল্লাহ তাআলার গুণাবলির বিষয়ে ইসলামী আকীদা কী তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রথম তানযীহ:

বিজ্ঞ পন্ডিতদের ত্রিশটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, আল্লাহ তাআলার জন্য মিথ্যার অবকাশ নেই। এটি আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী আশয়ারী মাকতাবায়ে ফিকির, মাতুরিদী মাকতাবায়ে ফিকিরসহ সকলের ঐকমত্য রয়েছে। মুতেযালা পন্থী উলামাও এ মসয়ালায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী।

দ্বিতীয় তানযীহ:

মিথ্যা আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব হওয়ার উপর ইমাম আহমদ রেজা ত্রিশটি দলীল পেশ করেছেন। যার মধ্যে পাঁচটি পূর্বাকার উলামা কেরামের এবং ২৫টি ইমাম আহমদ রেজার নিজস্ব।

তৃতীয় তানযীহ:

মাওলভী ইসমাঈল দেহলভীর রেসালা 'একরুজী' এর উপর চল্লিশটি ভুল নির্ধারণ করেছেন। এ মাওলভী ইসমাঈল দেহলভীই ছিল এ 'ইমকানে কিযব' মাসয়ালার উদ্ভাবক।

চতুর্থ তানযীহ:

'বারহীনে কাতীয়া-তে বলা হয়েছে যে, 'ইমকানে কিযব' মাসয়ালাটি পূর্বাকার ইমামগণের 'খালফুল ওয়াইদ' বা ওয়াদা ভঙ্গ মসয়ালার শাখা। এর জবাবে ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) পূর্বাকার ইমামগণের দশটি দলীল বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আরো ২১টি দলীল পেশ করে এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

উপসংহার:

রিসালার শেষে তিনি একটি উপসংহার লিখে দেন। তিনি বলেন, যারা এরূপ বিশ্বাস করে তাদের পিছনে নামাযে ইকতিদা করা জায়েয নেই। তবে আমরা মুতাকাদ্দেমীন উলামার অনুসরণে তাদেরকে এ মাসয়ালায় কাফির বলছি না।

উল্লেখ্য ইমাম আহমদ রেজা 'ইমকানে কিযব' মাসয়ালার জবাবে সর্বমোট ছয়টি রিসালা লিখেছেন।

১. سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح

মিথ্যার ন্যায় দোষ থেকে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র

২. مزق تقديس ادعاء تقديس

৩. الهيبة الجبارية على جهالة الأخبارية
সংবাদ পত্রের মূর্খতার বিরুদ্ধে পরাক্রমশালী প্রভুর প্রভাব
৪. دامان باغ سبحان السبوح
পুতঃপবিত্র প্রভুর বাগানের আচল

৫. القمع المبين لأمال المكذبين
মিথ্যা আরোপকারীদের প্রত্যাশার বিনাশ
৬. پیکان جانگداز بر مکذبان بے نیاز
বেনিয়াজ সত্তার প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ধ্বংস

ইমাম আহমদ রেজা বেরলভী (রহ.) ১৩০৭ হিজরী সনে 'ইমকানে কিযব'এর মাসয়ালার বিরুদ্ধে যে জবাব দিয়েছেন; তা খন্ডন করার সহাস অদ্যাবধি কেউ করে নি। ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) কলিমা তাওহীদের সম্মান যথার্থই রক্ষা করেছেন। তিনি যেরূপ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর সম্মান রক্ষা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, ঠিক একইভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সম্মান রক্ষার্থে যুগোপযোগী ভূমিকা রেখেছেন। চৌদ্দশত শতাব্দীর এ মুজাদ্দিদ আমাদের ঈমান রক্ষা করার জন্য যেভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেভাবে আমরাও যেন তাঁর স্মরণ করতে পারি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক কামনা করছি।

সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

শিয়া সম্প্রদায় ও ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

ইসলামের স্বচ্ছ ভূমিতে আগাছাস্বরূপ যে সব ভ্রান্ত দলের আবির্ভাবের কথা হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে তন্মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। এ দলটির জন্ম রাজনৈতিক কারণে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এটা পৃথক ধর্মীয় দলে রূপ পরিবর্তন করে। অতঃপর তাদের অভ্যন্তরীন পরস্পরের মতবিরোধের কারণে এটা বহু উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (মিন আকাঈদী শীয়া, পৃঃ ১০ কৃতঃ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আচ্ছালাফী)। আসলে যে উদ্দেশ্যে এ দলের জন্ম হয়েছিল তা বাস্তবেও পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে বিভক্ত করা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান যুননুরাইন (রা.) এর খেলাফতকালে পুরো জযীরাতুল আরব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে পড়েছিল। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সর্বস্তরের মানুষ ইসলামের সত্যতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতঃ এটা উভয় জগতের গন্তব্য ও মুক্তির চাবিকাঠি জেনে পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে ইসলামের স্বর্গীয় পরিবেশে নিজ স্থান করে নিচ্ছিল। ইসলামের চিরশত্রুগণ ইসলামের এ অগ্রযাত্রাকে মেনে নিতে পারলনা। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা দেখলো ইসলামের বাইরে থেকে এ কাজ ততোটা সহজসাধ্য নয়, যতটা সহজ ইসলামের ভিতরে ঢুকে করা যাবে। অতঃপর ইয়েমেন অধিবাসী প্রখ্যাত আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হযরত ওসমান (রা.) এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। সে এমন সবকর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলো যদ্দরুন, শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ সত্যিই নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। যেমনিভাবে পুলোম নামক ইয়াহুদী হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) প্রবর্তিত খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ পূর্বক এ ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছিলো। (সীরাতে আয়েশা (রা.), কৃতঃ সুলাইমান নদভী, ইমাম আহমদ রেযা আউর রদ্দে শীয়া কৃতঃ আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী)

পুলোম যেমন ঈসায়ী ধর্মে ঢুকে নানা ধরণের কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে এটাকে চরমভাবে বিকৃত করে তুলেছিল। ইবনে সাবাও একই পথ অবলম্বন করে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বীন বিকৃতির বীজ বপন করে। হযরত আলী (রা.) এর সাথে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বংশীয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে সে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে এমন উদ্ভট, বানোয়াট ও মনগড়া ধ্যান-ধারণা প্রচার করতে শুরু করল যা থেকে হযরত আলী (রা.) ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইবনে সাবা প্রবর্তিত ভ্রান্ত কুফরী আক্বীদাসমূহের কয়েকটিঃ

১. হুজুর করিম (দ.) এর পর খেলাফতের একমাত্র হকদার হযরত আলী (রা.)।

২. প্রথম তিনজন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও হযরত ওসমান (রা.) এদের কেউ খেলাফতের যোগ্য ছিল না।

৩. সে বলতে শুরু করল যে, তাওরাত কিতাবে হযরত আলী (রা.) কে হুজুর করিম (দ.) এর অছি (খলীফা) বলা হয়েছে। সুতরাং তিনিই একমাত্র খেলাফতের হকদার। তাঁকে হুজুর করীম (দ.) এর প্রতিনিধি তথা খলীফা না করে তাঁর প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

৪. হযরত আলী (রা.) আল্লাহর একটি রূপ। শিয়া ধর্মের নির্ভরযোগ্য কিতাবে রেজালকশী পৃঃ ৭০-মুম্বাইয়ে মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইবনে সাবা হযরত আলী (রা.) কে ইলাহ বা মাবুদ বলে বিশ্বাস করতো।

৫. ইবনে সাবা কোন কোন ক্ষেত্রে এ অপপ্রচারও চালিয়েছিল যে, আল্লাহ্ তায়ালা নবুওয়াত- রিসালতের জন্য হযরত আলী (রা.)কেই নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু জিবরাঈল (আঃ) ভুলবশতঃ অহী নিয়ে মুহাম্মদ (দ.) ইবনে আবদিল্লার নিকট চলে গেছে।

৬. শিয়াদের মতে, বিদ্যমান কোরআন বিকৃত। আসল কোরআন তাদের ইমামে গায়েবের নিকট রক্ষিত।

৭. হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) উভয় ও উভয়ের পিতা যথাক্রমে, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) ও হযরত ওমর ফারুক (রা.) মোনাফিক। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষপান করিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। একথা প্রখ্যাত শিয়া আলেম মোল্লা বাকের মজলিসী হায়াতুল কুলুব-এর ২য় খণ্ডে লিখেছে।

৮. শিয়া ইমামদের সুমহান মর্যাদায় কোন মুরসাল নবী ও কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তা পর্যন্ত পৌছতে পারে না। (শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ কৃতঃ মাওলানা ওবাইদুল হক জালালাবাদী- সাবেক খতীব, বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ, ঢাকা।)

শিয়া সম্প্রদায়ের এ ধরণের আরো অনেক কুফরী আক্বীদা রয়েছে। যার বিরুদ্ধে যুগে যুগে বিশ্ববরেণ্য সুন্নী আলিমগণ তাঁদের লিখনীর মাধ্যমে এসব কুফরি বক্তব্যের খন্ডন করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রা.) অন্যতম। তিনি শিয়াদের খন্ডনে কলম যুদ্ধের পাশাপাশি তর্কযুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শিয়াদের তাফযীলিয়া দলের সাথে মোনাযারা ঃ

১৩০০ হিজরীতে বেরেলী, বাদাইয়ুন, সাম্বুল এবং রামপুরের তাফযীলিয়াগণ একমত হয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রা.) এর সাথে মোনাযারার ঘোষণা দেয়। তখন আ'লা হযরত (রা.) অসুস্থ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও মোনাযারার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এবং ত্রিশটি প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দেন। তাফযীলিয়ারা এর কোন উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। (ইমাম আহমদ রেযা (রা.) এর লিখিত কিতাবসমূহ সন সহকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. রদ্দুরহরাফযা। (হিজরীঃ ১৩২০)

২. আল আদিল্লাতুততায়েনা ফী আযানিল মোলায়েনা (হিজরী ১৩০৬)

৩. আয়ালীল ইফাদা ফী তাযীয়াতিল হিন্দ ওয়া বয়ানিশশাহাদা (হিজরী ১৩২১)

৪. জাযাউল্লাহে আদুওয়্যাহ বে-আবাই খাতমিন নবুওয়াহ (এটা কাদেয়ানি ও রায়েযী উভয়ের খন্ডনে লিখিত) (হিজরী ১৩১৭)

৫. গ্যায়াতুত তাহকীক ফী ইমামাতিল আলী ওয়া"ছদ্দিক

৬. আল কালামুল বাহী ফী তাশবিহীছিদ্দিক বিন্নবী (হিজরী ১২৯৭)

৭. আযযালালুল আনকা মিন্ নাহার ছাবাকাতিল আত্কা (হিজরী ১৩০০)

৮. মাতলাউল কামারাইন ফী এবানাতে ছাবাকাতিল ওমরাইন (হিজরী ১২৯৭)

৯. ওয়াজহুল মাশুক বে-জালওয়াতে আছমায়ি"ছদিক ওয়াল ফারুক (হিজরী ১২৯৭)

১০. জামউল কোরআন ওয়াবিমা আযাউহু লেওসমান (হিজরী ১৩২২)

১১. আল বুশরাল আজেলা মিন তুফায়ে আজেলা (হিজরী ১৩০০)

১২. আরশুল এযায ওয়াল একরাম লেআউয়্যালে মুলুকিল ইসলাম (হিজরী ১৩২২)

১৩. যাব্বুল আহওয়াইল ওয়াহিয়া ফী বাবে আমীর মুয়াবিয়া (হিজরী ১৩১২)

১৪. আ'লামু"ছাহাবাতিল মুয়াফেকীন লীল আমীর মুয়াবিয়া ওয়া উম্মিল মোমেনীন (হিজরী ১৩১২)

১৫. আল আহাদিসুররাবীয়া লেমাদহিল আমীরে মুয়াবিয়া (হিজরী ১৩১৩)

১৬. আল জারহুল ওয়ালেজ ফী বাতনিল খাওয়ারেজ (হিজরী (১৩০৫)

১৭. আচ্ছামছামুল হায়দরী আলা হুমকিল আয়্যারিল মুফতারী (হিজরী ১৩০৪)

১৮. আররায়েহাতুল আম্বরীয়া আনিল জামরাতিল হায়দারীয়া (হিজরী ১৩০০)

১৯. লাময়াতুশাময়া লেহুদা শীয়াতিশ শানআহ (হিজরী ১৩১২)

এমনিভাবে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) তাঁর রচিত সহস্রাধিক গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় শিয়া রাফেযীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন বিবেকহীন, হিংসুক, পথভ্রষ্ট, মোনাফিক চক্র সুন্নীজগতের এ মহান ইমামকে শিয়াদের দালাল বলে অপবাদ দেয়া এটা তাদের গোমরাহীর পরিচায়ক। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) শিয়া, রাফেযী, কাদিয়ানী, আহলে হাদিস, নায়ছারী, ওহাবী, দেওবন্দী ও তাবলীগি সালাফীসহ সকল ভ্রান্ত দলের সফলভাবে মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং প্রত্যেকের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনে কিতাব লিখে স্থায়ীভাবে অবদান রেখেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আলা হযরত (রা.) কে বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট যথাযথভাবে পরিচিত করে তুলতে পারিনি। তাই আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রা.) এর রচিত গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করাই হবে তাঁর অবদানের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সকলকে শরীয়ত ও তরীক্বতের সঠিকপথে চলার তৌফিক দান করেন। আমিন।

শায়খুল হাদিস-ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা,
সেক্রেটারী জেনারেল-আহলে সুন্নত সম্মেলন সংস্থ (ওএসি) বাংলাদেশ।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (র.)'র মালফুযাত

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান (বেরলভী) (র.) ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিঃ/১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রিঃ ভারতের (ইউপি) বেরিলী শহরের সাওদাগরা মহল্লায় শনিবার যুহরের সময় বড়হিস গোত্রের পাঠান বংশের এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আল্লামা নাকী আলী খাঁন (র.) ও পিতামহ আল্লামা রেযা আলী খাঁন (১৮০৯-১৮৬৬) (র.) স্ব স্ব যুগের জ্ঞানী গুণীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আ'লা হযরতের অমূল্য বাণীগুলো আমাদের ইহকাল ও পরকালে মুক্তির পাথেয়।

মালফুযাত :

তাঁর অসংখ্য মালফুযাতের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

১. তাওহীদ এর দু'টি রূপ: এক-তাওহীদ ই-এলাহী অর্থাৎ আল্লাহ এক, তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীতে কেহ অংশীদার নেই। দুই-তাওহীদ-ই-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ তাঁর সমস্ত গুণাবলী গোটা সৃষ্টি জগত থেকে ভিন্ন।

২. প্রত্যেক মুসলমানের বড় কর্তব্য হল, সে আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে আর তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।

৩. সারা জীবনের ইবাদত একদিকে, আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা একদিকে। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা না থাকে তাহলে সমস্ত ইবাদত ও সাধনাই নিরর্থক।

৪. ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যেই হবে।

৫. ফরয জিম্মায় থাকা অবস্থায় নফল ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।

৬. আল্লাহর হক্ব তাওবাতেই ক্ষমা হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক্ব ক্ষমা হয় না, যতক্ষণ না সে ক্ষমা করে।

৭. যার শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হয়েছে, সেসব কিছুই পেয়েছে।

৮. বুযুর্গদের ওরস-মাহফিলে বর্তমান সমাজে যে অবৈধ কার্যকলাপ হয়, তাতে বুযুর্গদের কষ্ট হয়।

৯. সময় তিনটি: বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল।

১০. শয়তান সার্বক্ষণিক তোমাদের পেছনে লেগে থাকে। তাদের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকবে।

১১. নমনীয়তায় উপকারিতা রয়েছে। কখনও কাঠিন্যের মধ্যে এটা পাওয়া যায় না।

১২. বায়'আত এমন ব্যক্তির হাতে হওয়া উচিত, যার মধ্যে কমপক্ষে চারটি গুণ বিদ্যামান: যেমন (১) বিশুদ্ধ আক্বাঈদ।, (২) কমপক্ষে এতটুকু

জ্ঞান রাখবে যাতে নিজের অতিপ্রয়োজনীয় কার্যাদির মাসআলাসমূহ নিজেই শরীআতের গ্রন্থাদি থেকে বের করে নিতে পারে।, (৩) তার বায়'আতের সিলসিলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এবং (৪) প্রকাশ্য ফাসিক নয়।

১৩. মানুষের চাহিদা সে পর্যন্ত গ্রহণ করা যায়, যে পর্যন্ত শরী'আতের স্বীকৃতি আছে।

১৪. অবৈধ ও হারাম কার্যকলাপ দেখাও অবৈধ ও হারাম।

১৫. ফাসিক্বী আকিদা ফাসিক্বী আমল থেকেও মারাত্মক।

১৬. মুর্খ ফকীরের মুরীদ হওয়া মানে শয়তানের মুরীদ হওয়া।

১৭. বিজ্ঞ তিনিই, যিনি আক্বাঈদগত বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। কারো সহযোগিতা ছাড়াই তিনি নিজের প্রয়োজনাদি সমাধানের ক্ষেত্রে শরী'আতের গ্রন্থাদি থেকে মাসআলার সমাধান খুঁজে নিতে পারেন।

সাবেক ডীন, কলা অনুষদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

সুন্নী আকিদা ও নবী প্রেমের বিদ্যাকল্পদ্রুম ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (র.)

ড. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আল-মারুফ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের যোগ্য ইমাম।

আজ বাংলাদেশে সুন্নী আকিদার লালন ও চর্চার যে ধারা প্রবাহমান তার জোয়ার সূচিত হয়েছে আহমদ রেযার অন্তঃসীলা ফুল্গু ধারা থেকেই।

বৃটিশ ভারতের প্রেক্ষাপটে তাঁর আগমন ছিল নবীপ্রেমিক মুসলামানদের জন্য আল্লাহর এক অশেষ করুণা স্বরূপ। প্রতিটি যুগেই তাগুতি ও বাতিল শক্তি হকের এসিড টেস্ট করতে চায়। ইমাম গাজ্জালী তাঁর যুগে গ্রীক দর্শনের থাবা থেকে ইসলামকে হেফাজত করেছেন। রেযা খাঁন তাঁর যুগের ওহাবীবাদ থেকে আক্বীদা হেফাজত করেছেন।

আ'লা হযরত অভিধায় ভূষিত হয়েছেন তিনি খোদাদাদ মেধা ও প্রচুর লেখনীর মাধ্যমে। তিনি ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন ও নির্ভীর্ক। তাঁর এ মনোবলের উৎস ছিল নবীপ্রেম। তাই তিনি যখন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ তখন যুগোত্তীর্ণ নবী গীতিকার। ফতোয়ার গভীরে যখন কলম চালাচ্ছেন ঠিক একই সময়ে তিনি সুন্নিদের সংগঠিত করছেন।

তনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান। তার সব রচনা এখনো প্রকাশিত হয়নি। যা হয়েছে এ জীবনে পড়ে শেষ করতে আজ আমাদের কষ্ট হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে আলেমগণ নবীদের উত্তরোধীকারী হিসেবে তখনই স্বার্থক হন যখন তিনি জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। আর তাই আ'লা হযরত কে দেখি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুক্ষ্ম হিসেব আর গণিতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে আত্মীক জগতের রহস্যময় বিষয় গুলো বর্ণনা করে গেছেন সমান পারদর্শীতায়। তাই দেখা যায় তার ফতোয়া গুলো পড়ে শত্রুরাও মাথা হেঁট করেন। কারণ সেগুলো বহুমুখি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করেছে।

আ'লা হযরতকে কেন আমরা ভূলতে পারিনা? কারণ তিনি আমাদের কে সঠিক আক্বিদা বুঝার জন্য নবী প্রেমের চেরাগ দিয়েছেন এবং দলীল প্রমাণ দিয়ে আমাদের বিশ্বাসকে আলোকিত করেছেন, পোক্ত করেছেন। তিনি ইহজাম ত্যাগ করলেও তার অমর লেখনি আমাদের দিশারী হিসেবে রেখে গেছেন। আমরা অতি সহজেই এখন হক ও বাতিলকে সনাক্ত করতে পারি। বাতিলের জঞ্জাল এখনো স্থানে স্থানে বেড়ে উড়ছে। তাদের সাফ করার জন্য আ'লা হযরতের ঔষধ হচ্ছে অব্যর্থ।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আ'লা হযরতের নামে তথা তার গবেষনায় বহু প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এর মধ্যে করাচিতে প্রতিষ্ঠিত 'এদারায়ে তাহকিকাতে

ইমাম আহমদ রেযা' লাহোরের 'মারকাযে মজলিসে রেযা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমোক্ত সংস্থাটি মাআরেফে রেযা নামে প্রতি বছর মূল্যবান সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে। এতে আ'লা হযরতের জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও তথ্য অত্যন্ত নির্ভরভাবে স্থান পায়।

পাক-ভারতের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই ইমাম ও মোজাদ্দের জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে গবেষণা করছেন। এর মধ্যে সিন্ধের ঠাট্টা সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্তমানে দুখণ্ডে সমাপ্য প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত আ'লা হযরতের জীবনী রচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় আ'লা হযরতের জীবন ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাদাভাবে গবেষণা পত্র বের হয়েছে এবং ক্রমশঃ এ কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (র.) এর কালজয়ী অবদান কানযুল ইমান (পবিত্র কুরআনের উর্দু তরজমা) এর মূল পাণ্ডুলিপি (যা সদরুস শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী (র.) হাতে লিখেছিলেন) ভারতের কানপুরে সংরক্ষিত পাওয়া যায়। এর একটি ফটোকপি এখন করাচিতে প্রাগুক্ত প্রতিষ্ঠানে (ই,তা,ই,আ,রে) রাখা হয়েছে।

এ ধরনের আর একটি সংবাদ হলো ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হাকিম সাঈদ (সাবেক চেয়ারম্যান হামর্দদ ফাউন্ডেশন) 'ইমাম আহমদ রেযা ও চিকিৎসা শাস্ত্র' শিরোনামে তার চিকিৎসা শাস্ত্রে দূরদর্শীতা বর্ণনা করে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জীবন ও শিক্ষার উপর গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায়। লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি কাজ হয়েছে। (যেমন অধ্যাপক মজিদুল্লাহ আল কাদেরী, ভূগোল বিভাগ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয় 'কুরআন, বিজ্ঞান ও ইমাম আহমদ রেযা') শিরোনামে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করে প্রমাণ করেছেন যে সত্তরটি বিষয়ে এ মোজাদ্দেদের সম্যক জ্ঞান ছিলো)। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই ব্রতেই ব্যাপ"ত রয়েছেন। সংগ্রামী সারথি ভাই মাওলানা আবদুল মান্নান ইতোমধ্যে 'কানযুল ইমান'এর তরজমা করে বিশেষ আবদান রেখেছেন।

ইমাম আহমদ রেযা হচ্ছেন সুন্নি আক্বীদা ও নবী প্রেমের এক বিদ্যাকল্পদ্রুম। তাকে জানতে হলে তার রচনা পড়তে হবে। উর্দু, আরবি ও ফার্সি না জানলে বাংলায় বুঝতে হবে। সে জন্যই বাংলা ভাষায় আমাদের অনেক কাজ করার বাকি। এ কাজে এগিয়ে আসবেন আমাদের যোগ্য ভাইরা; এ প্রত্যাশা করেই আজকের এই অধম লেখা শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের। কে এই নবী প্রেমিক জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রেম, জ্ঞান ও আদর্শে উজ্জীবিত করুন। আমিন।

সহযোগি অধ্যাপক-আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আ'লা হযরত জ্ঞানের বিশ্বকোষ

এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (র.) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আ'লা হযরত উপাধিতে সমধিক পরিচিত। ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো অধিক বিষয়ে উন্নতমানের গবেষণালব্ধ পুস্তক রচনা ইতিপূর্বে এবং পরবর্তীতে আর কেউ করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং ইসলামী সাহিত্যের প্রায় সত্তরটি বিষয়ে তাঁর দেড় হাজারের মতো গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর এবং অকল্পনীয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য তথা মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক এবং পরবর্তী বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিত্বগণ তাঁর এ অসাধারণ প্রতিভা ও অবদানকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁকে জ্ঞানের বিশ্বকোষ (Encyclopaedia of knowledge) বলে মন্তব্য করেছেন। এমনি এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব আ'লা হযরত (র.) ছিলেন ইসলামের মূলধারা সুন্নি দর্শনের পক্ষে এবং মূলধারা বিচ্যুত ভ্রান্তমতবাদীদের বিরুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য মুজাহিদ। তাঁর রচিত শত শত প্রামাণ্য গ্রন্থ বাতিল অপশক্তি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল এক প্রচণ্ড সফল বিদ্রোহ। জীবদ্দশাতেই অসংখ্য দিশেহারা মানুষ তাঁর সংস্কারমূলক ইসলামী চিন্তাধারার পক্ষে সমর্থনের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। বিশেষত আরব আজমের গণ্যমান্য মুফতি মুহাদ্দিসগণসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা দার্শনিক ব্যক্তিবর্গ তাঁকে শতাব্দির শ্রেষ্ঠ-দ্বীনি ব্যক্তিত্ব এবং উক্ত শতাব্দির মুজাদ্দিদ উপাধি তাঁর জীবদ্দশাতেই ঘোষণা করেছিলেন। আজ আ'লা হযরত (রা.) এর চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সাথে সাথে চলছে এ মহান প্রতিভাবান ইমামকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা। ইতিমধ্যেই আমেরিকা, এশিয়া, ইউরোপ, আফি"কাসহ ভারতবর্ষের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে আ'লা হযরতের জীবন ও কর্ম বিষয়ক ব্যাপক গবেষণা দারুণ প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। মাত্র ক'দিন আগেও মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ফিকাহ শাস্ত্রে আ'লা হযরতের অবদান বিষয়ে পি,এইচ, ডি ডিগ্রী অর্জন করে ব্যাপক আলোচিত হয়েছেন। এতদ্সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় আ'লা হযরত (র.) বাংলাদেশের খুব কম পরিচিত ও আলোচিত। দেশের সুন্নি ওলামাদের পশ্চাৎপদ অসাংগঠনিক দ্বীনি যাত্রাই এর মূলকারণ। ইসলামী ছাত্রসেনা প্রতিষ্ঠার পর থেকে যখন এদেশে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাংগঠনিক পদক্ষেপের বিকল্পহীনতা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম হতে শুরু হয়। তখন আ'লা হযরতকেও জাতীয়ভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য হতে থাকে। কিন্তু এতো দিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আ'লা হযরত গবেষক দেশ বরেণ্য আলেমেদ্বীন মৌলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক বাংলা অনুদিত আ'লা হযরত (র.)'র বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ কানজুল ঈমানের প্রকাশনা ও চট্টগ্রামের কতিপয় শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি মহলের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর আয়োজনে বহুমাত্রিক কার্যক্রম নিঃসন্দেহে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ বলা চলে)

সদস্য-সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সমন্বয় কমিটি

মনীষীদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরতের মূল্যায়ন

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল হক

আ'লা হযরতের পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। ১৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ ঈসায়ী সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি ড. যিয়াউদ্দীন সাহেব রামপুর (ইউপি)– হতে প্রকাশিত দবদবা-ই-সিকান্দরী নামক পত্রিকায় চতুর্ভূজ সংক্রান্ত একটি জটিল প্রশ্ন প্রচার করেন। আ'লা হযরত সাথে সাথে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়ে অন্য একটি চতুর্ভুজ সংক্রান্ত প্রশ্ন তাঁর উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারেন। স্যার যিয়াউদ্দীন এতে হতবাক হয়ে যান একজন আরবী জানা আলেম কি করে এই বিদ্যা অর্জন করলেন? এই ঘটনায় স্যার যিয়াউদ্দীন আ'লা হযরতের ভক্ত হয়ে পড়েন। আর একটি ঘটনা। গণিত সংক্রান্ত একটি বিষয়ের সমাধানের জন্য স্যার যিয়াউদ্দীন বড় পেরেশান হয়ে পড়েন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকের প্রফেসর বিশ্ববিখ্যাত গণিত যাদবকে (সিরাজগঞ্জ) এ ব্যাপারে সমাধান দিতে বললে যাদব অপারগতা প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রফেসর সোলাইমান আশরাফের অনুরোধে তিনি বেরেলী শরীফ আগমন করে অংকটির সমাধান পেশ করে দেন। এতে স্যার যিয়াউদ্দীন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন এবং এক সময় মন্তব্য করেন, 'মনে হয় আ'লা হযরত এই বিষয়ে পূর্বেই গবেষণা করে সমাধা তৈরী করে রেখেছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে এটা জানার মত লোক নেই।'

আ'লা হযরতের 'হাদায়েকে বখশীশ' নামক কাব্যগ্রন্থ ও ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে আল্লামা ইকবাল মন্তব্য করেন, 'ইনি যুগের ইমাম আবু হানিফা' (হায়াতে ইমামে আহলে সুন্নাত, ড. মাসউদ আহমদ)।

জামাতে ইসলামীর তৎকালীন নায়েবে আমীর আল্লামা কাউছার নিয়াজী বলেন, 'আমি মনে করেছিলাম ইসলামের কোন ইলম সম্পর্কে জানা আমার বাকী নেই। কিন্তু আ'লা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে মনে হলো, আমি ইসলামী জ্ঞান সাগরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি" (আ'লা হযরত কনফারেন্সে-কাউছার নিয়াজির পঠিত প্রবন্ধ)। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, 'ইমাম আহমদ রেযা খানের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে যদিও তিনি আমাকে কাফের বলে ডেকেছেন। কেননা আমি পূর্ণ অবগত যে, এটা আর অন্য কোন কারণে নয়, বরং নবী দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিত্বের প্রতি তার সুগভীর ও ব্যাপক ভালবাসা থেকেই উৎসারিত" (সাপ্তাহিক চাটান লাহোর ১৯৬২, ২৩ শে এপ্রিল)।

'আমার যদি সুযোগ হতো, তাহলে আমি মৌলভী আহমদ রেযা খান ফাজেলে ব্রেলভীর পেছনে নামাজ পড়ে নিতাম" (উসউয়া-ই-আকাবির, ১৮ পৃষ্ঠা)।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস ইদ্রিছ কান্দুলভী তিনি আ'লা হযরত রচিত বিখ্যাত নাতিয়া কালাম 'মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম' পাঠ করে ভাবাবেগে বলে উঠেন রোজ হাশরে ইমাম আহমদ রেযা (রা.) অতুলনীয় এই একটি অনুপম কসিদার উছিলায়ই নাজাত পেয়ে যেতে পারেন (আ'লা হযরত কনফারেন্স, করাচী, কাউছার নিয়াজীর জীবনী) জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদী বলেন, মাওলানা আহমদ রেযা খানের পাণ্ডিত্যের উচুমান সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। বস্তুতঃ দ্বীনি চিন্তা চেতনায় তার রয়েছে সুগভীর জ্ঞান। বহু বিতর্কিত বিষয়ে যারা তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন না তারাও তার মেধাকে, শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেন (মাকালাতে ইয়াওমে রেযা ১ম ও ২য় খণ্ড পৃ: ৬০)।

'আমার দৃষ্টিতে আ'ল হযরত মরহুম মগফুর ধর্মীয় জ্ঞান গভীর অন্তদৃষ্টির ধারক এবং মুসলমানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ইমাম ছিলেন। যদিও তাঁর কোন কোন ফতোয়া ও মতামতের সাথে আমার বিরোধ রয়েছে-কিন্তু আমি তাঁর দ্বীনি খেদমতের কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করি" (ইমাম আহমদ রেযা-আল মীযান ১৯৭৭ সনে মুদ্রিত)।

এভাবে আরও বহু পীর মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী, আলেম চিন্তাবিদসহ ভিন্ন আক্বিদাপন্থী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর আ'লা হযরতের নিপুন প্রশংসা করেন। সেগুলোর যথাযথ উদ্ধৃতি সহকারে বহু কিতাবও প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্ট্যাডিজ বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

আ'লা হযরত এক প্রজ্ঞাময় আলোকবর্তিকা

ড. শেখ রেজাউল করিম

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ , দার্শনিক, কুরআন-হাদিস-ফিকহশাস্ত্র বিশারদ,ও সুন্নীমতার্দশের প্রচারক আ'লা হযরত আল্লামা মুহম্মদ আহমদ রেযা খান [র.] এর অবদান বিশ্বে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ওহাবিবাদ, দেওবন্দী মতাদর্শ ও বাতিল আকিদায় গোটা সমাজ নিমজ্জিত এবং পথভ্রষ্ট মুসলিম সমাজের দূর্যোগ ও বিপর্যয় মুহূর্তে প্রজ্ঞাময় আলোকবর্তিকাস্বরূপ আ'লা হযরতের আবির্ভাব। আ'লা হযরত কোরআন হাদিস, জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের যাবতীয় শাখায় প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি ১২৭২ হিজরি ১০ শওয়াল (১৮৫৬ সালের ১৪ জুন) অবিভক্ত ভারতবর্ষের ইউপি প্রদেশের বেরলী শহরে জন্ম গ"হণ করেন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন ১৯২১ সালে। মুসলিম বিশ্ব তথা গোটা দুনিয়া আজ আ'লা হযরতের জ্ঞান শিখায় আলোকিত।

বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী মণীষী আ'লা হযরতের " ফতোয়ায়ে রেযভীয়া", " কানযুল ইমান", " হাদায়েকে বকশিশ" মুসলিম বিশ্বের অসামান্য দলিল। আ'লা হযরত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দেড় হাজারের অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের যাবতীয় শাখায় পারদর্শী এ মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন জ্ঞানের এনসাইকোপিডিয়া। শাফায়াতের কাণ্ডারী রাসুলে পাক হযরত মুহম্মদ স. প্রতি অপরিশীম ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ আ'লা হযরত আরবি ফারসি উর্দূ ও হিন্দি ভাষার শব্দ মিশ্রণে না'ত ই রসুল রচনা করে অভাবনীয় কৃতিত্বের স্বার রাখেন। তিনি ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) এর বৈধতা প্রসঙ্গে জোরালো যুক্তি ও তথ্যাদি পেশ করেন। " ছবছে আওলা ও আ' লা হামারা নবী, মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম।"

উপমহাদেশের তথা সারাবিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক,গবেষক,ইসলামী চিন্তাবিদ, কোরআন-হাদিস-ফিকহশাস্ত্র বিশারদ,ও তরীকতের শায়খ আ'লা হযরত র: জীবন,কর্ম, দর্শন, ধর্মচিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার অবদানের উপর বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০টির অধিক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে এবং আ'লা হযরতের উপর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, এবং ইমাম আযম ও আ'লা হযরত গবেষণা পরিষদ, ঢাকা এর বার্ষিক আ'লা হযরত কনফারেন্স বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

সুন্নী মতাদর্শের প্রচারক চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ জ্ঞান সম্রাট আল্লামা আহমদ রেযা খান (র:) পবিত্র কোরআনের নির্ভুল ও গবেষণাধর্মী তরজমা 'কানযুল ঈমান' সর্বাধিক পঠিত ও গ্রহণযোগ্য। মুসলিম উম্মাহ আজ বহু মতাদর্শে ও মতবাদে বিভক্ত। আকিদা ও আমল সহ প্রকৃত সুন্নীমতাদর্শের মুসলিম বিশ্ব বিনির্মাণে আ'লা হযরত এর নির্দেশিত পথের কোন বিকল্প নেই। আ' লা হযরতের প্রতি জানাই " হিকমতে আ' লা হযরত পেহ লাখো সালাম"।

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ফাতওয়া জগতে অনন্য 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা'

মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

আকীদার জটিল ও কঠিন সূত্রের বিশ্লেষণ দেখলে মনে হবে 'শরহে মাওয়াকেফে'র মতই আকীদার একটা মৌলিক কিতাব। বিভিন্ন ইস্যুতে একের পর এক হাদীস উল্লেখ করে এটাকে হাদীসের কিতাবের অবয়ব দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রথম খন্ডের বর্ণিত উসূলে হাদীসের নীতিমালার বিশ্লেষণ দেখলেই মনে হবে 'তাওজীহ' কিংবা উসূলে হাদীসের শক্ত কোন রাস্তা পার হতে চলেছেন আপনি। আবার কোরআন ভিত্তিক 'ইসতিদলাল' এর কারণে এটাকে ইমাম রাজীর কিছু একটা মনে হবে। ইমাম কুশাইরি কিংবা আবু তালেব মক্কীর ইলমে তাসাউফের নির্যাসও কম আসেনি এখানে। খুঁজলে পাওয়া যাবে আরো অনেক কিছুই। অথচ নাম তার ' ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা'। সাধারণ অর্থে 'ফাতওয়া' বলতে মাসলা-মাসায়েলই বুঝা যায়। কিন্তু 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা' অনেকাংশেই ব্যতিক্রম। এখানে 'ফাতওয়া' তার নিজস্ব অর্থের মাঝে বিস্তৃতি ঘটিয়েছে অনেক। এ কারণে 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা' 'ফাতওয়ার রাজ্যের অনন্য একটা কিছু। এখানে সকলের জন্যই কিছু না কিছু আছে। মুহাদ্দিস হাদীসের স্বাদ পায়। মুফাস্সির তাফসীরে ডুবে যায়। ফকীহরা এখানে ইলমে ফিকহের মুক্তা আহরণ করে। উসূলবিদগণ উসূলের গভীর সাগরে ডুবুরী হয়ে ঘুরে। ভাষাবিদদের জন্য ভাষা-শৈলীর এক শিল্প-সমগ্র। আকীদা-সচেতন শক্ত মগজগুলোকে 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যা' হিমালয়ের অনঢ়ত্ব দান করে। তারপরও এটা একটা 'ফাতওয়ার কিতাব' । এ কারণে ফাতওয়ার কিতাব এর প্রচলিত সাধারণ ধারণা 'ফাতওয়ায়ে রেযভিয়্যার' দূর্গে নতুন অর্থ গ্রহণ করে আকর্ষণীয় নতুনত্ব লাভ করেছে। আর তা তো হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, ভরা উজানে উন্মত্ত যৌবনে থাকা শতাধিক বিষয়ের প্রবাহমান নদী ত্রয়োদশ শতাব্দির গোড়ার দিকে এসে যে বিস্তৃত মোহনায় মিলিত হয়েছে তার নাম আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (র.) এবং ঐ মোহনার ঠিক গভীরেই আছে 'আল্ আতায়া আন্ নববিয়্যা' তথা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মহাদানের অনিঃশেষ আটলান্টিক !

আ'লা হযরতের এই মহান কীর্তিগুলোর তারুণ্য-রূপ প্রতিদিনই বাড়ছে। নির্বাক বিস্ময়ে বৈশ্বিক-প্রতিভা প্রতিনিয়ত কিছুনা কিছু আহরণ করছে এখান থেকে। বাতিলদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র আ'লা হযরতের প্রতিভার তারুণ্য-ঝড়ে ইতিমধ্যে ধসে পড়তে শুরু করেছে। হাকীকত না জানা বিভ্রান্ত মানুষগুলোকে পরম আদর এবং ভালবাসায় 'অশরিরী এক আ'লা হযরত' বিস্ময়কর সত্য-স্বাদে বিমুগ্ধ করে চলেছে- হযরত মুরাদাবাদী (র.) শ্রদ্ধেয় আব্বাজানকে যেমনটি করেছিলেন জীবিত আ'লা হযরত। আর বিদ্বেষের অনলে আক্রান্ত মানুষগুলোর জন্য আ'লা হযরত ক্রমহারে বেড়ে চলা উত্তপ্ত একটা আগ্নেয়গিরি। হায় আফসোস! ঐ মানুষগুলো দহণের যন্ত্রণায় করতে থাকা আর্ত-চিৎকার এগিয়ে চলা পৃথিবী এখন আর শুনতে চায় না!

উপাধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।
আহ্বায়ক, ইমাম আযম ও আ'লা হযরত গবেষণা পরিষদ।

বৃটিশদের প্রতি আ'লা হযরতের ঘৃণা

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে উম্মতের প্রতি বিশেষ উপহার, কালের বিস্ময়, জ্ঞানের বিশ্বকোষ, কলম সম্রাট, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তথা মহান সংস্কারক, আ'লা হযরত আযীমুল বরকত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) ১০ শাওয়াল ১২৭২ হি. মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রি. সালে ভারতের বেরেলী শহরে জন্ম গ্রহণ করে ২৫ শে সফর ১৩৪০ হি. মোতাবেক ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রি. সালে ওফাত লাভ করেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ মহা মনীষী প্রায় সত্তরোর্ধ স্বতন্ত্র বিষয়ে সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতির শিখরে আরোহন করেন। তিনি ব্রিটিশ ও তার দোসর ওহাবী- দেওবন্দী, কাদিয়ানী, শিয়া, খারেজী তথা বাতেল ফিরকার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ছিল অত্যধিক। ওহাবী-দেওবন্দীরা আ'লা হযরত (রহ.) এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মিথ্যা মামলা করেছিল। আ'লা হযরত (রহ.) বলেছিলেন, আমি কেন আমার পাদুকাও ব্রিটিশদের বিচারালয়ে যাবে না। তিনি তাদেরকে এমনভাবে ঘৃণা করতেন তাদের বিচারালয়কে আদালত বলতে অস্বীকার করতেন। একথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে, ওহাবী-দেওবন্দীরা ব্রিটিশদের দালালী বাবদ মাসিক ভাতা গ্রহন করতো।

আ'লা হযরত (রহ.) যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির ও মুফতী সর্বোপরি একজন আশেকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বরকত মণ্ডিত জীবন ও কীর্তিময় অবদান যদি গবেষণা করা হয় তাহলে এর বাস্তবতা ফুটে উঠবে। যার কারণে তিনি ওহাবী-দেওবন্দী ও কাদিয়ানীদের মত ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলাতে পারেন নি।

তিনি যে কারণে পৃথিবীর মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন সেটা হল তাঁর "তাজদীদে দ্বীন" দ্বীনের সংস্কার তথা সুন্নতকে পুনরুজ্জীবন ও বিদআতকে বিলুপ্ত করা। তিনি আমলগত বিদআত ও বিশ্বাসগত বিদআত দু'টির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর গুণে বিমোহিত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, আ'লা হযরত একজন সত্যিকারের আশেকে রসুল এবং মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের জন্য পাথেয়, চক্ষু শীতলকারী, হৃদয়ের প্রশান্তি। সত্যিই তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন। আমিন।

উপাধ্যক্ষ - রাঙ্গুনীয়া নূরুল উলুম ফাযিল (ডিগ্রি)
মাদরাসা রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরেলভী (র.) জীবন-কর্মের গবেষণা

মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী

বিশ্ববরেণ্য লেখক ও দার্শনিক আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী(র.)'র মতো ব্যাক্তিত্ব দেশ ও জাতির অমূল্য রতন। কিন্ত দূর্ভাগ্যের বিষয় এরূপ মহামনীষির মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং এর বিপরীতে ঐ ব্যাক্তিবর্গকে আলোচনায় এনেছি যারা জ্ঞান-গরিমা, এলেম-হিকমত, প্রজ্ঞা ও দুরদৃষ্টিতে ইমাম আহমদ রেযা থেকে অনেক কম ছিলেন। যদি এরূপ না করা হতো এবং ইমাম আহমদ রেযাকে যথাযথ স্থান দেয়া যেতো তাহলে আজ পৃথিবীতে আমরা সেইভাবে গৌরবান্বিত হতাম যেভাবে মুজাদ্দেদ আলফে সানি(র.) এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.)এর মতো ব্যাক্তিবর্গকে উপস্থাপন করে হয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযা নিজ যুগের এক বিরাট ফিক্বাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর গবেষণার সামনে সমসাময়িক মুফতিদের ফতোয়া নিরস মনে হয়। তাঁর ফতোয়া গ্রন্থ 'ফতোয়া রিযভিয়া' ফিক্বাহ শাস্ত্রের বিশাল বিশ্বকোষ। এই বিষয়ে তিনি সমসাময়িকদের অতিক্রম করেছেন। ড. আল্লামা ইকবাল আলা হযরতের ফিক্বাহ শাস্ত্রে বুৎপত্তির প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিরোধীরাও ফিক্বাহ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতাকে স্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুফতি কিফায়েতুল্লাহ, আব্দুল হাই রায়ে বেরেলী, আবুল হাসান আলি নদভি, মাও. জাকারিয়া পেশাওয়ারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আলা হযরত বিরোধী শক্তিশালী প্রচারনার মূল কারণ ছিল চারটি -

১। ইমাম আহমদ রেযা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মাসলাকের একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন।

২। ইমাম আহমদ রেযা ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রত্যেকটি আন্দোলনের বিরোধীতা করেছেন।

৩। ইমাম আহমদ রেযা ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রত্যেকটি আন্দোলনের বিরোধীতা করেছেন।

৪। ইমাম আহমদ রেযা হিন্দুদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধীতা করেছেন।

আলা হযরতের উপর নানা ধরনের অভিযোগ আনা হলো। এবং এ অভিযোগগুলো প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টাও চালানো হলো। কিন্তু যাদের ইতিহাসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে তাঁরা জানেন এ অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আলা হযরতকে নিয়ে এমন অনেক গবেষণাকর্ম হয়েছে যার দ্বারা তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগগুলো নিমিষেই খন্ডন করা যায়। যেমন ঃ

১. 'মাকালাতে ইয়াওমে রেযা', লাহোর /১৯৬৮(১ম), ১৯৭১(২য়)

২. 'ইমাম আহমদ রেযা আরবাব ইলম ও দানিশ কি নজর মে' -ইয়াসিন আখতার

মিসবাহি, করাচী, ১৯৬৮,
৩। "সাখসিয়াত ই ইসলামিয়া মেনাল হিন্দ"- উ. Mohiuddin Alwaee. সওতুশ শরক, মিশর, ফেব"ুয়ারী/ ১৯৭০,
৪। 'ফাজেলে বেরেলভী উলামা হিজাজ কি নজর মে'- প্রফেসর ড. মসউদ আহমদ, লাহোর, ১৯৭৩
৫। 'মাহেনামা আল মিযান', আ'লা হযরত সংখ্যা, মার্চ, ১৯৭৭, মুম্বাই, ভারত,
৬। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Main Abdur Rashid লিখিত Ôlslam in Indo-Pak sub continent"- Mian Abdur Rashid, lahore. ১৯৭৭,
৭। Encyclopedia of Islam, Lahore, V-10, C- 5
৮। "Neglected Genius of the East", Lahore, 1978. প্রফেসর ড. মসউদ আহমদ, এমএমএ. পিএইচডি.

আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দর্শনের গবেষণা

ভারত উপমহাদেশের কংগ্রেসপন্থি আলেমগণ রাজনৈতিক ফায়েদা লাভের জন্য খেলাফত আন্দোলন এবং হিন্দুদের সাথে মিলে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তখন আলা হযরত কোরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারার মাধ্যমে যখন সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু গবেষণা কর্ম বের হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

১। Devotional Islam and Politics in British India: Ahmad Riza Khan Barelwi and His Movement, 1870-1920 Dr. Usha Sanwaal, Ph.D Colombo University /1996. Oxford University Press. New Delhi.
২। 'Ulama in Politics' - প্রফেসর আই, এইচ কোরেশী- ভাইস চ্যান্সেল্‌র, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়,
বইটি 'উপ মহাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ' নামে বাংলায় অনুবাদ হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ হয়েছে। বইটির ৩৪০ হতে ৩৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিশেষ গুরুত্বপূ"ণ।
৩। "Islam in Indo- Pak sub continent" lahore/ 1977,-Mian Abdur Rashid বইটির উপসংহারে লেখক বলেন, 'Thus, the contribution of Hazrat Barelvi towards Pakistan is not less then of Allama Iqbal and Quaid i Azam.'
৪। "ফাজেলে বেরেলভী কা সিয়াসি কিরদার"- প্রফেসর জালালূদ্দিন আহমদ নূরি, বিভাগীয় প"ধান- মায়ারিফে ইসলামিয়া বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়। বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন ও সুন্নাহ বিভাগের এম এ শে"ণীতে সিলেবাসভূক্ত।
৫। 'The Role of the Khulafa-e-Imam Ahmed Raza Khan in Pakistan Movement 1920-1947'.Diss.Karachi:University of Karachi, -Muhammad Hassan Imam, 2005.

আ'লা হযরত দর্শনের আধুনিক গবেষণাঃ

১.'The World Importance of Imam Ahmed Raza Khan Barelvi'- British scholar Dr Muhammad Haroon, (1994), Stockport, UK: Raza Academy.
২.'Great Personalities in Islam'- Badr Azimbadi, Adam Publishers. 2005,
৩. `Man huwa Ahmed Rida' -Shaja'at Ali al-Qadri,
৪. 'Encyclopaedia of Islam'. Ian Richard Netton, December 2013,
৫. 'A Saviour in a Dark World' (Article). The Islamic Times, March, 2003. Stockport, UK: Raza Academy.
৬. 'Urdu Encyclopedia of Islam' -Punjab University, 10th volume, pages 278 to 287,
৭. "আ'লা হযরত কা চার মায়াশি নুকাত"-Professor D.Rafiullah Siddiqi, Queen's University Canada.
৮. Dr. Ghulaam Qureshi Dastageer, who translated A'la Hazrat's Qalaam in English which was published in the "Islamic Times" U.K.
৯. -Muhammed Muazzam Ali who wrote "Fundamental Faith of Islam -Treaties of Ahmed Raza"
১০. Prof. J.M. Baljo of Leiden University, Holland, who presented and delivered research material on A'la Hazrat at an international forum.

ভারত হতে প্রকাশিত : আ'লা হযরতের চিন্তাধারার মাসিক / ত্রৈমাসিক পত্রিকাসমুহ-

১। মাহেনামা আ'লা হযরত, বেরেলী, ইউ.পি,
২। মাহেনামা দামানে মুস্তফা, বেরেলী, ইউ.পি,
৩। মাহেনামা সুন্নি দুনিয়া, বেরেলী, ইউ.পি,
৪। মাহেনামা আল মিযান, মুম্বে, মহারাষ্ট",
৫। মাহেনামা আশরাফিয়া, মোবারকপুর,
৬। মাহেনামা কানযুল ঈমান, দিল্লী,
৭। মাহেনামা ক্বারি, দিল্লী,
৮। মাহেনামা জা'মে নূর, দিল্লী,
৯। মাহেনামা সুন্নি আওয়াজ (উর্দূ), নাগপুর
১০। মাহেনামা সুন্নি আওয়াজ (হিন্দী), নাগপুর,
১১। মাহেনামা পাসবান, এলাহাবাদ,
১২। মাহেনামা ইসতেকামত ডাইজেস্ট, কানপুর

১৩। মাসিক সুন্নি জগৎ (বাংলা), পশ্চিম বঙ্গ,
১৪। ত্রৈমাসিক সুফিয়া, নাগোর,
১৫। ত্রৈমাসিক তৈয়্যবা (হিন্দী), বেরলী, ইউ, পি
১৬। মাহেনামা সুন্নি দাওয়াতে ইসলামি, মুম্বাই
১৭। মাহনামা নূরি করণ, বেরেলী।
১৮। মাহেনামা মুসলিম খাতুন (হিন্দী), মহারাষ্ট",
১৯। মাহেনামা আর রযা,

পাকিস্তান হতে প্রকাশিত- আ'লা হযরতের চিন্তাধারার উপর মাসিক পত্রিকাসমুহ-

১। মাহেনামা রেযায়ে মুস্তফা, পাঞ্জাব,
২।মাহেনামা মায়ারিফে রেযা, করাচী,
৩। মাহেনামা তরজুমানে আহলে সুন্নাত, করাচী,
৪। মহেনামা কানযুল ঈমান, লাহোর,
৫। মাহেনামা জাহান এ রেযা, লাহোর,
৬। মাহেনামা তাহাফফুজ, করাচী,
৭। মাহেনামা যিয়ায়ে হারম ,
৮। মাহেনামা ফায়জানে মদিনা,

আ'লা হযরতের উপর কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান-

১. Imam Ahmed Raza Research Institute, Karachi,
২. Raza Academy, Mumbai,
৩. Raza Academy, U.K,
৪. Imam Ahmed Raza Academy, South Africa,
৫. Imam Ahmed Raza Foundation, Kerala, India,

"Monthly Maarif e Raza", Safar/ 2010, Gi Tehkiqat e Imam Ahmed Raza সংখ্যায় PHD thesis on Ahmed Raza Khan written by various candidates around the world এ ২৬ জন পি.এইচ.ডি এবং ৮জন এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের কথা উল্লেখ আছে। বর্তমানে এ তালিকা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আ'লা হযরতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

মাওলানা বেরলভী শুধু সমাজ সংস্কার করেন নি বরং রাজনীতিতেও তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর চিন্তা চেতনা থেকেই ময়দানের রাজনৈতিক কর্মীর সঠিক নির্দেশনা লাভ করেন। ইমাম আহমদ রেযা (র.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিলো অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা কুরআন-হাদীসের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন সময় তা'তে নমনীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। খুব সম্ভব এ জন্য ড. মুহাম্মদ ইকবাল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, 'তিনি (মাওলানা বেরলভী) অতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পরই স্বীয় মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এ জন্য তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হত না।'

মাওলানা বেরলভী প্রথম থেকেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের পুরোধা ছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত এটার প্রচার-প্রসারে নিজ কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক চাতুর্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এ জন্য জাতীয় রাজনীতির প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। হিন্দুদের গোপন ই'ছা আর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিপদজনক পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করেন। আর এটা ঐ সময়ের কথা যখন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর ড. মুহাম্মদ ইকবাল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দাবীদার ছিলেন। পরবর্তীতে তারাও এ চিন্তাধারা থেকে সরে দাঁড়ায়। আর মাওলানা বেরলভীর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ প'থক আবাসভূমি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং হিন্দুদের কূটচাল সম্পর্কে অবহিত হন। এখানে আমরা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও ড. মুহাম্মদ ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তনের যে আভাস লক্ষ্য করি, সেখানে মাওলানা বেরলভীর চিন্তাধারা দ'ঢ় ও স্থিতিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে চিন্তাধারার উপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে, উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রস্তুতিতে মাওলানা বেরলভী দীর্ঘদিন ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যান।

মাওলানা বেরলভীর রাজনৈতিক মন মানস ও চিন্তাধারার উপর ইতিহাসবিদ ও দার্শনিকগণ অনেক কমই লিখেছেন। এ বিষয়ে দু'এক কথা সংক্ষেপে পেশ করছি। মাওলানা বেরলভীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বুঝার জন্য তাঁর প্রণীত নিম্নের গ্রন্থগুলো পাঠ করা আবশ্যক।

১। আন নাফাসুল ফিকরি ফী কুরবানিল বক্বরি (১৯৮০ খ্রিঃ)
২। এলামুল এলাম বি আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম (১৮৮৮ খ্রিঃ)
৩। তাদবীর-ই-ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ (১৯১২ খ্রিঃ)
৪। দাওয়ামুল আয়শি ফী আইম্মাতি কুরআশি (১৯২০ খ্রিঃ)
৫। আল মোহাজ্জাতুল মোতামিনাহ ফী আয়াতে মোমতাহিনাহ (১৯২১ খ্রিঃ)

প্রথম পুস্তক গাভী কুরবানীর বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে লিখা হয়। মাওলানা বেরলভী এটাতে জবাব দেন যে, হিন্দু স্থানে গাভীর কুরবানী একেবারে বন্ধ করা কখনো বৈধ নয়। এ একই প্রশ্ন ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ ফকীহ মৌলভী আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীকেও করা হলে তিনি সাদাসিদা উত্তর দিয়ে দেন।

পরে যখন গাভী যবেহের প্রকৃত রহস্য জানতে পারেন তখন তিনিও এই ফতোয়া দেন যা মাওলানা বেরলভী দিয়েছিলেন। মাওলানা বেরলভীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় অন্তদ"ষ্টির স্বীকৃতি দিতে গিয়ে মাওলানা শিবলী নোমানীর উস্তাদ মাওলানা এরশাদ হোসাইন রামপুরী সংক্ষপ্তি মন্তব্য করেছেন যে, "(মাওলানা) চুলচেরা বিশ্লেষক ও দিব্য শক্তির অধিকারী।"

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (ম"ঃ ১০৩৪ হিজরী/১৬২৪ খ্রিঃ) এটাকে (গাভী যবেহ) কে ইসলামী নিদর্শনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বলে ঘোষণা দেন। সম্রাট আকবরের শাসনামলে হিন্দুদের প্রচেষ্টায় এটার উপর বিধি নিষেদ আরোপ করা হয়েছিল। আর সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে হযরত মুজাদ্দিদ (র.) এর প্রচেষ্টায় এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এটার পর খেলাফত আন্দোলণ ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে (১৯১৯-২২ খ্রীঃ) পুনরায় হিন্দুরা গো-হত্যা নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে রাজনৈতিক প্লাটফরম থেকে দাবী তুলে। যার সমর্থন রাজনৈতিক প্লাটফরম থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা করেছিলো। মাওলানা বেরলভী আপন ধর্মীয় অর্ন্তদ"ষ্টি দ্বারা এ দাবীর গোপন রহস্য প্রথমেই আঁচ করে নেন। আর প্রথম থেকেই এ দাবীর বিরোধিতা করেন।

এনামুল এলাম-পুস্তকে ঐসব আলেমের বিরোধিতা করেন যারা অবিভক্ত ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা দিয়ে সুদকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলো। মাওলানা বেরলভী ভারত বর্ষকে 'দারুল ইসলাম' এবং সুদকে হারাম ঘোষণা দেন। এটা ১৩০৬ হিজরী মুতাবিক ১৮৮৮ সালের কথা। বেশ কিছুকাল পর আজাদী আন্দোলনের সময় ভারত বর্ষকে পুনরায় দারুল হারব ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বাধ্য করেন, তখন মাওলানা বেরলভী এটার বিরোধিতা করেন।

উক্ত গ্রন্ে'র এক স্ানে তিনি লিখেছেন যে, ভারত 'দারুল ইসলাম' কেননা 'দারুল হারব' হলো এমন একটি দেশ যেখানে ইসলামী আইন ও বিধান জারী করা অসম্ভব। যেহেতু এ ধরণের পরিস্িতি ভারতে বিরাজমান নেই, সেহেতু এটা দারুল ইসলাম।

যে সব ওলামারা অবিভক্ত ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা দিয়ে 'সুদ'কে বৈধ বলে রায় দেন, তাদের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, 'তারা ভারতকে 'দারুল হরব্' ঘোষণা করে সুদ গ্রহণ করতে প্রস্ত হলেও তারা হিজরত করতে প্রস্ত নন, যা দারুল হরব্ এর ক্ষেত্রে করা বাধ্যতামূলক।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দুস্ানকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দিয়ে তিনি হিন্দুস্ানের উপর ইংরেজদের আধিপত্যকে জবরদস্তিমূলক দখলদার বলে মনে করেছেন। আর মুসলমানদেরকে যথাসাধ্য রাজ্যের আজাদীর জন্য চেষ্টা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। 'দারুল হারব' ঘোষণা দিয়ে আপন দেশে নিজের অধিকার থেকে হাতগুটিয়ে নেয়ার নামান্তর। কেননা এটাতে হিজরত ফরয হয়ে পড়ে। আর তাতে দেশ মুক্তির কোন অবকাশই থাকে না।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা হাজার বছর ধরে শাসন কার্য পরিচালণার পর মাওলানা বেরলভী এতো তাড়াতাড়ি মুসলমানদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেশ ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করার পক্ষে যেতে তৈরি ছিলেন না। বরং তিনি হিজরতকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়ের জন্যে ধ্বংসের কারণ বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁর ঘোষণা সঠিক ও যথার্থ বলে বিবেচিত হয়।

সহ-সভাপতি, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রচার-প্রসারে আ'লা হযরতের নির্দেশনা

মুহাম্মদ আবদুল মজিদ রিজভি

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন, যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে চলছিল বাতিল-অপশক্তির দৌরাত্ম্য। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে আ'লা হযরত এসবের মোকাবেলায় কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি কেবল লেখনী, বক্তব্য, মুনাযারাহ ও বাতিল মতবাদের খণ্ডন করেই ক্ষান্ত হননি বরং ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের স্থায়ী প্রচার-প্রসার অব্যাহত রাখতে ব্যাপক সূক্ষ্মধর্মী ও দূরদর্শিতাপূর্ণ দশটি মৌলিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন, যেগুলোর প্রত্যেকটিই ব্যাপক গুরুত্বের দাবিদার। কর্মসূচীগুলো হলো-

১. সুপরিসর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাতে রীতিমতো শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত নাগরিক তৈরীর প্রধান কেন্দ্র হলো মাদ্রাসা। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই আ'লা হযরত (রা.) এ বিষয়টিকে সর্বাগ্রে স্ান দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মাদ্রাসায় যথাযথ পাঠদান ও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেবল নামসর্বস্ব, শিক্ষার পরিবেশহীন প্রতিষ্ঠান নয় বরং বাস্তবমুখী শিক্ষা নিকেতনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২. ছাত্রদের উপবৃত্তি ও উৎসাহ ভাতা প্রদান করা যাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ছাত্ররা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং অর্থাভাবে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত না হয়।

৩. শিক্ষকদের কর্মদক্ষতানুসারে বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা। এতে যোগ্য শিক্ষকগণ তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশে আরো বেশি অনুপ্রাণিত হবে।

৪. ছাত্রদের স্বভাব ও মনোবৃত্তি যাচাই করে যে কাজে অধিক উপযুক্ত হয় তাকে যৌক্তিক ভাতায় সে কাজে নিয়োজিত করা।

৫. ছাত্রদের মধ্যে যারা উপযুক্ত হয়ে তৈরি হবে তাদেরকে বেতনের ভিত্তিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা, যেন তারা লেখনী, বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত ও প্রয়োজনে মুনাযিরা বা সম্মুখ বিতর্কের মাধ্যমে সঠিক মতাদর্শের প্রচার সক্ষম হয়।

৬. সঠিক মতাদর্শের সুরক্ষা ও ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডনে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পুস্তকাদি লেখকদেরকে সম্মানী দিয়ে লেখানোর ব্যবস্থা করা।

৭. পূর্বে প্রণীত ও নব রচিত গ্রন্থাবলী আকর্ষণীয় ও ঝকঝকে মলাটে ছাপিয়ে দেশব্যাপী বিনামূল্যে বিতরণ করা।
৮. নগর ও মফস্বলে প্রতিনিধি নিয়োগ করে যেখানে যে মানের বক্তা, তার্কিক ও লেখনীর প্রয়োজন হয় তা অবগত হয়ে চাহিদানুযায়ী জনবল, সাময়িকী ও পুস্তকাদি সরবরাহ করা।
৯. যোগ্য আলেম ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যারা আর্থিক কারণে বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োজিত তাদেরকে বেতনের ভিত্তিতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দ্বীনি কাজে নিযুক্ত করা।
১০. দ্বীনি ও আদর্শিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা। আক্বীদা সুরক্ষায় জরুরী বিষয়ের লেখামালা বিশেষ মূল্যে কিংবা বিনামূল্যে প্রতিদিন কিংবা কমপক্ষে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-'শেষ যুগে দ্বীনের কাজও অর্থের দ্বারা সচল থাকবে।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত এ বাণীর বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত। [ফতোয়ায়ে রযভীয়্যা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৩৩, ইশা'আতে রযভীয়্যাত কে লিয়ে লায়েহায়ে আমল, কৃত-মুহাম্মদ, হানীফ খান রেযভী বেরলভী, প"ষ্ঠা-৩২] আ'লা হযরতের উপরোক্ত প্রত্যেকটি কর্মসূচীই যুগোপযোগী, সুন্নি আলেম, বুদ্ধিজীবি, পীর-মাশায়েখ ও বিত্তশালীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ইমামে আহলে সুন্নতের এসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি।

লেখক : তরুণ অনুবাদক ও নির্বাহী সদস্য
আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম আহ্মদ রেজা খান (র.)'র অবদান

মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আ'লা হযরত, ইমাম আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন এ মিল্লাত আহ্মদ রেজা খান (রহ) বেরলভী (১৮৫৬-১৯২১) সমসাময়িক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল বাতিঘর ছিলেন। যাঁর আলো সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোকিত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় পঞ্চান্নটি বিষয়ের উপর দেড় সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছিলেন।
পবিত্র কুরআনের ভাষায়, "তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।" (সূরা নাহাল)। এই আয়াতের বাস্তব নমুনা। তিনি ছিলেন আহলুজ জিকির। আহ্লুজ জিকির তারাই যারা কুরআন মজীদের শব্দাবলীর সত্যতা, বাস্তবতা, নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি ইসলামের পূরিপূর্ণতাকে তাঁর লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাফসির, হাদীস, ফতোয়া, ফরায়েজ, সাহিত্য, বালাগত, বিজ্ঞান বিষয়ের পাশাপাশি তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরও পারদর্শী ছিলেন।
যখন ভারতবর্ষের মুসলমানেরা পরাধীনতার চরম গ্লানিতে ভুগছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বড় বড় মুসলিম নেতা ও আলেম সমাজ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। মুসলিম উম্মাহর দুঃসময়ে কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কিছু ফেকি আলেম ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা দিয়ে মুসলিম সমাজকে দেশ ত্যাগে উৎসাহিত করছিল। তাদের উসকানিতে হাজার হাজার মুসলমান তাদের সহায় সম্বল বিক্রয় করে আফগানিস্তানে হিজরত করছিল। তখনই ইমাম আহ্মদ রেজা খান (রহ) ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদের কল্যাণে চারটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। রচনা করেন, "TADBERE FALAH-O-NAJAT WA ISLAH" তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। পরবর্তীতে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কলেজসমূহের উপপরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ রফিউল্লাহ সিদ্দিকী বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে ১৯১২ সালে বই আকারে ছাপিয়ে দেন। পরবর্তীতে "উঈঙঘঙগওঈ এটওউখওঘউ ঋঙজ গটঝখওগঝ" শিরোনামে প্রফেসর এম. এ কাদির ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। বর্তমানে "IDARA-I-TAHQVEEQUAT-E IMAM AHMED RAZA INTERNATIONAL" এর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করে। এই চারটি নির্দেশনা বর্তমানে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। হানাফি মাযহাবের ইমাম, ইমাম আযমের সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের কিতাব আল খারাজের পর পর এটি ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। আল্লামা

ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী ও প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মাসুদ আহ্মদ কাদরী এ নির্দেশনাগুলোর উপর গবেষণা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এর বর্তমান বাস্তবতা।

আ'লা হযরত (রহ.) ভারতবর্ষের মুসলমানদের আহ্বান করেছিলেন ব"টিশদের আদালত বর্জন করে নিজেদের বিবাদগুলো পারস্পরিক বুঝা পড়ার মাধ্যমে নিজেরাই সমাধান করতে, তাতেই সঞ্চয় হবে কোটি কোটি টাকা।

বম্বে, কলকাতা, রেংগুন, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজের ধনী মুসলমানদের তিনি আহ্বান করেছিলেন গরীব মুসলমান ভাইদের কল্যাণে সুদ মুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে।

মুসলমান যেন কোন অমুসলিম থেকে কোন কিছু ক্রয় না করে, তারা শুধু যেন মুসলমানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে।

ইলমে দ্বীন হাসিলে বড় বড় দ্বীনই শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।

যখন অর্থনীতি কোন মৌলিক বিষয় হিসেবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন না, তখন থেকেই তিনি অর্থনীতির মৌলিক বিষয়ের উপর ধারণা দিয়েছেন। মূলত অর্থনীতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর। বিশেষ করে ব"টিশ অর্থনীতিবিদ জে.এম কেইনস (১৮৪৩-১৯৪৬) THE THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND MONEY রচনার পর। কেইনস্ এর চব্বিশ বছর আগে আহ্মদ রেজা খান (রহ) এই সঞ্চয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আমাদের প্রিয় রাসুল (সাঃ) মিতব্যয়ী হতে বলেছেন। মিতব্যয়ী হওয়া মানে সঞ্চয় ব"দ্ধি হওয়া, সঞ্চয় মানে হল বিনিয়োগ। বিনিয়োগ ব"দ্ধি পেলেই উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থান হবে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। এবং এ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র বিমোচন হবে। পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে ''দারিদ্রতা মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।''

পরাধীন ভারতের মুসলমানদের ইমান-আমল ঠিক রাখার জন্য এ প্রস্তাবটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১২ সালে তিনি যখন ভারতের মুসলমানদের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা তো দূরের কথা প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। ব্যাংক একটি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে রক্ত সঞ্চালনকারী, মানুষের সুদ মুক্ত সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে ব"হৎ বিনিয়োগ গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ত"তীয় প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানেরা যদি মুসলমানদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করত তবে দ"শ্যপট পাল্টে যেত। পারস্পরিক সহযোগিতা ইসলাম নির্দেশিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। অমুসলিমরা ব্যবসা সংগঠনগুলো তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য গঠন করেছে। যেমন-

EUROPEAN COMMON MARKET-ECM, NAFTA, LAFTA, WTO সহ বহু সংগঠন।

'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' নাম দিয়ে সাতান্নটি রাষ্ট্র নিয়ে এখন একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হয় মাত্র শতকরা নয় ভাগ। বর্তমানে ইসলামী কমন মার্কেট (ওঈগ) গঠন করার জন্য মালয়েশিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামী স্কলার, দার্শনিক ও মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক পথ প্রদর্শক ইমাম আহমদ রেজা খান (রহ.) কতটুকু এ জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অবদান রেখেছেন। এই পথকে যদি আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হতাম তাহলে মুসলিম জাতি ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পথকে সারাবিশ্বে মডেল হিসেবে উদাহরণ হতাম। আমরা পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের ন্যায় যদি ব্যবসা বাণিজ্যতে মুসলমান মুসলমানে মেলবন্ধনে আবদ্ধ হত। তাহলে আহমদ রেজা খান (রহ.) এর এই চেতনা বাস্তবায়ন হত। আসুন আমরা সবাই ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) এর নিদেশিত অর্থনৈতিক প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে মুসলিম জাতিকে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করি।

লেখক: মুহাম্মদ আবদুর রহিম
ডিজিএম (মার্কেটিং), ডায়মন্ড সিমেন্ট লি.
নির্বাহী সদস্য, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

‘শিয়া’ প্রতিরোধে ইমাম আহমদ রেযা (র.)’র অবদান

মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

‘শিয়া’ শব্দটি আরবি। অর্থ আনুসারি, দল। এমন দল যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর সিদ্দিক আকবর (র.) ও ফারুকে আজম (র.) কে উপেক্ষা করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনাহু কে একমাত্র বৈধ খলিফা মনে করে।১

বিখ্যাত গ্রন্থাকারক আলী বিন মুহাম্মদ যুরযানী (রহ:) স্বীয় প্রণীত ‘তা’ রিফাত’ গ্রন্থে বলেন-“হুমুল্লাজিনা শায়াউ আলিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু, ওয়া ক্বা’লু ইন্নাহুল ইমামু বা’দা রাসুলিল্লাহি, ওয়া’তাক্বাদু আন্নাল ইমামতা লা’ তাখরুজু আনহু ওয়া আন আউলাদিহি।২

অর্থাৎ-যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র অনুসারী, এবং তাদের উক্তি ‘নিশ্চয় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহন আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে ইমাম। তাদের বিশ্বাস ইমামত (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সন্তানদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।

‘শিয়া’ দলটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-১) রাফেজী ২) গালিয়া ৩) শিয়া ৪) ত্বোয়্যারাহ।

মতবাদ: ১) তারা নিজেদেরকে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারী দাবী করে, এবং তাঁকে সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম এর উপর প্রাধান্য দেয়। এমনকি তারা ইসলামের প্রথম খলিফা, খলিফাতুর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিকী রাদিয়াল্লাহু আনহু, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবুনুল খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এর খিলাফত অস্বীকার করে। তারা (শিয়ারা) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু কে হযরত উসমান গণী যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু এর উপরও প্রধান্য দেয়।৩

১. আল্লাহু তায়ালা সাহাবায়ে কেরামদেরকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন যে,

অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনয়নের মতো, তবে তারা সুপথ পাবে।৪

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করেছেন। তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে স্বীকৃত ঈমান হ"ছ সাহাবায়ে কেরাম রাদিযাল্লাহু আনহুম এর ঈমান।

অতএব, যুগে যুগে যারা ঈমানের দাবীদার হয়ে খোলাফায়ে কেরাম তথা হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু

আনহুম ও হযরত আমীরে মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সকল সাহাবায়ে কেরামের ভৎসনা করে, তারা কুরআন করিমের আয়াত অস্বীকার কারী। কুরআন করিমের আয়াত অস্বীকার কারী নিশ্চিত কাফির।

২। অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে- ‘তোমারা আমার সাহাবীদের মন্দ বলনা। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও সে তাদের সমকক্ষ তো নয় অর্ধেক ও হতে পারবে না।৫

সুতরাং মুসলমান নামের দাবীদার পাশাপাশি শিয়া আকিদায় বিশ্বাসী, তারা রাসুল (দ.) এর দুশমন। দুশমনে রাসুল (দ.) যুগে যুগে আর্বিভূত হয়েছিল, ভবিষ্যতেও হবে। তাদের স্বরূপ উন্মোচন এবং প্রতিকারের লক্ষ্যে চৌদ্দশত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আ’লা হযরত (রহ.) মুসলিম জাতিকে রক্ষার জন্য বর্ণিত নিম্নলিখিত কিতাব রচনার মাধ্যমে কলম যুদ্ধ চালিয়ে যান।

১। ‘রদ্দুর রাফাজাহ’ রচনাকাল-১৩২০ হিজরী, ১৯০২ খ্রি.

২। আলিউল ইফাদা ফি তাযিয়াতিল হিন্দ ওয়া বায়ানুশ শাহাদাহ- রচনাকাল ১৩২১ হিজরী, ১৯০৩ খ্রি.

৩। আর রইয়িহাতুল আম্বরিয়া আনিল জামারাতিল হায়দারীয়া-রচনাকাল ১৩০০ হিজরী, ১৮৮২ খ্রি.

৪। আল বুসরা আল আজিলা ফি ত্বাহফি আজিলা- রচনাকাল ১৩০০ হিজরী, ১৮৮২ খ্রি.

৫। আদিল্লাতুত তাআ-ত

৬। আল মুতাতুশ শাসআ আশ শিয়াতুশ শাফাকাহ- রচনাকাল ১৩১২ হিজরী

৭। শরহুল মাতালিব ফী বাহছি আবি তালিব(৩)-রচনাকাল ১৩১৬ হিজরী।৬

আসুন আ’ল হযরত কনফারেন্স দিবসে আমরা শপথ নিই যে, যাবতীয় বাতিল অপশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা’আত’র আদর্শে জাতিকে উজ্জীবিত করে সর্বকালের শান্তির পথে জীবন পরিচালিত করব। আমিন।

তথ্য সূত্র :

১. ফরুহাঙ্গে জাদীদ-৫৪৮ ২. আত্তারিফাত-১২৫ ৩. গুনিয়্যাতুত তোয়ালিবীন ৪. সুরা বাকারা আয়াত ১৩৮। ৫. মিশকাত পৃ: ৫৫৩

৬। “মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মুসলিহ হিসেবে আ’লা হযরতের ভূমিকা” প্রবন্ধ : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি।

আরবি প্রভাষক, আহমদিয়া করিমিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসা বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

নির্বাহী সদস্য, আ’লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

না'ত সাহিত্যে ইমাম আহমদ রেযা (র.) এক অনন্য প্রতিভা

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল নোমান

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ বেরেলভী (র.) বহুমুখী প্রতিভার এক বিস্ময়কর নাম। ইলমে ফিক্‌হের মধ্যে যিনি ছিলেন যুগের ইমাম আবু হানিফা, ইলমে হাদিসের মধ্যে ইমাম বুখারী, দর্শনে রাযী, এভাবে কাব্যে না'তে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ভূবনেও তিনি ছিলেন যুগের হাস্‌সান বিন ছাবিত। হাস্‌সানুল হিন্দ আ'লা হযরতের কাব্য প্রতিভা এবং না'তিয়া কালামের বিষয়টি আরও বিস্ময়কর। কুরআন ও হাদিসে প্রিয় নবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র যে প্রশংসা গীত হয়েছে, আ'লা হযরতের কলমে তা ছন্দে প্রস্ফুটিত হয়ে অমর কাব্যে রূপ নিয়েছে। মূলতঃ না'তে রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিখা ও বলা তলোয়ারের ধারে চলার মত। যদি অতিরঞ্জন হয়, তবে মহান রবের ঐশী মর্যাদায় আঘাত লাগে, আবার যদি কম হয়, তবে শানে রিসালতের মান হানি হয়। {আল্লামা কাউসার নিয়াজী কৃত ইমাম আহমদ রেযা (র.) এক হামাহ্ যিহাত শাখসিয়্যাত}

আর আ'লা হযরত শানে তাওহীদ ও শানে রিসালতকে স্ব-স্ব মর্যাদায় সংরক্ষিত রেখে না'তিয়া কালাম রচনা করেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। কাব্য ও না'তিয়া কালামে উপাদান সংগ্রহে কুরআন-হাদিস ও শরীয়তের গন্ডি হতে এক চুলও নড়েন নি আ'লা হযরত। ঈমান আক্বিদার নির্দিষ্ট গন্ডিতে অবস্থান করেও যারা কাব্য উপাদান ব্যবহারে অপরিমেয় সৃজনী প্রতিভার জোরে বিশ্ব দরবারে সমুজ্জ্বল, আ'লা হযরত তাদের অন্যতম। আ'লা হযরত তাঁর কাব্য ধারার গতি-প্রকৃতি সর্ম্পকে নিজেই বলেছেন-"কুরআন ছ ম্যায় নে না'ত গোয়ী সিখি, ইয়া'নী রহে আহকামে শরীয়ত মালহুয" অর্থাৎ, আমি কুরআন থেকে না'ত শিখেছি, যাতে শরয়ী বিধি-বিধান অটুট থাকে (হাদায়েকে বখশিশ)। তাঁর কাব্য মূলত: রাসূল প্রশস্তিকে কেন্দ্র করে রচিত হত। নবীর প্রেমানলের টানে তাঁর হৃদয় সর্বদা জাগরিত থাকত। আপাদমস্তক নবী প্রেমে নিবেদত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র কথায়, কাজে, লিখনি, চিন্তা-চেতনা, ভাব দ্যোতনা রচনাশৈলী সবকিছুতে তা প্রস্ফুটিত। যা তাঁর যবানিতে ফুঠে উঠেছে যে, "দাহান মে যোবাঁ তোমহারে লিয়ে, বদন মে হে জাঁ তোমহারে লিয়ে, হাম আয়ে ইয়াহাঁ তোমহারে লিয়ে, উঠে ভি ওয়াহাঁ তোমহারে লিয়ে" অর্থাৎ, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার মুখের বচন আপনারই জন্য, আমার দেহের প্রাণ আপনারই জন্য, দুনিয়াতে আমাদের আগমন

আপনারই জন্য এবং কবর হতে উত্থান হবে আপনারই জন্য (হাদায়েকে বখশিশ)।

রসুল প্রেমে বিমোহিত হয়ে বিদ" মনকে শান্তনা দিতে না'তে রাসুলের হিল্লোল বয়ে যেত ইমাম আহমদ রেযার যবান ও কলমে। প্রেমাত্মার মহিমা তাঁর এ উক্তি হতে সহজেই অনুমেয় যে, "মোরা তন-মন-ধন সব ফুঁক দিয়া, ইয়ে জান ভী পিয়ারে জালা জানা" অর্থাৎ, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দেহ, মন, ধন-সম্পদ সবইতো আপনার তরে সপে দিয়েছি, ওহে রসূল, আমার এ প্রাণটুকুও আপনার প্রেমের আগুনে ভস্মিভূত করে দিন (হাদায়েকে বখশিশ)। আ'লা হযরত তাঁর না'তে রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পুষ্পাঞ্জলি সাজাতে এমন সব শরয়ী কুসুম চয়ন করেছেন, যাতে প্রেমিকচিত্ত উদ্বেলিত না হয়ে পারে না। তাঁর রচিত কবিতার ছত্রে ছত্রে নবীপ্রেমের যে অনন্য সুর অনুরণিত হয়েছে তা তাঁর অকৃত্রিম আনুগত্য ও মুহাব্বতের অক্ষয় প্রতিধ্বনি। বিশেষতঃ সহজ শব্দের আবরণে সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপস্থাপনা আ'লা হযরতের রচনার এক অভিনব আঙ্গিক। ছন্দ, কৌশল , উপমা প্রয়োগ ও অলঙ্কারের দুর্লভ সমন্বয়ে তাঁর না'তিয়া কালামসমূহ এক অনন্য রূপ লাবণ্যে ঐশ্বর্যমন্ডিত। আবার, তার কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দয্য ও ভাবগত আবেদন একজন পাঠককে মোহিত ও আকৃষ্ট করে রাখে। ব্যাকুলতা, আবেগ, আত্মমগ্নতা ও তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব গভীরতা এমন যে, তা শ্রোতাকূলকে অন্য জগতে নিয়ে যায় এবং অন্তরাত্মায় নবীপ্রেমের হিল্লোল বয়ে দেয়। একজন ঈমানদ্বারের হৃদয়কে ইশকে রাসূলের আলোয় উদ্ভাসিত করতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র না'তিয়া কালামগুলো প্রেরণার উৎস ও সঞ্জিবনী শক্তি।

শিক্ষার্থী : মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)
মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।
নির্বাহী সদস্য, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ইমাম আ'লা হযরতের (র.) জন্মশতবার্ষিকীতে সাড়া জাগানো কর্মসূচি চাই

আ ব ম খোরশিদ আলম খান

আল্লাহপাকের মেহেরবানিতে এবছর সপরিবারে পবিত্র হজ্ব পালনের সুযোগ ঘটে আমার। মক্কা-মদিনা শরিফে যাওয়া আসাসহ ৪১ দিন সময় অতিবাহিত করি। মক্কা শরিফে প্রায় ২৭/২৮ দিন অবস্থানকালে হারাম শরিফে নামাজ পড়ে ফেরার সময় বিভিন্ন ধরনের দোকানে ঢুকে মাঝে মধ্যে কেনাকাটা করি। মক্কা শরিফে আমাদের যেখানে থাকার হোটেল তার আশপাশে দুই/তিনটি লাইব্রেরি চোখে পড়ল। বইয়ের দোকানগুলোতে অবিরত কুরআন মজিদের ক্বেরাত বাজিয়ে হাজীদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস লক্ষ্য করি। একদিন মক্কায় হারাম শরিফে নামাজ শেষ করে এমন একটি বইয়ের দোকানে প্রবেশ করি। লাইব্রেরি-পত্রিকার স্টল দেখলেই ঢুঁ মেরে বই-পত্রিকা দেখা এবং পছন্দের বই পুস্তক কেনা আমার মজ্জাগত অভ্যাস। তো মক্কা শরিফের লাগোয়া মূল সড়কের পাশে লাইব্রেরিটাতে ঢুকে বই পুস্তকের ওপর চোখ রাখলাম। কোন্ ধরনের বই পুস্তক এই বইয়ের দোকানগুলোতে রাখা হয় তা পরখ করতে চাইলাম। লাইব্রেরিটিতে দর্শনীয় সেলফে একটি মাঝারি সাইজের কিতাবের ওপর আমার দ'ষ্টি নিবদ্ধ হয়। 'কিতাবুত তাওহিদ' নামে আরবি ভাষায় রচিত এই কিতাবটির প্রণেতা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদি। ওহাবি মতবাদের যিনি প্রবর্তক। কিতাবটিতে তাঁর নামের আগে 'শায়খ' 'ইমাম' নানা উপাধি চোখে পড়ল। সুন্নি আকিদা ও সুন্নি লেখকদের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো কিতাব-বইয়ের দোকানটিতে দেখা গেল না। কেবল আমল, তাওহিদ-বিদআত-কুফর ইত্যাদি বিষয়ের ওপর রচিত বই পুস্তকই এই বইয়ের দোকানে শোভা পা'ছিল। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম ইমাম আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভি (রহ) কিংবা সুন্নি ইমাম-মুজতাহিদের কোনো বই এই দোকানটিতে রাখা হয়নি। ওহাবি ঘরানার ও ওহাবি হুকুমতের দেশ এই সৌদি আরবে ইমাম আ'লা হযরতের বই পুস্তক চোখে পড়বে না তাই তো স্বাভাবিক। সৌদি সরকার কর্তৃক কঠোর নিষেধাজ্ঞার ফলে বইয়ের দোকানগুলোতে সুন্নি দর্শন ও সুন্নি ঘরানার বই পুস্তক বেচাবিক্রি হয়তো নিষিদ্ধ। বিষয়টি যদি এমন হয় তবে তা দুঃখজনক ও পীড়াদায়ক।

এদিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সুন্নি আক্বিদাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কোনো বই-কিতাব না দেখে পনের রিয়ালের বিনিময়ে বায়তুল্লাহ শরিফের একটি নকশা কিনে বইয়ের দোকানটি থেকে বের হয়ে পড়ি। বইয়ের দোকান বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে খুব বেশি চোখে পড়ল 'কাবা শরিফের নকশা' এবং মক্কা শরিফের সঙ্গে লাগোয়া বহুতলা দৃষ্টিনন্দন ভবন 'জমজম টাওয়ারের' বৃহৎ ঘড়ি শোভিত ভবনটির নকশা। আমি খুব আগ্রহ করে

খুঁজছিলাম, মদিনা শরিফের সবুজ গম্বুজের নকশা। কোনো দোকানেই প্রিয় নবীর (দ) রওজা পাকের নকশা বেচা-বিক্রি হতে না দেখে আমি বেশ ক্ষুব্ধ ও হতাশ হই। সৌদি আরবের মতো বহু জাতি-গোষ্ঠীর বিচরণ এলাকায় বিশেষ করে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর তীর্থস্থানে সৌদি সরকার প্রকারান্তরে 'ওহাবি তোষণ' নীতিই চলমান রেখেছে তা বাস্তবে দেখে মন বিষাদে ভরে উঠল। আমরা মনে করি মুসলমানদের স্বপ্নের ঠিকানা মক্কা এবং মদিনা। অথচ কাবা শরিফের নকশার অহরহ বিক্রি চলছে, জমজম টাওয়ারের ঘড়ির নকশার অবাধ বিকিকিনি চলছে, সেখানে আমার প্রিয় নবীর (দ) রওজা শরিফের নকশা কেন পাওয়া যাবে না তা আমার বোধগম্য হলো না। অবশ্য, যারা প্রিয় নবীর (দ) রওজা শরিফ জেয়ারতে অনাগ্রহ দেখায়, প্রিয় নবীর (দ) রওজা শরিফ জেয়ারতকে হজ্বের অংশ নয় বলে প্রচারণা চালায় এমন একটি দেশে প্রিয় নবীর (দ) রওজা শরিফের নকশা বেচাকেনা নিষিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (রহ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের, ইসলামী ধর্মতত্ত্বের এবং ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারার ওপর পৌনে অর্ধশত বিষয়ে প্রায় দেড় হাজার বই-কিতাব-ফতোয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর জন্মস্থান যদিও ভারতের বেরেলিতে, কিন্তু তিনি তো বিশ্ববাসীর সম্পদ। ভারতের গণ্ডিতে তিনি সীমাবদ্ধ নন। বিশ্ববাসীর সামনে জ্ঞান বিতরণ, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং ঈমানি চেতনাবোধ জাগ্রত করাই ছিল তাঁর জীবন দর্শন ও জীবন মিশন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ) অনারবে তথা প্রাচ্যে জন্ম নিলেও তাঁর রচনাসমগ্র আরববাসীর জন্যও পাথেয় হতে পারে।

সমগ্র বিশ্ব থেকে পবিত্র হজ্ব উপলক্ষে প্রতি বছর ৩০/৪০ লাখ মুসলমানের জমায়েত ঘটে সৌদি আরবে। এমন একটি বিশ্ব মানবতার মিলনস্থল দেশে কোনো লাইব্রেরিতে আ'লা হযরতের একটি কিতাবও খুঁজে না পাওয়া অবশ্যই বেদনাদায়ক। 'হুচ্ছামুল হারামাইন' নামে উঁচু মার্গের তাত্ত্বিক ফতোয়া গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ইমাম আ'লা হযরতকে সমসাময়িক আরবের বিজ্ঞ খ্যাতনামা আলেম-মুফতিগণ 'অনন্য প্রতিভা ও মুজাদ্দিদ' হিসেবে একবাক্যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব দেশের মুসলমানদের মাঝে ইমাম আ'লা হযরতের রচনা ও দর্শন সর্বোত্তম উপায়ে পৌছে দেয়ার কথা ভাবতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আ'লা হযরতের রচনাবলি ও তাঁর সামগ্রিক দর্শন বিশ্ব পরিমন্ডলে ছড়িয়ে দেয়ার কথা আমাদের আজ গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। আ'লা হযরতের বৈশ্বিক দর্শন ও চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে অশান্ত যুদ্ধজর্জর মুসলিম বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে হবে। এজন্য আ'লা হযরত গবেষক, সুন্নিমনা উলামা মাশায়েখ এবং সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তকদের এগিয়ে আসা জরুরি বলে অমি মনে করি।

আমাদের দেশে বহু বরেণ্য রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকী ঘটা করে পালিত হতে দেখি। এই তো কিছুদিন

আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত (দেড়শত বছর) জন্মজয়ন্তী বেশ ধুমধামে বাংলাদেশে এবং ভারতের কলকাতায় পালিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণে সারা বছরই নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং কবি নজরুল ইসলাম যেমন সমগ্র বাঙালির কাছে সমাদৃত ও বরেণ্য, তেমনি আমরা মুসলমান হিসেবে ইমাম আ'লা হযরতের জন্ম-ওফাতবার্ষিকী উদযাপন আমাদের জন্য আরো বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ববহ। ইমাম আ'লা হযরতকে আমাদের ভুলে থাকা চলবেনা। ইমাম আ'লা হযরত আমাদের চেতনার বাতিঘর। আমাদের দীপশিখা। আ'লা হযরত চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের ঈমানি চেতনা জাগ্রত করতে পারি। আ'লা হযরতের দর্শনের অনুসৃতি-অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা নবীপ্রেমে তথা ইশকে রাসূলে (দ) উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হতে পারি।

জাতিসংঘের কল্যাণে এখন সারা বছরই বহু দিবস পালিত হচ্ছে। তথা মে দিবস, নারী দিবস, মানবাধিকার দিবস এমনকি হাত ধোয়া দিবসও উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে নানা দিবসের কথা আমরা মিডিয়ায় প্রচারিত এবং পালিত হতে দেখছি। পাকিস্তানে যেমন বহু সুন্নির বসবাস। তেমনি বাতিল ওহাবি-কাদিয়ানি ও শিয়ারাও সেখানে তৎপর। তবুও যুগ যুগ ধরে জাতীয়ভাবে না হলেও ২৫ সফর আ'লা হযরতের ওফাতের দিনটি 'ইয়াওমে রেযা' বা রেযা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে পাকিস্তানে। ওখানেও বাতিলরা সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ রেযার (রহ) দর্শন, দ্বীন প্রচারে ত্যাগ ও অবদান পাকিস্তানের সবাই জেনে গেছে। ভারতে বেরেলভি সুফিবাদি সুন্নি মুসলমান বলতে আ'লা হযরতের অনুসারীদের বুঝায়। সুন্নিরা প্রভাবশালী বলেই ভারত-পাকিস্তানে জাতীয়ভাবে না হলেও বড় আয়োজনে 'ইয়াওমে রেযা' পালন অবশ্যই আনন্দের ও গৌরবের।

আমাদের দেশেও আ'লা হযরত চর্চা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। দেড় যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামে একটি অরাজনৈতিক গবেষণাধর্মী সংগঠন। এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতি বছর আ'লা হযরত কনফারেন্স, রচনা প্রতিযোগিতাসহ নানা অনুষ্ঠানমালা আয়োজিত হচ্ছে। প্রতি বছর আ'লা হযরত গবেষক ও সুন্নি সংগঠকদের জন্য 'আ'লা হযরত অ্যাওয়ার্ড' পদক চালু করতে পারে এই আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন। তাছাড়া ১৪৪০ হিজরি সন তথা আগামী বছর আ'লা হযরতের ওফাতশতবার্ষিকী উপলক্ষে সুন্নি সংগঠন ও সুন্নি প্রতিষ্ঠানগুলো বড় আয়োজনে আ'লা হযরতকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন করতে পারে। বাংলাদেশেও সম্মিলিতভাবে সুন্নিয়ত চর্চা ও আ'লা হযরত চর্চা বেগবান করতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লেখক : কলামিস্ট, সাংবাদিক : সহকারী সম্পাদক দৈনিক আজাদী

Imam Ahmad Reza (R.A) : An Unparallel Genius

Mohammad Rezaul Karim

Imam Ahmad Reza, more commonly known as Ala Hazrat [14 june 1856 C.E.-28 October 1921], was a renowned savant, Islamic scholar, great philosopher, eminent jurist, man of vision, interpreter of Holy Quran & Hadith,a spell-binding orator, theologian and the great reformer of 14th century. He wrote about 1500 books on numerous topics including law, religion, philosophy, mathematics, astrology, science, literature and poetry etc. Several of his books have been translated into European and South Asian languages.

He was an ambidextrous writer. Translation of The Holy Quran presented by Ala Hazrat called 'Kanzul Iman' is proven to be the most unique translation in the urdo language. His principal fatwa (Islamic verdicts on various issues) book is Fatwa-E-Razvia . It has been published in thirty-volume and in approx. 22000 pages. It contains solution to daily problems from religion to business and from war to marriage.

Ala Hazrat has also contribution in Philosophy and science. He understood Philosophy and science better than anyone in his time. In this regard his famous book is "Fauze Mubeen Dar Radde Harkatee Zameen." Through this writing he disproved the theories including "earth is rotating on its axis" of scientists such as Galileo and sir Isaac Newton.

Ala Hazrat also gained great expertise in the field of Mathematics, Theology, Astronomy and Astrology which are proved through his conversation with Golam Hossain (a great astrologer of that time).Even today, many scientists in the western world regard him as the neglected genius of the east.

In a nutshell, Ala Hazrat spent every moment of his life

praising the Holy Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam). He wrote devotional poetry called Hadayake Bakhshis (gardens of forgiveness) in praise of Rasul (Sallallahu Alaihi Wasallam). His greatest deed is that he beautified the hearts of the Muslims with the love of Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) through his academic wonders, sweet speeches and most valuable poetry. Actually, Ala Hazrat was always prepared to sacrifice everything on the Raza (pleasure) of the Holy Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) and was drowned in Prophet's love. He wrote-

"khawop na rakh Raza Jarra tu tuhe aabde Mostafa
Tere liye amaan haay, tere liye amaan haay"

Mentor of English, Madrasah-E Tayabia Islamia Sunnia Fazil,Bandar, Chittagong.

الخصائص الأسلوبية العامة في مؤلفات الإمام المجدد

شيخ الإسلام أحمد رضا خان البريلوي الحنفي عليه رحمة المنان

اعداد: محمد صغير القادري

المحاضر العربي للمدرسة الطيبة الاسلامية السنية الفاضل- بندر- شيتاغونغ

ان الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير خلق الله وسيد العلمين وعلى آله وأصحابه الفقهاء والمحدثين ومن تبعهم في ذلك وغيره بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد كان الإمام المجدد أحمد رضا خان البريلوي الحنفي رحمه الله كثير الإنتاج ، غزير التأليف ، فقد يقال إنه ألف أكثر من ألف كتاب ما بين مؤلفات ضخمة ورسائل صغيرة ولهذا صح أن يلقب ب " السيوطي الثاني " في شبه القارة الهندية، ومن أشهر مؤلفاته "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية و" الدولة المكية بالمادة الغيبية " ، و"حسام الحرمين على منحر الكفر والمين" وغيرها فقد قيل إنه كتب في أكثر من خمسين علما وفنا، وفي أكثر من ثلاث لغات: العربية، والفارسية، والأردية. وقد تميزت مؤلفاته بالدقة ، والموضوعية ، وقوة الاستدلال ، وتلك واضحة لمن يطالع كتبه مدققا بإنعام النظر فيها ، ولا تأخذه أهواء التعصب والإنحياز

واعلم ان لكل كاتب أسلوب ، ولكل أسلوب خصائص وميزات تميزه عن غيره، وخصائص أسلوب الإمام مما يمتاز عن غيره هي أولا : قوة الاستدلال ، وندرة الاستنباط ، وحسن المحاضرة ، وغزارة الشواهد والأمثلة ، كأنه له نظرة عقاب يلتقط نصبه من صعاب البحار .

ثانيا : غاية الأدب والاحترام عند ذكر كلمة الجلالة حيث لم يذكر كلمة الجلالة " الله " إلا وأضاف إليه صفاته الأخرى مثلا " تعالى " أو " عز وجل " أو " الله رب العزة والجلالة "...إلخ.

ثالثا : كذلك كلما جاء ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يقتصر على " ص "، أو " صلعم " أو على أي نوع من المختصرات بل يصلي على حبابه الكريم بأكمل صورة ، وبكل أدب واحترام محبا صادقا.

رابعا : كذلك لا يذكر أسماء الأولياء والصالحين مجردة عن الدعاء لهم ، بل يذكرهم ويدعو لهم بأكمل صورة غير مقتصر على المختصرات والرموز حسب مراتبهم ، مثلا " رضي الله تعالى عنهم " و" رحمهم الله تعالى " و" نوّر الله تعالى مراقدهم " وغيرها ، وذلك تحاشيا عن البخل في حقه – عليه السلام – وحق الصالحين – رضي الله تعالى عنهم .

خامسا : يكثر من ذكر صفات وخصائل حميدة عند إتيان أسماء الأنبياء والصالحين استلذاذا واستعظاما لما كان يغمر قلبه حبا ، وعقيدة ، وإجلالا غاية الإجلال ، وتكريما بحسن الحفاوة والاهتمام .

سادسا : شديد التواضع مع نفسه ، فهو سيف بتار ، وقاهر جبار على المنكرين الملحدين ، وحليم متواضع مع نفسه ?أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ? [الفتح:29] ولا رأفة في قلبه ، ولا رحمة في سريره ، ولا ليونة في طبعه ، فهو أشد من الفولاد على من يتجرأ في جناب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوقاحة أو أدنى جرأة بمس احترام النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لما كان يغمر قلبه بحبه - صلى الله عليه وسلم .

هذه وغيرها من الخصائص الأسلوبية التي توافرت في مؤلفات الإمام بوفرة ملحوظة مما يدل على أدبه وصدقه في حبه لله - عزّ وجلّ - والأنبياء والصالحين- والله اعلم بالصواب.

মাসলকে আ'লা হযরতের প্রচার প্রসারে অনন্য অবদান রাখায় আ'লা হযরত সম্মাননায় ভূষিত

পীরে তরিকত হযরতুলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.)

'জান ও দিল খোশ খেরদ ছব তো মদীনে পৌছে
তুম নেহী চলতে রেজা ছারা তো ছামান গেয়া'

বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম। যুগে যুগে অনেক কীর্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে মদিনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রামে। গোটা বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তি হলেন বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন হেলালে আহলে সুন্নাত, পীরে তরিকত হযরতুলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.)। আলেম সমাজ ও সর্বস্তরের সুন্নী জনসাধারণের কাছে তিনি 'রেজভী হুজুর' নামেই বেশি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তিনি একজন বরেণ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন। তিনি তাঁর সারাটি জীবন দ্বীন ইসলাম মাজহাব মিল্লাত ও সুন্নীয়তের খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে মসলকে আ'লা হযরত এবং সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া রেজভীয়া নূরীয়া'র প্রচার প্রসারে অবদান রেখে চলেছেন। প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আজমত ও আউলিয়ায়ে কেরামের শান-মান অবিরাম তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন বয়ানে ও আলোচনায়। আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী তিনি বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী একজন আদর্শিক, উদার ও মহৎপ্রাণ মানুষ। তিনি হক্কানী আলেম এবং তিনি চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্নী জগতে ও দরবারি পরিমণ্ডলে সকলের প্রিয় মুখ ও এক পরিচিত নাম। সমসাময়িক দেশের শীর্ষস্থানীয় সুন্নী ওলামায়ে কেরামের মাঝে তিনি অন্যতম।

জন্ম ও বংশ : খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলি (প্রাক্তন পটিয়া) থানার অন্তর্গত জুলধা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ আকবর কাজি বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এবং সৈয়দ খান্দানে আনুমানিক ১৯৩৬ ঈসায়ী সনের কোন এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফেজ মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুল আলম (রহ.) এবং মাতা মোহতারামা আয়েশা বেগম। তাঁর দাদা হলেন হাফেজ মওলানা সৈয়দ নুর আহমদ (রহ.) প্রকাশ বড় হাফেজ ছাহেব। তাঁর নানা ছিলেন আনোয়ারা থানার গহিরা নিবাসী বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন (রহ.)। তাঁর মামা আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুর রহমান (রহ.) ছিলেন মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী একজন উঁচুস্তরের ইসলামিক স্কলার ও দার্শনিক। এছাড়াও তাঁর নানা শ্বশুর হলেন দক্ষিণ হালিশহর নিবাসী সুপরিচিত অলিয়ে কামেল হযরত শাহসুফি হাফেজ সৈয়দ আবদুল হক শাহ

(রহ.); যিনি লোকমুখে 'বড় হাফেজ ছাহেব হুজুর' নামে পরিচিত।

শিক্ষা-দীক্ষা : প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তাঁর গ্রামের বাড়িতেই। তাঁর বাবা হাফেজ বদরুল আলমের কাছে তিনি পবিত্র কোরআন ও ইসলামী বুনিয়াদি শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি ফয়েজুল বারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ৩ বছর পড়াশুনা করেন। পরে নানার বাড়ি আনোয়ারা গহিরায় তাঁর শ্রদ্ধেয় মামা অসংখ্য আলেমের ওস্তাজ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুর রহমান (রহ.)'র কাছে দুই বছর কিছু দ্বীনি মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী পটিয়া শাহচাঁন্দ আউলিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাশ করেন এবং চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করে দ্বীনি শিক্ষায় অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বহু খ্যাতিমান আলেমের কাছে দ্বীনি শিক্ষা ও তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- তাঁর শ্রদ্ধেয় মামা আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুর রহমান শাহ (রহ.), তাঁর আরেক মামা শাহচাঁন্দ আউলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শাহসুফী নূরুল হক শাহ (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ফোরকান শাহ (রহ.), মমতাজুল মুহাদ্দেসীন আল্লামা মুফতি আমিন শাহ (রহ.)।

কর্মজীবন-খেতাবত ও বয়ান : শিক্ষা জীবন শেষ করে তাঁর গ্রামের বাড়ি জুলধায় মসজিদের ইমামতি ও খেতাবতের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাই কারো অধীনস্থ হয়ে চাকুরী করার আগ্রহ বা ইচ্ছা কখনও ছিল না। তিনি বিভিন্ন মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন, মাহফিলে বয়ান- আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনি পথে আহ্বান এবং পবিত্র কোরআন ও দ্বীনি শিক্ষার আলো বিতরণ করে সুন্নী সমাজ বিনির্মাণে অসামান্য অবদান রেখে বর্ণাঢ্য কর্মজীবন অব্যাহত রাখেন। তিনি চট্টগ্রাম বন্দর ডবলমুরিং ফকিরহাট জামে মসজিদে প্রায় ১০ বছর খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বনামধন্য ওয়ায়েজ হিসেবে খ্যাতি লাভ : সুললিত কণ্ঠের অধিকারী সাড়া জাগানো একজন বক্তা-ওয়ায়েজ হিসাবে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) বৃহত্তর চট্টগ্রামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন পরবর্তী সময়ে তিনি এতদাঞ্চলের মানুষের কাছে এবং আলেম সমাজে প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এবং শুদ্ধ বাংলা (চলিত) ভাষায় বয়ান পেশ করেন। সর্বস্তরের মানুষ তাঁর আলোচনা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকতো। প্রিয়নবীর ইশক-মুহাব্বতে ভরা তাঁর বয়ান শ্রোতার হৃদয়ে রেখাপাত করে যেত এবং মানুষ তাঁর ওয়াজ শুনে অশ্রু বিসর্জন করতো। শহরে এবং গ্রামে তাঁর বয়ান সমাদৃত সমানভাবে। শিক্ষিত সমাজের কাছে তার আবেদন অগ্রগম্য। গ্রামেগঞ্জে বিশেষ করে চট্টগ্রাম

শহরের প্রতিটি পাড়া মহল্লায় তিনি তাকরীর করেন এবং ইশকে রাসূলের জাগরণ সৃষ্টি করেন।

মাজারপাকের জেয়ারত : আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন মাজারপাকে মিলাদ শরীফ, জিয়ারত, দোয়া-মুনাজাত এবং বয়ান-তাকরীরের মাধ্যমে শানে আউলিয়া রোশনী ঢেলেছেন অব্যাহতভাবে। তিনি নিয়মিত যেসব মাজারে ও দরবারে আসা যাওয়া করেন এবং নানামুখী খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ছে- মাইজভাণ্ডার শরীফ, শাহ আমানত (রহ.) মাজার, হযরত গরীবুল্লাহ শাহ (রহ.) মাজার, হযরত মিসকিন শাহ (রহ.) মাজার। এছাড়াও চট্টগ্রামের এমন কোন দরবার, মাজার নেই; যেখানে তিনি যাননি। বরহক সিলসিলার পীর মাশায়েখ ও আউলিয়ায়ে কেরামের দরবার সমূহের সাথেই রয়েছে তাঁর আত্মার বন্ধন, নিবিড় সম্পর্ক।

চট্টগ্রাম শহরে স্থায়ী বসতি স্থাপন : মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম নিউমুরিং দক্ষিণ হালিশহর হাফেজ সৈয়দ আবদুল হক শাহ (রহ.) এর মকামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এর আরো বহুবছর পূর্বে যখন প্রথম চট্টগ্রাম শহরে এসেছিলেন তখন তিনি নগরীর কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে গৃহ শিক্ষক-জায়গীর ছিলেন। পরবর্তীতে সপরিবারে চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করেন। আউলিয়ায়ে কেরামের ছদকায় নগরীতে তার একটি স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠিত হয়; যা পরবর্তীতে সুন্নীয়তের মারকাজ বা কেন্দ্র হিসাবে ব্যাপকতা লাভ করে।

মানবসেবা : আজীবন তিনি আর্তমানবতার কল্যাণে অসহায় মানুষের সেবায় নিবেদিত। তিনি কোন নামডাক, যশ খ্যাতির জন্য প্রকাশ্যে, প্রাতিষ্ঠানিক বা লোক দেখানো কোন কিছু পছন্দ করেন না। তিনি একাকী, নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে হাজারো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অভাবগ্রস্ত মানুষ ও এতিমদের জন্য তাঁর দানের হাত সবসময় সম্প্রসারিত। ছায়েল, মুসাফির ও গরীব মানুষের জন্য তাঁর দুয়ার সর্বদা উন্মুক্ত। মানুষের কল্যাণে তাঁর ব্যতিক্রমী এ কার্যক্রম তাঁকে আরো মহিয়ান করে তুলেছে। মানবতার সেবায় তাঁর অবদান দ'ষ্টান্ত হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

খেলাফত লাভ : আউলাদে আ'লা হযরত রওনকে আহলে সুন্নাত পীরে তরিকত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি তৌছিফ রেজা খান (ম.) কর্তৃক ৯ জিলহজ্ব ১৪০৪ হিজরীতে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রেজভীয়ার ওপর মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) খেলাফত লাভ করেন। এটা ছিল তাঁর নানা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন (রহ.) এর দোয়া ও ভবিষ্যৎ বাণীর ফসল। একই বছর তিনি মসলকে আ'লা হযরতের ওপর দরবারে রেজভীয়া নামে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকেই তিনি আকায়েদে আহলে সুন্নাতের ওপর মানুষকে সহজ সরল সঠিক পথ সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে আহ্বান করে চলেছেন।

ওরছে আ'লা হযরত ও সুন্নী মহাসম্মেলন : মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.)'র আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ ঈসায়ী সাল থেকে প্রতিবছর ছরকার আ'লা হযরত মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহ.)'র ওরশ শরীফ উপলক্ষে আজীমুশশান জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) মাহফিল ও সুন্নী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হিজরী বর্ষ পরিক্রমায় ২৪ সফর ওরছে আ'লা হযরত স্মরণে বৃহত্তর আঙ্গিকে এটাই বাংলাদেশে প্রথম ও প্রধান ওরশ শরীফ। বিগত কয়েক বৎসর ধরে এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

ইমাম শেরে বাংলা (রহ.)'র সান্নিধ্য লাভ ও মুনাজেরায় অংশগ্রহণ : যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ইমামে আহলে সুন্নাত গাজীয়েদ্বীনো মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল কাদেরী (রহ.)'র একান্ত সোহবত লাভ করেন এবং ইমাম শেরে বাংলার সাথে তিনি বিভিন্ন ওয়াজের মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন ও বয়ান পেশ করেন। এছাড়াও তিনি আল্লামা শফি উকাড়ভী (রহ.), আল্লামা মুফতি আহমদ এয়ার খান নঈমী (রহ.) ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আহমদ সায়ীদ কাজেমী (রহ.)'র মত সমকালীন শ্রেষ্ঠ ওলামাদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

বিভিন্ন দরবারের সাথে আত্মীয়তা : আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) এবং তদীয় সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে আউলিয়ায়ে কেরামের নিছবত, অলি বংশ ও সৈয়দ খান্দানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য দরবারগুলো হচ্ছে- মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, আমির ভাণ্ডার দরবার শরীফ, আহলা দরবার শরীফ, শাহ মোহছেন আউলিয়া দরবার শরীফ, ওসখাইন দরবার শরীফ এবং ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, হারবাংগিরী দরবার শরীফ, আল আমিন বারীয়া দরবার শরীফ, চাঁদপুর দরবার শরীফ।

ভক্ত-মুরিদান : পীরে তরীকত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) এর অনেক ভক্ত ও মুরিদান রয়েছে। বিশেষ ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের অনেক জায়গায় তাঁর ভক্ত ও মুরিদানদের অবস্থান। যারা সঠিক পথের অনুসারী হিসাবে অন্তরে হুব্বে মুস্তাফা বা নবীপ্রেম ধারণ ও বহন করে চলেছে।

হজ্বে বাইতুল্লাহ ও জিয়ারতে মুস্তফা : মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (ম.) মোট তের বার হজ্বে বাইতুল্লাহ ও জিয়ারতে মদিনা মুনাওয়ারা আদায়ের সৌভাগ্য অর্জন করেন। সর্বপ্রথম ১৯৫৯ সালে তিনি প্রথম হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে মক্কা-মদিনা সফর করেন। তিনি ৮ বার সমুদ্র পথে জাহাজযোগে, পাঁচ বার আকাশ পথে পবিত্র হজ্ব পালন ও মদিনা মুনাওয়ারা জেয়ারত লাভে ধন্য হন। মহান আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু নসীব করুন। আমীন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ফোরকান রেজভী

মাসলকে আ'লা হযরত প্রচার প্রসারে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আ'লা হযরত সম্মাননায় ভূষিত

আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী

নাম : আবদুল মোস্তফা মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী
পিতা : মরহুম মুহাম্মদ নূর আহমদ চৌধুরী
গ্রাম : ধেররা (চৌধুরী বাড়ী) পাক পাঞ্জাতন নিবাস
ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সড়ক
ডাকঘর, বলাখাল, থানা, হাজীগঞ্জ জেলা, চাঁদপুর।
একজন ধর্মপ্রাণ খোদাভীরু নবী প্রেমিক সুন্নী মুসলমান, মাযহাবগত হানফী, তরীকতগত কাদেরী, মাসলকের দিক দিয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (র.)'র অনুসারী।
নবীজির পাক পাঞ্জাতন ও আহলে বায়ত এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণের মুহব্বতে বিশ্বাসী।
জাতীয়তা, বাংলাদেশী।
জন্ম : ১৯৫২ সনের ১লা নভেম্বর।
শিক্ষা : বাড়ীর নিকটস্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বনামধন্য হেড মাস্টার জনাব ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী কর্তৃক পরিচালিত মতলবগঞ্জ জে.বি মাল্টিলেটারাল হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৬৯ সনে এসএসসি পাশ করেন, পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।
কর্মজীবন : ১৯৭৩ সালে স্থাপিত মলতব থানাধীন ফতেপুর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানে করেন ১৯৭৮ সনে ব্যাংকিং পেশায় যোগদান করেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে সর্বশেষ আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড হতে দীর্ঘ ৩২ বছর চাকুরী করে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে অবসর গ্রহণ। করেন দীর্ঘকাল ব্যাংকিং পেশায় থাকাবস্থায় চট্টগ্রামস্থ জুবলী রোড শাখা আগ্রাবাদ প্রধান শাখা, ঢাকাস্থ দিলকুশা বৈদিশিক বাণিজ্য শাখা ও সর্বশেষ মতিঝিল শাখা, প্রধান ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী প্রকাশনা ও গবেষণায় অবদান
গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অলীকুল সম্রাট হযরত শায়খ সাইয়্যেদ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (রা.) ও ইমাম আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র নামে 'গাউসূল আযম ও বাংলা হযরত রিসার্চ একাডেমী' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠন সুন্নীয়ত ভিত্তিক ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
নিম্নোক্ত প্রকাশনাগুলো উল্লেখযোগ্য
ক. কাসীদাতুল গাউসিয়া-মূল আরবি ইবারত, গদ্যানুবাদ ও কাব্যানুবাদ টিকাসহ।
খ. ইমামে আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনবদ্য সৃষ্টি, কাসীদা-এ নূমান-মূল আরবি ইবারত উ"চারণ গদ্যানুবাদ, কাব্যানুবাদ এবং প্রামাণ্য বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ।
গ. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রচিত বিখ্যাত-কাসীদা দরুদ ও সালাম এবং নিজ লিখিত ও সংকলিত শানে মুস্তফা ও নাত যুগে যুগে।
রাসূলের সভা কবি হযরত হাকমান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনবদ্য সৃষ্টি, দিওয়ান-এ হাসসান বিন সাবিত মূল আরবি ইবারত উচ্চারণ, গদ্যানুবাদ ও কাব্যানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশের পথে। তিনি সকলের দোয়া প্রার্থী।

আহলে সুন্নাতের দর্শন প্রচারে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আ'লা হযরত সম্মাননায় ভূষিত

বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক কাজী সাইফুদ্দিন হোসেন

নাম : কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন
পিতা নাম : মরহুম কাজী মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন সিএমপি
মাতার নাম : মরহুমা সালেহা নূর জাহান হোসেন
আদি নিবাস : সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।
জন্ম তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ ইং
শিক্ষা, এসএসসি ১৯৭৫ সাল ইউনির্ভাসিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা এইচএসসি ১৯৭৭ সাল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা, বি. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
লেখালেখি : ১৯৮১ সাল থেকে লেখালেখির সাথে জড়িত।
প্রথম লেখাটি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ছাপা হয়। চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানে আহলে সুন্নাত ও ঢাকা হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক-সিরাজুম মুনীরা পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হতো। ওহাবীদের প্রতি নসীহত মাসিক তরজুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ হতে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সরকারি ও দাতা সংস্থাগুলোর দলিলপত্র অনুবাদ করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পাশাপাশি বিখ্যাত ইসলামী গবেষক ও ওলামা মাশায়েখ কর্তৃক লিখিত কিতাবের অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত হন
তার অনুদিত ও লিখিত গ্রন্থাবলী
পাকিস্তানের বিখ্যাত "আ'লা হযরত গবেষক প্রফেসর ড. মসউদ আহমদ (র.) কর্তৃক লিখিত Neglected Genius of The East.এর বঙ্গানুবাদ আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের দাতভাঙ্গা জবাব" নামক অনুদিত পুস্তকটি এক সাড়া জাগানো প্রকাশনা।
ওহাবীদের প্রতি নসীহত, মূল; আল্লামা হুসাইন হিলমী তুরস্ক
" নব্য ফিতনা সালাফিয়্যা * তাসাউফ সমগ্র
" ওয়াহাবীদের সংশয় নিরসন * ঈদে মিলাদুন্নবী : একটি প্রামাণ্য দলিল
" হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি জীবনী ও কারামাত। এছাড়া তাঁর অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে শায়খ হিশাম কাব্বানা, শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ আলুভী মালেকী, শায়খ নূহ হামীম ড. জিবরীল মুয়াদ হাদ্দাদ ড. আবদুল হাকীম মুরাদ প্রমূখের রচনাবলী উল্লেখযোগ্য।
তিনি সকলের দোয়া প্রার্থী।

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন কার্যক্রম

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি দ্বীন হিসেবে শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন ইসলামকে মনোনীত করেছেন, অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী সরকারের দো'আলাম নূরে মোজাসসম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি কুল মখলুকাতের কান্ডারী ও মুক্তির দিশারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, প্রিয় রাসূলের আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন, তবে তাবেঈন, আউলিয়ায়ে কামেলীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনসহ সকল পূণ্যাত্মা মনীষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি-যাঁদের বহুমুখী দ্বীনি খিদমতের বদৌলতে ইসলামের সুমহান বাণী ও আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও প্রসারিত। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ-কলম সম্রাট আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) কে যাঁর ক্ষুরধার লিখনীতে নবীদ্রোহী বাতিল অপশক্তির স্বরূপ আজ উন্মোচিত।

আপনারা অবগত আছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের সত্তরোর্ধ বিষয়ে সহস্রাধিক গ্রন্থাবলী রচনা করে আ'লা হযরত ইসলামী জ্ঞানভান্ডারকে করেছেন সম"দ্ধ। আরবী, উর্দু, ফার্সী- হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তাঁর রচনাবলী ইসলামের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রতিটি লিখনীতে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চিন্তাধারা উপস্থাপিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অনুসৃত শিক্ষা আদর্শ ও দর্শন প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে উপরন্তু তাঁর গ্রন্থাবলী ভাষান্তরের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে সুন্নীয়তের আবেদন তুলে ধরার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২৮ মার্চ শনিবার ১৯৯৭ সালে বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত বন্দরনগরী চট্টলার ঐতিহ্যবাহী কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদ চত্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আজ ২৯ সফর ১৪৩৯ হিজরী ২৪ নভেম্বর ২০১৭ রবিবার আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ২০ বৎসর অতিক্রান্তের এ শুভ মুহূর্তে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পেরে আনন্দবোধ করছি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমাদের বার্ষিক কর্মসূচি আ'লা হযরত কনফারেন্স উদ্‌যাপন, স্মরণিকা প্রকাশনা, গুণীজন সংবর্ধনা, স্মারক আলোচনা, রচনা প্রতিযোগিতা, না'ত কেরাত প্রতিযোগিতা, মোশায়েরা মাহফিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আমাদের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আপনাদের অবগতির জন্য তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

বার্ষিক আ'লা হযরত কনফারেন্স ও সেমিনার (১৯৯৮-২০১৭)

১ম কনফারেন্স : ২১ জুন ৯৮ রবিবার, ঐতিহাসিক কদম মোবারক জামে মসজিদ চত্বর, চট্টগ্রাম।

২য় কনফারেন্স : ১২ জুন, ১৯৯৯, শনিবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

৩য় কনফারেন্স : ২৯ মে ২০০০, সোমবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

৪র্থ কনফারেন্স : ২০ মে ২০০১, রবিবার, মেট্রোপোল চেম্বার মিলনায়তন, চট্টগ্রাম।

৫ম কনফারেন্স : ৮ মে ২০০২, বুধবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

৬ষ্ঠ কনফারেন্স : ২৭ এপ্রিল ২০০৩, রবিবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

৭ম কনফারেন্স : ১৫ এপ্রিল ২০০৪, ব'হস্পতিবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

৮ম কনফারেন্স : ৪ এপ্রিল ২০০৫, সোমবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

৯ম কনফারেন্স : ২৭ মার্চ ২০০৬, সোমবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

১০ম কনফারেন্স : ২০ মার্চ ২০০৭, মঙ্গলবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

১১তম কনফারেন্স : ৪ মার্চ ২০০৮, মঙ্গলবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

১২তম কনফারেন্স : কনফারেন্স উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন করা হয়।

ইসলামের মুলধারা প্রচার ও সমাজ সংস্কারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র)'র ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার-২০০৯)। ২৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, বিকাল ৩টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন

১৩তম কনফারেন্স : ৯ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার-২০১০ মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম

প্রধান অতিথি : জনাব আলহাজ্ব সামীম মোহাম্মদ আফজল

মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৪তম কনফারেন্স : ২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার-২০১১, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম

প্রধান অতিথি : প্রফেসর ড. মজিদ উল্লাহ কাদেরী,

সেক্রেটারী জেনারেল, এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, পাকিস্তান

১৫তম কনফারেন্স : ১৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার-২০১২, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম

১৬তম কনফারেন্স : ১২ জানুয়ারি, শনিবার-২০১৩, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

১৭তম কনফারেন্স : ২০ ডিসেম্বর, শনিবার-২০১৪, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

১৮ তম আ'লা হযরত স্মারক সেমিনার-২০১৫, ২৩ সফর ১৪৩৮ হিজরী, ২৪ নভেম্বর ২০১৬, বৃহস্পতিবার, চট্টগ্রাম প্রেস কাব।

১৯তম আ'লা হযরত স্মারক সেমিনার-২০১৬, ২৩ সফর ১৪৩৮ হিজরী, ২৪ নভেম্বর ২০১৬, বৃহস্পতিবার, চট্টগ্রাম প্রেস কাব।

২০ তম কনফারেন্স : ১৯ নভেম্বর, রবিবার-২০১৭, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।

উরোক্ত কনফারেন্স সমূহে দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, লেখক-গবেষক ও শীর্ষস্থানীয় সুন্নী ওলামা-মাশায়েখগণ শুভাগমন করেন, এতে বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক দর্শক শ্রোতার সমাগমন ঘটে।

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন'র বার্ষিক প্রকাশনা : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে (১৯৯৮-২০১৭) পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বার্ষিক স্মারক আল মুখতারসহ অন্যান্য প্রকাশনা জাতিকে উপহার দিয়ে আসছে।

স্মারক প্রকাশনা

বার্ষিক স্মারক প্রকাশনা আমরা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছি। যা সুধী সমাজ, শিক্ষিত মহল ও আ'লা হযরত প্রেমীদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদ"ত হয়েছে। প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্রম নাম প্রকাশকাল

০১ আ'লা হযরত স্মরণিকা-১৯৯৮ ২১ জুন ১৯৯৮
০২ আ'লা হযরত স্মরণিকা-১৯৯৯ ১২ জুন ১৯৯৯
০৩ আ'লা হযরত স্মরণিকা-২০০০ ২৯ মে ২০০০
০৪ আ'লা হযরত স্মরণিকা-২০০১ ২১ মে ২০০১
০৫ আ'লা হযরত স্মরণিকা-২০০২ ৮ মে ২০০২
০৬ আ'লা হযরত স্মরণিকা-২০০৩ ২৭ এপ্রিল ২০০৩
০৭ আ'লা হযরত স্মরণিকা-২০০৪ ১৫ এপ্রিল ২০০৪
০৮ আল মুখতার-২০০৫ ৪ এপ্রিল ২০০৫
০৯ আল মুখতার-২০০৬ ২৭ মার্চ ২০০৬
১০ আল মুখতার-২০০৭ ২০ মার্চ ২০০৭
১১ আল মুখতার-২০০৮ ৪ মার্চ ২০০৮
১২ আল মুখতার-২০০৯ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
১৩ আল মুখতার-২০১০ (প্রবন্ধ সংকলন) ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৪ আল মুখতার-২০১০ (যুগপূর্তি স্মারক) ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৫ আল মুখতার-২০১১ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৬ আল মুখতার-২০১২ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৭ আল মুখতার-২০১৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
১৮ আল মুখতার-২০১৪ ২০ ডিসেম্বর ২০১৪
১৯ আল মুখতার-২০১৬ ২৪ নভেম্বর ২০১৬
২০ আল মুখতার-২০১৭ ১৯ নভেম্বর ২০১৭

অন্যান্য প্রকাশনা

আ'লা হযরত রচিত গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশনা ছিলো আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও গঠনতান্ত্রিক অঙ্গীকার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের চিন্তার দৈন্যতা, সৃজনশীল কর্মে অসহযোগিতার প্রবণতা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই আমাদের অনগ্রসরতার মূল কারণ। প্রত্যাশা অনেক, প্রাপ্তি যে একেবারে শূন্য, তা নয়। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত প্রকাশনা সুন্নী প্রকাশনা জগতে যে অবদান রেখে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়। ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগকে আমরা সমৃদ্ধ করতে না পারলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা পাঠক সমাজকে উপহার দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

১. কনফারেন্স স্মরণিকা সর্বমোট ২০টি
২. ফাউন্ডেশন গঠনতন্ত্র
৩. ফাউন্ডেশন সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
৪. বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র
৫. দরুদ শরীফের ফজিলত
৬. মুসলিম উম্মাহর পুর্নজাগরণে ইমাম আহমদ রেযা'র সংস্কার ও চিন্তাধারা
৭. বান্দার হক
৮. শাফায়াতে মোস্তফা
৯. শামে কারবালা ১ম ও ২য় খন্ড
১০. কালামে রেযা
১১. প্রিয় নবী কি নিরক্ষর ছিলেন!
১২. মজুমায়ায়ে সালাওয়াতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য
১৩. কালামে রেযা শিরোনামে (অডিও ক্যাসেট)
১৪. মাযহাব অনুসরণ ও বিভ্রান্তির নিরসন
১৫. আ'লা হযরতের শিক্ষানীতি
১৬. ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব
১৭. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার জীবন ও অবদান

গুণীজন সম্মাননা প্রদান

সুন্নীয়ত তথা মসলকে আ'লা হযরতের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ফাউন্ডেশন প্রতিবৎসর দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিত্বদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দিয়ে আসছে। বিগত বছরগুলোতে ফাউন্ডেশন যাঁদেরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে, তাঁরা হলেন-

১. শাহজাদা সৈয়দ জামাল উদ্দিন আল কাদেরী আল জিলানী, লাহোর, পাকিস্তান-১৯৯৮
২. ছাহেবজাদা আল্লামা সৈয়্যদ ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী, চেয়ারম্যান, এদারায়ে তাহকিকাতে ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, করাচি, পাকিস্তান-২০০৪
৩. শায়খুল হাদীস মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ-২০০৫
৪. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, আ'লা হযরত গবেষক-২০০৫
৫. ইমামে আহলে সুন্নাত আলামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ-২০০৬
৬. প্রবীণ সাংবাদিক এ কে এ ফজলুর রহমান মুনশী, ঢাকা-২০০৬
৭. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আযহারী, চট্টগ্রাম-২০০৮
৮. আল্লামা ইরশাদ হোসাইন সাঈদী, ডাইরেক্টর, মিনহাজুল কুরআন, লাহোর পাকিস্তান-২০০৮।

৯. পীরে তরিকত আল্লামা মুফতি কাযী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী (ওফাতত্তোর)-২০১০
১০. আলহাজ্ব সামীম মোহাম্মদ আফজল, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০১০
১১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল অদুদ, ডীন : কলা অনুষদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২০১০
১২. ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত শেরে বাংলা আল্লামা সৈয়দ আযীযুল হক আল কাদেরী (র.) (ওফাতত্তোর), চট্টগ্রাম-২০১১
১৩. পীরে তরিকত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইদ্রিস রিজভী, চট্টগ্রাম-২০১১
১৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মজিদ উল্লাহ কাদেরী, সেক্রেটারী জেনারেল-এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, চেয়ারম্যানঃ পেট্রোলিয়াম ও টেকনোলজি বিভাগ, করাচি ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তান-২০১১
১৫. অধ্যক্ষ, হাফেজ আল্লামা মুফতি আবদুল করীম নঈমী কাদেরী, মূলফৎগঞ্জ (ওফাতত্তোর)-২০১২
১৬. প্রফেসর ড. আ. ন. ম রইস উদ্দিন, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০১৩
১৭. আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিউর রহমান, চট্টগ্রাম-২০১৩
১৮. আল্লামা মুফতি কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, চট্টগ্রাম-২০১৩
১৯. শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, চট্টগ্রাম ২০১৩
২০. অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, চট্টগ্রাম-২০১৩
২১. অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, চট্টগ্রাম-২০১৩
২২. প্রফেসর ড. আ. ন. ম মনির আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম-২০১৫
২৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, মাননীয় উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-২০১৬
২৪. অধ্যক্ষ ও হযরতুলহাজ্ব আল্লামা জালালুদ্দীন আল কাদেরী (র.), খতিব জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম ও গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০১৬
২৫. হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খুল হাদীস মুফতি রাহাত খান কাদেরী বেরেলভী-২০১৭
২৬. পীরে তরীকত হযরতুলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী (মু.জি.আ) খলিফা, খান্দানে আ'লা হযরত, হালিশহর, চট্টগ্রাম-২০১৭
২৭. ইসলামি চিন্তাবিদ আলহাজ্ব নাজির আহমদ চৌধুরী, ঢাকা-২০১৭
২৮. লেখক, গবেষক অনুবাদক, কাজী মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন হোসাইন, ঢাকা, ২০১৭।

আ'লা হযরত

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম

হিজরী বারশ বাহাত্তর
শাওয়ালের দশ তারিখ শনিবার বেলা দ্বিপ্রহর
প্রতীক্ষার প্রহর শেষে অবশেষে
এলেন তিনি আলো করে ঘর।

কেটেছে সময়
নদীর স্রোতের মতো অবিরত তীর করে ক্ষয়
অক্ষয় কীর্তি তাঁর দুর্নিবার
কাল স্রোত করি রোধ ঘোষিছে বিজয়।

অবারিত মাঠ ভরা সব ফসল
তাহারই জীবন যেন, তিনি অবিকল
কল কল ধ্বনি তোলে ছুটে চলা নদী, বহি নিরবধি
ভেঙ্গেছে দুকূল তার ভ্রান্তি-শিকল।

অমূল্য পসরা নিয়ে জ্ঞানের বহর
একঘাট ছেড়ে চলে আরেক শহর
প্রহর কেটেছে কতো কোথা পোতাশ্রয়!
সম্মুখে দিগন্ত ছোঁয়া কেবলি নহর।

বেরেলির মাটিতে পাই মদিনার ঘ্রাণ
সুরের পরশে তাই প্রাণ আনচান
নবীর প্রশস্তি এমন অনন্য বিরল
হৃদয় মথিত করে আনে প্রেমবান।

তেরশ চল্লিশ হিজরী পঁচিশ সফর
কাটে না কিছুতে আর দুঃখের প্রহর
শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত
শেষ করে গেলেন চলে জীবন সফর।

বিশিষ্ট লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সহকারি অধ্যাপক (বাংলা) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়াল আলিয়া, সাবেক সভাপতি আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। যিনি গত ৯ নভেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার মাওলায়ে হাকিকীর সান্নিধ্যে গমন করেন। আ'লা হযরতের শানে তাঁর লিখিত কবিতাটি তাঁর স্মৃতির স্মরণে পুনঃমুদ্রিত।

আ'লা হযরতের শানে নিবেদিত কবিতা

কবি-মাহদী আল-গালিব

কলমের ঠোঁটে
কাব্যের পটে
অমানিশা টুঁটে
নবদিবা উঠে,
কার আবির্ভাব দীপ্ত ললাটে
ওই মদিনার প্রেমের কপাটে
সেই বাগদাদে ফোরাত'র তটেৎবিন সাবিতের স্মৃতি পাঠে,
উপমহাদেশের বুভূক্ষ মাঠে;
কার কণ্ঠের নিনাদ প্রকটে
শেতাঙ্গ জড়া সভ্যতা সঙ্কটে
বজ্রঘাতের তীব্র দাপটে
অনাদী কালের কূহকিনী বাটে
নজদীপনার ভিত্তির খুটে
করাৎ রূপে মূলোৎপাটে...
কে...?!!
কে সেথায়?!!!
কার সূর্যপ্রদীপ্ত উজ্জ্বল দস্তখত
লু'হাওয়ায় উড়ে কার পতাকার পতপত,
দোলে ভূ-বক্ষ, ভূ-তল, গিরির পথ
পঙ্কিলতার অন্ধকারে অগ্নির লাল শপথ
মহাকাল এসে রঞ্জিত করে, কার বিজয়ের ?!!
শুদ্ধতা এসে কি ধরা দিল ফের-
নব্য যুগের
সূতিকাগারের
পথিকৃতের,
পদধ্বনির ছন্দ রেশে?
ওই মদিনার ধূলির সুবাসে
আবু বকরের প্রেমের আবেশে
কে আসে-
আবু হানিফার প্রজ্ঞায় ভেসে ভেসে।
কালের গর্ভে সমুচ্চাকাশে উড়ালো সে ফের মদিনার ধ্বজা-
হ্যাঁ!! সে তুমি!! তুমি!! হে আহমাদ রেযা!!
সে সাহিত্য প্রতিভূ!!
হে নব অস্তিত্বের পিতা!!
তব চরণ যুগলে ধুলিকণা তলে
বিসর্জিত মোর সত্তার শুদ্ধতা।

আ'লা হযরত তিনি

মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

নবী প্রেমের সঞ্জীবনি
ছড়িয়ে দিলেন যিনি
সুন্নিয়াতের রাহ্বার
আ'লা হযরত তিনি।

জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি শাখায়
বিস্তৃত যিনি
সহস্রাধিক কিতাব লিখে
জিন্দা আছেন তিনি।

ব্রিটিশদের অর্থপুষ্টে দ্বীনের
করলো যারা ক্ষতি
অসির সাথে মসি চালিয়ে
ক্ষান্ত করলেন গতি।

শিয়া-কাদিয়ানী-ওহাবীসহ
যত বাতুলতার
করলো কবর রচিত
তাঁর লিখনী সম্ভার।

মহাকাশে বিপর্যয়ের
ভ্রান্ত যত ঘোষণা
প্রমাণ হলো 'ভূল' তার
আহমদ রেযা'র গবেষণা।

গণিত সূত্রের সমাধানে
ড. স্যার জিয়াউদ্দীন
আ'লা হযরতের সান্নিধ্যে
নিজেকে করলেন বিলীন।

জটিল যত সমস্যার
নিরেট সমাধান
ফতোওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ্
মহান নবীর দান।

কুরআন-হাদিস-ইজমা-কিয়াস
যার চেতনার মূল উৎস
ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র নবী প্রেম
সর্বাপেক্ষা উচ্চ।

হিফ্জুল কুরআন সাতাশ দিনে
করলেন যিনি শেষ
পঞ্চ মূখেও প্রশংসা তাঁর
হবে নাকো শেষ

আ'লা হযরত

জসিম উদ্দীন মাহমুদ

তুমি মোদের পূণ্য আলো
মুক্তির ফযর-আযান,
মানবতার নিশান তুমি
পুষ্প-কলির বাগান।

তুমি মোদের স্বপ্ন-আলো
তুমি মোদের ভাষা,
তুমি মোদের পাঠ্য সবার
তুমি মোদের আশা।

তুমি মোদের মনের মাঝে
ভোর-সকালের সূর্য,
সুন্নিয়তের ময়দানেতে
তুমি পরম তূর্য।

তুমি মোদের নতুন দিনের
বিপ্লবী সুখ বাণী,
তুমি বিশ্ব মানব হাতে
মশাল দিলে আনি।

বিশিষ্ট লেখক : কবি ও সাহিত্যিক

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আ'লা হযরত সেমিনারে -অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদেরী

ইসলামের মূলধারা প্রচারে আ'লা হযরত রচিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকা অপরিসীম

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মহান সংস্কারক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ৯৮তম ওফাত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর ২০১৬ বেলা ৩টা হতে আ'লা হযরত স্মারক সেমিনার প্রেস কাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গভর্ণর ও জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের খতীব অধ্যক্ষ হযরতুলহাজ আল্লামা জালাল উদ্দিন আলকাদেরী বলেন, আ'লা হযরত সুন্নি ঐক্যের প্রতীক, সুন্নিয়াত ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিকালে সংকট উত্তোরণে তাঁর জীবন-দর্শনের যথার্থ অনুসরণ জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিবে। আ'লা হযরত স্মারক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রধান আলোচক ছিলেন আ'লা হযরত গবেষক ও আনজুমান রিসার্চ সেন্টার-এর মহাপরিচালক আলহাজ্ব মাওলানা এম. এ. মান্নান, "উপমহাদেশে ইসলামের পূনর্জাগরণ ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ইমাম আহমদ রেযা'র ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল। উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ওএসি) চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনছারী, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান শায়খুল হাদিস আল্লামা কাযী মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আশরাফী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কাউসার হামিদ, এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, পীরজাদা মাওলানা গোলামুর রহমান আশরাফ শাহ। মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশন সহ-সভাপতি মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজিজ আনোয়ারী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যক্ষ সৈয়্যদ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম, মাওলানা এ. এস. এম জালাল উদ্দিন ফারুকী, মওলানা আরিফুর রহমান, মাস্টার মুহাম্মদ আবুল হোসাইন, মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, মাওলানা জামাল উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ জহির উদ্দিন, মাওলানা আবুল হাসানাত আল কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ তৈয়বী, মাওলানা আবদুল ওয়াহাব, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল নোমান, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুর রহমান প্রমুখ।

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র উদ্যোগে পশ্চিম ষোলশহর হিলভিউস্থ জামেয়া ভবনে ১৭ রমজান বদর দিবস উদ্‌যাপিত

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম সম্মুখ যুদ্ধ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ ইসলামের বিজয়ের মাইলফলক। মুসলমানদের গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মারক। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নীতি নির্ধারক। যুগে যুগে সকল প্রকার অসত্য, অন্যায়, অবিচার পাপাচার মিথ্যাচার ও বাতুলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনুপম শিক্ষার উৎস বদর যুদ্ধ। বদরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজকে উৎসর্গ করার মধ্যেই বদরের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য নিহিত। গত ১৭ রমজান ১৪৩৮ হিজরি ১৩ জুন মঙ্গলবার আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বদর দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক সেমিনারে বক্তাবৃন্দ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। পশ্চিম ষোলশহরস্থ হিলভিউ আ/এ জামেয়া ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশন সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি। ফাউন্ডেশন অর্থ সম্পাদক বিশিষ্ট সংগঠক জনাব মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশন সেক্রেটারী জনাব আবু নাছের মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, আলোচনায় অংশ নেন ফাউন্ডেশন সহ-সভাপতি গবেষক মাওলানা নেজাম উদ্দিন, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুর রহীম, কথা সাহিত্যিক জনাব জসীম উদ্দিন মাহমুদ, প্রভাষক রেজাউল করিম, মাওলানা শেখ আরিফুর রহমান, মাওলানা আবদুল ওহাব, মাওলানা আবদুল মজিদ রিজভী, মাওলানা আবদুলাহ আল নোমান। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন। গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইবরাহিম খতিবী, জনাব ইমরুল কায়েস, মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন, জনাব আলতাফ হোসেন, জনাব সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ। মাহফিলে আহলে সুন্নাত ওয়ালজামায়াতের প্রবীন আলেমদ্বীন অধ্যক্ষ আল্লামা ক্বারী নুরুল আলম খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং পরকালীন রফয়ে দরাজাত কামনা করে বিশেষ দু'আ ও মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আ'লা হযরত গবেষক শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি রাহাত খান কাদের সংম্বর্ধিত

গত ২২ জিলক্বদ, ১৪৩৮ হি. মঙ্গলবার ১৫ আগস্ট ২০১৭ বাদ আসর বাহির সিগন্যাল আল-আমিন বারীয়া কামিল মাদ্‌রাসার দারুল হাদীস মিলনায়তনে বেরেলী শরীফ থেকে আগত স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আল্লামা মুফত রাহাত খাঁন কাদেরী বেরলভী (ম.জি.আ.)'র সম্মানে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক এক সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশন সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী সম্মানিত মেহমানকে ক্রেস্ট সম্মাননা প্রদান করেন ফউন্ডেশন কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল নোমানী, সেক্রেটারী আ. ন. ম তৈয়ব আলী ফাউন্ডেশন সহ-সভাপতি মাওলানা নেজাম উদ্দিন মাওলানা বোরহান উদ্দিন প্রমুখ। সম্মাননার জবাবে মুহাদ্দিস আল্লামা রাহাত খান কাদেরী আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও মাসলকে আ'লা হযরতের প্রচার প্রসারে এ সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ উন্নতি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সহায়তার আগত ভারতের কলিকাতা রেযা একাডেমীর প্রতিনিধি দলকে আলা হযরত ফাউন্ডেশনের অভ্যর্থনা

গত ১ মহররম ১৪৩৯ হি. ১০ অক্টোবর ২০১৭ মঙ্গলবার বাংলাদেশ কক্সবাজার টেকনাফ উখিয়ায় আশ্রিত নির্যাতিত অসহায় মুসলমানদের করুণ অবস্থা অবলোকন, আর্তমানবতার সেবায় তাদের পাশে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে ভারতের কলিকাতাস্থ ইমাম আহাদ রেজা সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন আলা হযরত গবেষক আল্লামা মুহাম্মদ শাহেদুল কাদেরী রিজভীর নেতৃত্বে আগত পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে রাত ৯টায় চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আলা হযরত ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

আগত প্রতিনিধি দলের সম্মানে নগরীর স্টেশন রোডস্থ মোটেল সৈকতে এক সম্বর্ধনা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। আগত প্রতিনিধি দলে ছিলেন আল্লামা আম্মান রেযা বরকাতি জনাব ওয়াজাত খান রশিদী, জনাব শাহদাব বখশ রিজভি, জনাব মুহাম্মদ মিরাজ বরকাতি রিজভী। ফাউন্ডেশন কর্মকর্তার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল নোমানী। উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, আবু নাছের মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, মাওলানা মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন রিজভী, মাওলানা জহির উদ্দিন তুহিন, মওলানা বোরহান উদ্দিন জনাব মুহাম্মদ এরশাদ খতি

পরদিন প্রতিনিধি দল আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক তরজুমান কার্যালয় পরিদর্শন করেন, সুন্নীয়ত তথা মসলাকে আলা হযরতের প্রচারে মাসিক তরজুমান ও আনজুমান প্রকাশনার ভূঁয়সী প্রশংসা করেন, অতিথিবৃন্দকে ১ সেট মজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল ও আনজুমান প্রকাশনা সমূহ উপহার দেয়া হয়। এ সময় তরজুমানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, সহকারি সম্পাদক আ. ন. ম তৈয়ব আলী সার্কুলেশন ম্যানেজার সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান জনাব মুহাম্মদ এমদাদ হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১১ অক্টোবর বুধবার বেলা ২টায় আনজুমান ট্রাস্ট-পরিচালিত বন্দরস্থ মাদ্‌রাসা এ তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল কর্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করেন। মাদ্‌রাসার শিক্ষক মণ্ডলীর আন্তরিকতা শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল আচরন শিক্ষা, প্রশাসন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিদর্শন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ গাউসে জমান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (র.)'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১১ অক্টোবর বুধবার সকাল ১০ টায় বাহির সিগন্যাল আল আমীন বারীয়া কামিল মাদ্‌রাসা আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মাদরাসা সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন, পড়ালেখার মানন্নোয়ন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ পীরে কামেল আল্লামা আবদুল বারী শাহজি কেবলা (র.) ও বর্তমান সাজ্জাদানশীন পীরে তরীকত শাহসূফি মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা বারী (ম.জি.আ)'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১১ অক্টোবর বুধবার কুতবুল আকতাব হযরত শাহ আমানত (র.)'র মাজার সংলগ্ন মসজিদে আসর নামায আদায় ও মাজার জিয়ারত শেষে দায়িত্ববানদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক মওলানা এম এ মতিন এর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাত : ১১ অক্টোবর বুধবার নগরীর চেরাগী পাহাড়স্থ সংগঠন কার্যালয়ে মাগরীব নামায সমাপনান্তে মওলানা এম এ মতিন অতিথিবর্গকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জানান ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সমন্বয় কমিটির বাস্তবায়িত কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অতিথিবৃন্দকে অভিহিত করেন। অতিথিবৃন্দ বলেন, আহলে সুন্নাতের আদর্শ প্রচার প্রসারে সুন্নী মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যে আজ সময়ের দাবি। বাস্তবায়নে সংগঠনের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১২ অক্টোবর ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রতিনিধি দলের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ :

কক্সবাজার টেকনাফ উখিয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্প পরিদর্শন ও ত্রাণ সহায়তা বিতরণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। বিকেল ৪ ঘটিকায় কক্সবাজার বিমান বন্দর সংলগ্ন তৈয়বিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদারাসা পরিদর্শন করেন। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শাহাদাত হোসাইন, উপাধ্যক্ষ মাওলানা সালাউদ্দিন মুহাম্মদ তারেক শিক্ষক মণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ, অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদে ইমামত ও কদম শরীফ জিয়ারত

১৩ অক্টোবর শুক্রবার নগরীর জামালখান চেরাগী পাহাড়স্থ কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদে জুমার নামাযে ইমামত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা ও আদর্শের উপর সারগর্ভ তকরীর পেশ করেন, মসজিদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুল আলম মসজিদের খতীব, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী অতিথিবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও কদম শরীফ যিয়ারত শেষে মুসলিম উম্মাহর সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দু'আ মুনাজাত করেন। বাদ জুমা কলিকাতার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন।

রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান কাজী বশির মিলনায়তনে আ'লা হযরত কনফারেন্স

দেওবন্দী মতাদর্শ ও বাতিল আক্বিদার স্বরূপ উন্মোচনে আ'লা হযরতের আবির্ভাব ছিলো আলোকবর্তিকা স্বরূপ

ইমাম আযম ও আলা হযরত গবেষণা পরিষদ আয়োজিত আ'লা হযরত কনফারেন্সের প্রধান অতিথি আওলাদে আ'লা হযরত আল্লামা তাওসীফ রেযা খান কাদেরী বেরলভী (ম.জি.আ.) বলেন, শিয়া কাদিয়ানী, দেওবন্দীসহ সকল প্রকার বাতিল অপশক্তির ইসলাম বিকৃতি ও কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখা ছড়িয়ে যখন মুসলিম জাতির ঈমান আক্বিদা বিনষ্ট করার সর্বগ্রাসী অপতৎপরতা চলছিল তখনই ধরাধামে জমানার মুজাদ্দিদ আ'লা হযরতের আবির্ভাব ছিলো বিশ্ববাসীর জন্য আলোকবর্তিকা স্বরুপ। গত ১৩ সফর ১৪৩৯ হিজরি ৩ নভেম্বর ২০১৭ শুক্রবার রাজধানী ঢাকা গুলোস্তান কাজী বশির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন পীরে তরিকত আল্লামা শাহ আহসানুজ্জামান (ম.জি আ.)। উপাধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কাশেম ফজলুল হক ও মুফতি মাওলানা বখতিয়ার উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সঞ্চালনায় কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিএইচপি ফ্যামিলর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। আল্লামা এম এ মান্নান, আল্লামা এম এ মতিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, ড. মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার প্রমুখ।

সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ৫ নভেম্বর ২০১৭ পৃ. ২

আলমগীর খানকা শরীফে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আওলাদে আ'লা হযরত আল্লামা তাওসীফ রেযা খান কাদেরী বেরলভী

আ'লা হযরতের অনুসৃত মতাদর্শ ইসলামের সঠিক রূপরেখা। মদীনার তাজেদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। নবীজির সান্নিধ্য প্রাপ্ত সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাকের কৃপাদৃষ্টিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও আলোকিত মানুষ হতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে সেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দর্শনের উত্তরাধিকার হলেন মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ ও তরীকতের শায়খগণ। আ'লা হযরত চতুদর্শ শতাব্দিতে সেই প্রজ্জলিত জ্ঞান শিখার আলোতে মুক্তিকামী মুসলমানদের অন্তরাত্মা আলোকিত করেছেন দিক ভ্রান্ত মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁরই অনুসৃত মসলক তথা মতাদর্শের উপর জামেয়ার মতো অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তি স্থাপন করে কুতবুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) এদেশের মুসলমানদের ঋণী করেছেন। মসলকে আ'লা হযরত প্রতিষ্ঠায় অত্র প্রতিষ্ঠানের ওলামা মাশায়েখ ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য। গত ৭ সফর ১৪৩৯ হি. ২৮ অক্টোবর ২০১৭ শনিবার জামেয়া সংলগ্ন আলমগীর খানকাহ শরীফে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওলাদে আ'লা হযরত আল্লামা মুফতি তাওসীফ রেযা খান কাদেরী বেরলভী (ম.জি.আ.) উপরোক্ত, অভিমত ব্যক্ত করেন। মাওলানা মুফতি বখতিয়ার উদ্দিন ও মওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামেয়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারি অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল্লামা এম এ মান্নান আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, আল্লামা মুফাসসির ছালেকুর রহমান আল কাদেরী, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী, মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী প্রমুখ।

বন্দর তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসায় আওলাদে আ'লা হযরত আল্লামা তাওসীফ রেযা খান বেরলভী (ম.জি.আ)

ভ্রান্ত মতবাদী ইসলাম বিকৃতিকারীদের স্বরূপ উন্মোচনে আ'লা হযরতের রচনাবলী মুক্তির পাথেয়

বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আজ এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একদিকে খোদাদ্রোহী নাস্তিকরা ইসলাম নির্মূলে তৎপর। অপরদিকে ইসলাম নামধারী ভ্রান্তমতবাদী কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকারী বাতিল অপশক্তিগুলোর ইসলাম বিকৃতির কারণে সরলমনা মুসলমানরা আজ বিভ্রান্ত। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেড়সহস্রাধিক বিষয়ের গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ইমাম আহমদ রেযা (র.) ভ্রান্ত মতবাদীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। শিয়া, কাদিয়ানী, আহলে হাদীস, লামযহাবী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় গুলোর অপতৎপরতা প্রতিরোধ ও মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা সুরক্ষায় আ'লা হযরতের লিখিত রচনাবলী মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। সময়ের এ নাজুক সন্ধিক্ষনে আ'লা হযরতের আদর্শ অনুসরণে সত্যান্বেষী, মুক্তিকামী মানুষ সঠিক পথের দিশা পাবে। ৩১ অক্টোবর ২০১৭ মঙ্গলবার ১১ ঘটিকায় আনজুমান ট্রাস্ট পরিচালিত বন্দর তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে আয়োজিত আ'লা হযরত কনফারেন্সে আওলাদে আ'লা হযরত বিশ্ব বরেণ্য আলেমেদ্বীন ভারতের উত্তর প্রদেশ বেরেলী শরীফের অন্যতম পেশোওয়া, বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা তৌসিফ রেযা খান বেরলভী (ম.জি.আ.)প্রধান অতিথির বক্তব্য উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আ'লা হযরত কনফারেন্স ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আনজুমানে রজভীয়া তৌসিফিয়া বাংলাদেশ'র সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ হানিফ ছাহেব, সহসভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী ছাহেব আলোচনায় অংশ নেন মাওলানা এ.এস.এম. জালাল উদ্দিন ফারুকী, মাওলানা আবুল হাসানাত আলকাদেরী, মাওলানা ছগীর আহমদ আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মাওলনা মোশাররফ হোসাইন, মাওলানা আলহাজ্ব ইউনুচ তৈয়্যবি, আলহাজ্ব মাওলানা জহির উদ্দিন তুহিন, মাওলানা রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী প্রমুখ। প্রধান অতিথি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আওলাদে রাসুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)'র দ্বীনি খিদমতের ভুয়শী প্রশংসা করেন। মসলাকে আ'লা হযরতের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অত্র প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়িত ও অনুসৃত কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে তৈয়্যবিয়া ইসলামী সাংস্কৃতিক ফোরামের নাত শিল্পী বিশিষ্ট শায়ের মাদরাসার কৃতিছাত্র মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান ও মুহাম্মদ আবছার রেযার পরিবেশনায় মনোজ্ঞ মোশায়েরা মাহফিল আনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ'র সুখ শান্তি সমৃদ্ধি উন্নতি কামনা করে দুআ ও মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

চট্টগ্রাম প্রেসকাবে আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি) আয়োজিত আ'লা হযরতের স্মরণ সভায় বক্তাবৃন্দ

বহুমাত্রিক জ্ঞানের বিশ্বকোষ ছিলেন আ'লা হযরত

৩০ অক্টোবর ২০১৭ সোমবার বিকাল ৩ঘটিকা হতে চট্টগ্রাম প্রেসকাব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক মিলনায়তনে আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা ওএসি বাংলাদেশ আয়োজিত যুগশ্রেষ্ঠ কলম সম্রাট আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রা.) এবং সংস্থার প্রচার সম্পাদক মাওলানা রেজাউল করিম আলকাদেরী (রহ.)'র স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল সংস্থার সভাপতি আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনছারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্থার সম্মানিত উপদেষ্টা শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওএসি'র সম্মানিত উপদেষ্টা বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক আল্লামা এম. এ. মান্নান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মহাসচিব মাওলানা এম. এ. মতিন, সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী, আহলে সুন্নাত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা জুলফিকার আলী, আল্লামা শাহ নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, ড. আল্লামা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেজভী, দৈনিক পূর্বদেশের সহকারী সম্পাদক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল, অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল নোমানী, ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আল্লামা আনোয়ার হোসেন, আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, মাওলানা আবুল হাসান ওমায়ের রেজভী। সংস্থার সহ সাধারণ সম্পাদক মাস্টার মুহাম্মদ আবুল হোসাইন এর সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান, মাওলানা সৈয়দ ইউনুচ রেজভী, এইচ. এম. মঞ্জুরুল আনোয়ার চৌধুরী, মাওলানা ইমরান হোসেন আল কাদেরী, আলহাজ্ব হারুনুর রশিদ, মাওলানা শেখ আরিফুর রহমান, মাওলানা নঈমুল হক, মাওলানা সোহেল উদ্দিন আনসারী, মাওলানা নুরুল কবির রেজভী, মাওলানা জিল্লুর রহমান হাবিবি, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা আব্দুল খালেক, মাওলানা তারেকুল ইসলাম, মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, মাওলানা কফিল উদ্দিন প্রমুখ।

স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, বহুমাত্রিক জ্ঞানের বিশ্বকোষ ছিলেন আ'লা হযরত। মুসলিম বিশ্বের মহান জ্ঞান তাপস আ'লা হযরতের লিখনীর কাছে সকলের পাণ্ডিত্য হার মানতে বাধ্য হয়। কারণ তিনি যখন ইসলামের সঠিক আকিদা ও আদর্শের ব্যাপারে কলম ধরতেন তখন তাঁর ডানহাত

দিয়ে তা শুরু করতেন আর যখন বাতিলের বিরুদ্ধে কলম ধরতেন তখন তাঁর বামহাত দিয়ে তা শুরু করতেন। এ রকম অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আ'লা হযরত বিশ্ব মুসলিম জাতির জন্য খোদা প্রদত্ত নেয়ামত। এই নেয়ামতের শোকর গুজার করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। বক্তারা আরো বলেন, আজ বর্হিবিশ্বে এই মহান জ্ঞান তাপসকে নিয়ে দেশের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা চলছে। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য ৫৫টি বিষয়ে প্রায় দেড় সহস্রাধিক পুস্তক উপহার দিয়ে মুসলিম জাতিকে ঋণি করে গেছেন। সংস্থার প্রচার সম্পাদক মাওলানা রেজাউল করিম সংক্ষিপ্ত হায়াত নিয়ে ইসলামের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার বর্তমান সময়ে বিরল। তার মতো নির্লোভ খোদাভীরু ইসলামের খেদমত কারী বর্তমান সময়ে অতিব প্রয়োজন। সভায় আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি '১৮ লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলন সফল করার জন্য সর্বস্তরের সুন্নী জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

'ঈমান ও আক্বিদার সঠিক বিশ্লেষণে আলা হযরতের অবদান অনস্বীকার্য'

হালিশহর জামেয়া রজভীয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা সালানা জলসায় আল্লামা তাওসীফ রেযা খান কাদেরী বেরলভী

ভারতের বেরেলী শরীফের দরবারে আলা হযরতের সাজ্জাদানশিন মুফতি মুহাম্মদ তৌছিফ রেযা খান কাদেরী বেরেলভী (ম.জি.আ.) বলেছেন, মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ ঈমান ও আক্বিদার সঠিক বিশ্লেষণে আলা হযরতের অবদান অনস্বীকার্য। জনশক্তি ও প্রার্থীব সম্পদ দিয়ে মুসলিমদের কোনো বিজয় সম্ভব হয়নি। বরং মুসলমানরা সকল বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা (র.) দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাদি রচনা করে ঈমান ও আকিদার সঠিক বিশ্লেষণ মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন। গত ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার বিকেলে নগরীর হালিশহর জামেয়া রযভীয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সালানা জলসা ও ওরসে আলা হযরত উপলক্ষে আয়োজিত সুন্নি কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত বলেন। আনজুমানে রযভীয়া তৌছিফিয়া বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরষিদের সহ-সভাপতি ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ হানিফ সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান বক্তা ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার প্রধান ফকিহ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিউর রহমান আল কাদেরী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন আল্লামা আজিজুল হক রেজভী, অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রেজভী, অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কালাম

আমিরী, আল্লামা ওবায়দুন নাছের নঈমী, আল্লামা ইউনুছ তৈয়্যবী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ নাহিদ আকবর, মাওলানা মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, মুহাম্মদ শাহেদ বশর। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবু সাদেক আল কাদেরী ও মহানগর আনজুমানের সাংগঠনিক সম্পাদক এইচ. এম. নেজাম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন ফতেপুর মনজরুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, আলা হযরত গবেষক আল্লামা জসিম উদ্দিন রেজভী, মাওলানা সাইফুল্লাহ খালেদ, উপাধ্যক্ষ এম. এ. হাশেম, মাওলানা নুরুল আবছার রজভী, মাওলানা মনছুর উদ্দিন নিজামী, মুহাম্মদ আলমগীর, মাওলানা মনছুর উদ্দিন নিজামী, মুহাম্মদ আলমগীর, মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ ইউনুছ, কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন, মাওলানা মোস্তাক আহমদ, মাওলানা আবদুল্লাহ আল নোমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, মুহাম্মদ অছিউর রযা প্রমুখ। পরে মিলাদ, কেয়াম ও ওরসে আলা হযরতের তবারুক বিতরণের মাধ্যমে কনফারেন্স সমাপ্ত হয়।

রাউজানের হলদিয়ায় ভারতের তৌছিফ রেযা খান কাদেরী বেরেলভী

ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী নবী প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ভারতের উত্তর প্রদেশ বেরেলভী শরীফের আ'লা হযরতের আওলাদ রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত হযরতুলহাজ আল্লামা মুহাম্মদ তৌছিফ রেযা খান কাদেরী (ম.জি.আ) বলেছেন, আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরেলভী (র.) ছিলেন নবী প্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে কোন ঈমানদার ব্যক্তি পথচ্যুত হবে না। তিনি গত শনিবার রাতে রাউজান হলদিয়া হযরত এয়াছিন শাহ্ পাবলিক কলেজ ময়দানে আনজুমানে রজভীয়া তৌছিফিয়া রাউজান উপজেলা শাখার উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণ ও আ'লা হযরত (র.)'র ওরশ উপলক্ষে বিশাল সুন্নি কন্‌ফারেন্সে প্রধান মেহমানের বক্তব্যে একথা বলেন। বাংলাদেশ ইসলামী ফ"ন্টের চেয়ারম্যান বরেণ্য লেখক ও গবেষক আলহাজ আল্লামা এম.এ.মান্নান (ম.জি.আ)র' সভাপতিত্বে ও আল্লামা শামসুল আলম নঈমীর পরিচালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন আল্লামা আলহাজ মুফতি বখতেয়ার উদ্দিন আল কাদেরী। তকরির করেন অধ্যক্ষ আল্লামা আলহাজ মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রজভী, আল্লামা হাছান মুরাদ কাদেরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্য আলহাজ সৈয়্যদ আহসান হাবীব। বক্তব্য রাখেন পীরে তরিকত আলহাজ আল্লামা আজিজুল হক রেজভী, আল্লামা ওবাইদুন নাছের নঈমী, আল্লামা হাফেজ শাহ আলম, সৈয়্যদ জহিরুল ইসলাম নাঈম, মুহাম্মদ ইয়াছিন রেজভী, মুহাম্মদ আলী সওদাগর, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ আল্লামা সাইদুল আলম খাকী, অধ্যাপক অহিদুল

আলম জাফর, আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আলী ছিদ্দিকী, এস.এম নাছির, আল্লামা ইলিয়াছ নুরী, আল্লামা শামসুল আলম হেলালী, আল্লামা ইয়াছিন হোসাইন হায়দারী, আল্লামা হাফেজ জয়নাল আবেদীন জামাল, আহসান হাবীব চৌধুরী, অধ্যক্ষ আমির আহমদ আনোয়ারী, মাওলানা সোলায়মান মুকবুলী, আল্লামা কলিমউল্লাহ নুরী, এস.এম বাবর, আল্লামা ইদি'ছ আনছারী, সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলী আকবর তৈয়্যবী, অধ্যাপক নুরুল হুদা, মাওলানা মুনছুর নেজামী, মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর, অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম, মাস্টার আকতার হোসেন চৌধুরী, সাংবাদিক এম. বেলাল উদ্দিন, আল্লামা নুরুল আবছার রেজভী, আল্লামা নুরুল ইসলাম রেজভী, জাহাঙ্গীর সিকদার, মুহাম্মদ করিম উদ্দিন, সৈয়্যদ লুৎফর রহমান, আলহাজ মওলানা মুছা প্রমুখ।

শোক বার্তা

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র সহ-সভাপতি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া কামিল মাদ্‌রাসার রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সহকারি অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিমের ইন্তেকালে শোক বার্তা

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র সহ-সভাপতি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সহকারি অধ্যাপক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম গত ১৪ অক্টোবর ২০১৭ শনিবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মি. সময়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে...ওয়াইন্না ইলায়হি রাজেউন) ম"ত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তি স্ত্রী, ১ মেয়ে ৪ সন্তানসহ অসংখ্য ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকালে ৯টায় জামেয়া ময়দানে মরহুমের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। তিনি মাসলকে আ'লা হযরতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (র.)'র মুরীদ ছিলেন, তাঁর ইন্তেকালে ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। আমীন।

শোক বার্তা-১

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র সাবেক সহ-সভাপতি জামেয়ার সহকারি অধ্যাপক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম এর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন'র সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট লেখক গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সহকারি অধ্যাপক (বাংলা) জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম গত ১৯ সফর ১৪৩৯ হি. নভেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহে রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে যান। বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় জামেয়া ময়দানে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শুক্রবার গ্রামের বাড়ী পটিয়ার নয়াহাট এয়াকুবদভী হাইস্কুল ময়দানে ২য় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর ইন্তেকালে ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন আল্লাহ তাঁর দ্বীনি খিদমত কবুল করুন। আ'লা হযরত (র.)'র প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভালবাসা, আ'লা হযরতের শানে নিবেদিত তাঁর লিখিত একটি কবিতা অত্র স্মারকে পূনঃমুদ্রিত হলো, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শোক বার্তা-২

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর মাতা সৈয়্যদা বেদুরা বেগম এর ইন্তেকালে শোকবার্তা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের প্রচার সম্পাদক ও আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর মাতা, বোয়ালখালী কদুরখীলস্থ খানকায়ে কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম অলি আহমদের স্ত্রী সৈয়্যদা বেদুরা বেগম (৭৮) গত ২৬ আগস্ট শনিবার বিকাল ২.৩০ টায় নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ৯ পুত্র, ১ কন্যা, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। ২৬ আগস্ট বাদে মাগরিব ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ময়দানে প্রথম নামাজে জানাজা এবং বাদে এশা বোয়ালখালী মধ্যম কদুরখীলস্থ নিজ বাড়িতে খানকা শরীফ সংলগ্ন মসজিদ ময়দানে ২য় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। সৈয়্যদা বেদুরা বেগম আল্লামা

সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর একনিষ্ঠ মুরিদ ছিলেন। বেদুরা বেগমের ইন্তেকালে আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, ওএসি'র সভাপতি অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ সোলাইমান আনসারী, সাধারণ সম্পাদক কাজী আল্লামা মুঈন উদ্দিন আশরাফী, সাংগঠনিক সম্পাদক পীরজাদা গোলামুর রহমান আশরাফ শাহ, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেজভী, সেক্রেটারী আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নারায়ে তাকবির - আল্লাহু আকবর
নারায়ে রিসালত - ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু

আ'লা হযরত কনফারেন্স

নারায়ে গাউসিয়া - এয়া গাউসুল আজম দস্তগীর (রহ.)
মাসলকে আ'লা হযরত - জিন্দাবাদ

ঐতিহাসিক মুসলিম হল
চট্টগ্রাম

২৯ সফর ১৪৩৯ হিজরি
১৯ নভেম্বর '২০১৭, রবিবার

...অনুষ্ঠান সূচী...
বেলা ২.০০
কিরআত, হাম্‌দ
আ'লা হযরত রচিত না'ত প্রতিযোগিতা
বিকাল ৪.০০
স্মারক আলোচনা
সন্ধ্যা ৬.০০
গুণীজন সম্মাননা
সন্ধ্যা ৭.০০
পুরস্কার বিতরণ
সন্ধ্যা ৭.৩০
প্রখ্যাত শায়েরদের অংশগ্রহণে
মোশায়েরা মাহফিল...

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ...
হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ৯৯তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে আ'লা হযরত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
এতে দেশ বরেণ্য পীর-মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকগণ অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
এ শানদার অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.)'র নৈকট্য হাসিলে ধন্য করবে।

নিরন্তর শুভেচ্ছায়..

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী
সভাপতি

আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী
সাধারণ সম্পাদক

মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী
আহ্বায়ক
কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটি

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নারায়ে তাকবির - আল্লাহু আকবর
নারায়ে রিসালত - ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু

নারায়ে গাউসিয়া - এয়া গাউসুল আজম দস্তগীর (রহ.)
মাসলকে আ'লা হযরত - জিন্দাবাদ

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ
ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির
৯৯ তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে

আ'লা হযরত কনফারেন্স

২৯ সফর ১৪৩৯ হিজরি
১৯নভেম্বর '২০১৭, রবিবার

ঐতিহাসিক মুসলিম হল
চট্টগ্রাম

বেলা ২টা : কিরআত, হাম্‌দ, আ'লা হযরত রচিত না'ত প্রতিযোগিতা ▸ বিকাল ৪টা : স্মারক আলোচনা ▸ সন্ধ্যা ৬টা গুণীজন সম্মাননা
▸ সন্ধ্যা ৭টা : পুরস্কার বিতরণ ▸ সন্ধ্যা ৭.৩০টা - রাত ৯টা : প্রখ্যাত শায়েরদের অংশগ্রহণে মোশায়েরা মাহফিল...

কনফারেন্সের মূল প্রতিপাদ্য : মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ ও মুসলিহ হিসেবে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র ভূমিকা

উদ্বোধক : পীরে তরীকত, শাহসূফী হযরতুলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা বারী (মু.জি.আ.)
বারীয়া দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

প্রধান অতিথি : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সূফীতাত্ত্বিক গবেষক আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান - পি.এইচ.পি. ফ্যামেলি ও প্রধান উপদেষ্টা - আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বিশেষ অতিথি : শেরে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (মু.জি.আ.)
শায়খুল হাদীস - জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
: আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান অধ্যক্ষ - জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
: আল্লামা ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খতিব - জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।
: মাওলানা এম. এ. মতিন প্রধান সমন্বয়ক - আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সমন্বয় কমিটি।
: আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার চেয়ারম্যান - গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ।

প্রধান আলোচক : আলহাজ্ব আল্লামা এম. এ মান্নান মহাপরিচালক - আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, আলমগীর খানকাহ্ শরিফ, চট্টগ্রাম।

সংবর্ধেয় গুণীজন : পীরে তরীকত হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রজভী (মু.জি.আ.), খলিফা - খানদানে আ'লা হযরত।
: বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আলহাজ্ব নাজির আহমদ চৌধুরী মুবাল্লিগ - মাসলকে আ'লা হযরত, ঢাকা।
: বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, অনুবাদক কাজী মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন হোসেন ঢাকা।

বিশেষ আলোচক : শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী সভাপতি, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি)।
: শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আশরাফী সেক্রেটারি, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি)।
: এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার সদস্য সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সমন্বয় কমিটি।
: প্রফেসর ড. শেখ মোহাম্মদ রেজাউল করিম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
: প্রফেসর ড. নু.ক.ম. আকবর হোসেন চেয়ারম্যান, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ।
: আল্লামা মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ অধ্যক্ষ, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা।
: ড. মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
: ড. মুহাম্মদ কাউসার হামিদ সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
: মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
: অধ্যাপক মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী রংপুর।

সভাপতিত্ব করবেন : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি সভাপতি, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্...
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ নিপীড়ন, ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলাম বিকৃতিকারীদের ষড়যন্ত্র নির্মূলে তাঁর আবির্ভাব ছিলো সময়ের দাবী। ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়তের প্রচার-প্রসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় রচিত দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাবলীর গবেষণা ও তাঁর জীবন দর্শনের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ নিরিখে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আ'লা হযরত কনফারেন্স।
আসুন - কনফারেন্সে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদিত হই। আমিন...

—নিরন্তর শুভেচ্ছায়—

আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী
সাধারণ সম্পাদক

মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী
আহ্বায়ক, কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটি

আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০১৭ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোতির ফলাফল

রচনার বিষয় : মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ ও মুসলিহ হিসেবে ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ভূমিকা

শ্রেণি : এইচ, এসসি, ডিগ্রী, মাস্টার/সমমান

নাম	শ্রেণি	প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্জিত স্থান
আহমদ রেযা মিশকাত	ফাযিল ১ম বর্ষ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম	১ম
সৈয়দ নজরুল ইসলাম নেওয়াজ	ফাযিল ১ম বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	২য়
মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম	ফাযিল ২য় বর্ষ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম	৩য়
মুহাম্মদ ফয়সল আহমদ	অনার্স ১ম বর্ষ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম	৪র্থ
মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব	ফাযিল তয় বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	৫ম
মুহাম্মদ আবু জাফর	কামিল হাদিস ১ম বর্ষ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম	৬ষ্ঠ
মুহাম্মদ শাকের উল্লাহ	ফাজিল ৩য় বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	৭ম
মুহাম্মদ আরমান হোসাইন	ফাজিল ১ম বর্ষ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম	৮ম
মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন	ফাজিল ১ম বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	৯ম
সাদিয়া আক্তার	ডিগ্রী ১ম বর্ষ	হাসিনা জামান ডিগ্রি কলেজ রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	১০ম

আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০১৭ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোতির ফলাফল
রচনার বিষয় : মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ ও মুসলিহ হিসেবে ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ভূমিকা
শ্রেণি : এইচ, এসসি, ডিগ্রী, মাস্টার/সমমান

নাম	শ্রেণি	প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্জিত স্থান
মুহাম্মদ আবু তাহের	আলিম ১ম বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	১১ তম
মুহাম্মদ আবদুল কাদের	ফাযিল ১ম বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	১২ তম
মুহাম্মদ আবদুল হাকিম	ফাযিল ৩য় বর্ষ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম	১৩ তম
মুহাম্মদ নবাব আলী	অনার্স ৩য় বর্ষ	চট্টগ্রাম কলেজ	১৪ তম
মুহাম্মদ শামসুল করিম	ফাযিল ২য় বর্ষ	শাহচাঁন্দ আউলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা পটিয়া	১৫ তম
আহমদ উল্লাহ কাদেরী	ফাযিল ১ম বর্ষ	আল আমিন বারীয়া কামিল মাদ্‌রাসা বাহির সিগনাল, চান্দগাঁও	১৬ তম
মুহাম্মদ আবদুল মোমেন	আলিম ১ম বর্ষ	আহমদিয়া করিমিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।	১৭ তম
মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ	আলিম ২য় বর্ষ	আশেকানে আউলিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা বায়েজিদ, চট্টগ্রাম	১৮ তম
মুহাম্মদ আবছার উদ্দিন	ফাজিল ২য় বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	১৯ তম
মুহাম্মদ ইকরাম হোসেন	ফাযিল ১ম বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	২০ তম
মুহাম্মদ জুনাইদ সিদ্দিক	ফাযিল ৩য় বর্ষ	মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর চট্টগ্রাম	২১ তম

আ'লা হযরত কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটি-২০১৭

সার্বিক তত্ত্বাবধান

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী

কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটি

আহ্বায়ক : মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

সদস্য : অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম

অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল নোমানী

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল

অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম আমিরী

অধ্যাপক মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আজহারী

মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

ড. মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল আলম

উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী

ডিজিএম মুহাম্মদ আবদুর রহিম

মাওলানা মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

মাওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

মাওলানা মুহাম্মদ জহির উদ্দিন তুহিন

দাওয়াত ও যোগাযোগ উপ কমিটি

প্রধান : অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ খুরশিদ আলম

সদস্য : মাওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

আলহাজ্ব মাওলানা ইউনুস তৈয়বী

মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক

মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুর রহমান

অর্থ উপ কমিটি

প্রধান : মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

সদস্য : অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুর রহীম

মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

প্রধান : অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল নোমানী

সদস্য : মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন

মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

স্বেচ্ছাসেবক ও আপ্যায়ন কমিটি

প্রধান : উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী

সদস্য : মাওলানা মুহাম্মদ জহির উদ্দিন তুহিন

মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওহাব

মুহাম্মদ আবুদুল্লাহ আল নোমান

সৈয়দ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম নেওয়াজ

মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন

মুহাম্মদ তাহযীব রেযা

মঞ্চ পরিচালনা উপ কমিটি

প্রধান : অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল নোমানী

সদস্য : আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী

মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী

মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

মিডিয়া উপ কমিটি

প্রধান : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল

সদস্য : মোহাম্মদ কায়েস চৌধুরী

মাওলানা জহির উদ্দিন তুহিন

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওহাব

মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুর রহমান

সাজসজ্জা উপ কমিটি

প্রধান : শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

সদস্য : মাওলানা মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওহাব

মোশায়েরা মাহফিল

প্রধান : মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী

সদস্য : মাওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

মাওলানা মুহাম্মদ তারেক আবেদীন

মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ কাদেরী

মাওলানা মুহাম্মদ মাসুমুর রশিদ কাদেরী

মাওলানা কামাল হোসেন সিদ্দিকী

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান

আমাদের প্রকাশনা...

- আ'লা হযরত ও কানযুল ঈমান - মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
- শামে কারবালা - হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
- কালামে রেযা - মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
- মাযহাব অনুসরণ ও বিভ্রান্তির নিরসন - অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভি
- আ'লা হযরতের শিক্ষানীতি - অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভি
- বান্দার হক ও গুরুত্ব - মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন
- মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই রাসূল (ﷺ)'র অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য - মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন
- ইমাম আহমদ রেযা (র.): এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব - মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
- আল-মুখতার (প্রবন্ধ সংকলন) - সম্পাদনা পর্ষদ
- শাফায়াতে মোস্তফা - মাওলানা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন রিজভি
- আ'লা হযরত সেমিনার পত্র - ২০১৫
- ইমাম আহমদ রেযা : জীবন ও অবদান - অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভি
- আ'লা মুখতার (আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মারক- ১৯টি, বর্ষ : ১৯৯৭-২০১৭)

A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH

2nd Floor, Al-Fateh Shopping Centre,
182, Anderkilla, Chittagong, Bangladesh.
Cell : 01554-357218, 01819-377146, 01711-169360
e-mail : aalahazratfoundationbd@gmail.com
web : www.aalahazratfoundationbd.org

Cover : Ershad Khatibi, Printing : Shabdaneer- 01819-377146